চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 142 Sunday, 23 April, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ১৪২ সংখ্যা ❋ ৯ বৈশাখ, ১৪৩০, রবিবার, ২৩ এপ্রিল, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘এনআরসি করতে দেব না’

রেড রোডে ঈদের নমাজের মঞ্চ থেকে নাম না করে বিজেপিকে নিশানা মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ এপ্রিলঃ পঞ্চায়েত নির্বাচন আসন্ন হলেও তৃণমূল সুপ্রিমো বারবার বুঝিয়ে দিয়েছেন, দলের কাছে এখন পাখির চোখ ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন। ঈদ উপলক্ষে শনিবার রেড রোডে গিয়েও সে কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৪-এ যাতে প্রত্যেকে ভোট দেন, সেই আর্জিই জানিয়েছেন তিনি। ঈদের নমাজের আগে বক্তব্য পেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্যের সিংহভাগ জুড়েই ছিল রাজনৈতিক বিষয়। বিজেপির বিরুদ্ধে কড়া আক্রমণ শানিয়ে মমতা দাবি করেন, যাতে বিজেপিকে কেন্দ্র থেকে ক্ষমতাচ্যুত করা যায়। তার জন্য এক হয়ে লড়াই করার বার্তা দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘এক বছর পর নির্বাচন। আপনাদের যত লোক বাইরে কাজ করেন, তাঁরা প্রত্যেকে এসে ভোট দেবেন। সবাইকে ভোট দিতে হবে। গণতন্ত্র চলে গেলে সব শেষ হয়ে যাবে। ওরা দেশের সংবিধান বদলে দিতে চাইছে। ইতিহাস বদলে দিতে চাইছে।’’ বিজেপিকে নিশানা করে মমতা আরও বলেন, ‘‘ওরা দেশকে টুকরো করতে চায়। আমরা নিজেদের জীবন দিয়ে দিতে রাজি, তবু দেশ ভাঙতে দেব না।’’ তাঁর দাবি, এ রাজ্যের সরকারকেও বিজেপির সঙ্গে লড়তে হচ্ছে, কেন্দ্রীয় এজেন্সির সঙ্গে লড়তে হচ্ছে। তবে লড়তে কোনও ভয় পান না বলেই দাবি মুখ্যমন্ত্রীর। ২৪-এর লড়াইতে সংখ্যালঘুদের পাশে থাকার বার্তাই এদিন শোনা যায় মমতার মুখে। বিলকিস বানো প্রসঙ্গেও এদিন সরব হন মমতা। তিনি মনে করিয়ে দেন বিলকিস বানো ধর্ষণ মামলায় সব দোষীকেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তৃণমূল বিষয়টাকে ছেড়ে দেবে না বলে দাবি করেন মমতা। আদালতে যাওয়ার কথাও বলেন তিনি। একই সঙ্গে এনআরসি কার্যকর করতে দেবেন না বলেও বার্তা দিয়েছেন মমতা। তিনি বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি মেনে নেওয়া হবে না। যারা দেশ ভাগ করতে চাইছে, তাদের উদ্দেশ্য বলছি আমি জীবন দিতে তৈরি, কিন্তু দেশ ভাগ করতে দেব না। আমার ওপর ভরসা রাখুন। আপনারা শান্তিতে থাকুন। কারও কথা শুনবেন না। কিছু কিছু গদ্দার দলের বিরুদ্ধে আমরা লড়ছি, আমরা এজেন্সির বিরুদ্ধে লড়ছি। আমরা লড়ার জন্য তৈরি। আমরা মাথা ঝোঁকাব না। কেউ কেউ বিজেপির থেকে টাকা নিয়ে বলে বেড়ায় ভোট ভাঙিয়ে দেব। আর এক বছর বাকি ভোটের। কে ক্ষমতায় আসবে, সেটা বিচার করুন এখন। ইতিহাস বদলে দিচ্ছে, সংবিধান বদলে দিচ্ছে। বিলকিসের কেসে সকলকে ছেড়ে দিয়েছে। আমরা এই সবের বিরুদ্ধে লড়ব। এদের দাদাগিরি, এদের জুমলা আটকাতে হবে। আমরা সবাই এক হলে, ওদের চেয়ার টলে যাবে। আমরা ওদের চেয়ার বদলাবো।’’ খিলাফত কমিটির সকলকে ইদের শুভেচ্ছা জানান মমতা। বলেন, ‘‘রেড রোডে নামাজের আয়োজন করা হয়েছে সুন্দর ভাবে। এত রোদে এত কষ্টে, এত গরমে আপনারা হিম্মত দেখিয়েছেন। আপনাদের কমিটমেন্ট আপনারা দেখিয়েছেন। আপনাদের সকলকে ইদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।’’ মমতার বার্তা, ‘‘কোনও রাজনৈতিক দলের প্ররোচনায় পা দেবেন না। ভয় পাবেন না। আমরা দাঙ্গা চাই না।’’

সোমে ৫০, মঙ্গলে ৪০ কিলোমিটার ঝোড়ো হাওয়া, বার্তা হাওয়া অফিসের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ এপ্রিলঃ তীব্র তাপপ্রবাহ আর সঙ্গে গরমের দাপট থেকে সাময়িক স্বস্তি পেয়েছেন দক্ষিণবঙ্গবাসী। শুক্রবার ছিঁটেফোঁটা বৃষ্টি হলেও তাপমাত্রার পারদ খানিকটা হলেও নেমেছে। আর তাতেই গরমের জ্বালা থেকে মুক্তি। গতকাল পরিবেশ কিছুটা ঠান্ডা হলেও শনিবার সকালে রোদের তেজ ভালই ছিল বলে বলছেন শহরবাসী। তবে এতদিন যেভাবে নাজেহাল হতে হচ্ছিল তার থেকে গরম অল্প হলেও কম হয়েছে বলে মানছেন তাঁরা। আপাতত, মঙ্গলবার পর্যন্ত আবহাওয়া স্বস্তিদায়ক থাকবে বলেই পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বলছে, আজ (২২ এপ্রিল) থেকে মঙ্গলবার (২৫ এপ্রিল) পর্যন্ত রোজই বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে এ রাজ্যের প্রতিটি জেলায়। সোমবার পর্যন্ত ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিমি বেগে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। মঙ্গলবার ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো বাতাসের সম্ভাবনা রয়েছে। হতে পারে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত। ফলে এই দিনগুলিতে নিরাপদে থাকার পরামর্শ দিয়েছে আবহওয়া অফিস। তবে শুধু দক্ষিণের জেলাগুলিতেই নয়, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও একইভাবে ঝড়-বৃষ্টি চলবে। দার্জিলিং, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ার জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে শিলাবৃষ্টিও হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানাচ্ছে আবহাওয়া দফতর। পাশাপাশি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদাতেও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ঝড়ের সময়ে বজ্রবিদ্যুতের সম্ভবনাও থাকছে, সেই নিয়ে ইতিমধ্যেই সতর্ক করেছে হাওয়া অফিস। গতকাল মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরে বৃষ্টি হয়েছে। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, মধ্য উত্তরপ্রদেশের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে এবং এর ফলে বঙ্গোপসাগরের থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প স্থলভাগে প্রবেশ করেছে। এই প্রচুর জলীয় বাষ্পের কারণেই আগামী পাঁচ দিন রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেই তাপমাত্রা অনেকটা কম হবে।

বিচারক নিয়োগের পরীক্ষার ফলপ্রকাশ নয় এখনই, নির্দেশ হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ এপ্রিলঃ রাজ্যের নিম্ন আদালতের বিচারক নিয়োগের পরীক্ষার ফলপ্রকাশ নিয়ে আদালতের নির্দেশ। এখনই ফলপ্রকাশের মতো কোনও পদক্ষেপ করবে না পাবলিক সার্ভিস কমিশন, জানায় আদালত। এ সংক্রান্ত এক মামলার প্রেক্ষিতে এমনই বলেন বিচারপতি মৌসুমী ভট্টাচার্য। বিচারপতি বলেন, ‘‘এই মামলা বিচারাধীন। আদালত আশা করে সেকথা মাথায় রেখে এই পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনও পদক্ষেপ পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা পিএসসি এখনই করবে না।’’ ওয়েস্ট বেঙ্গল জুডিশিয়াল সার্ভিসেস এক্সামিনেশন (প্রিলিমিনারি)-এর ফলপ্রকাশকে ঘিরে এই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। এই পরীক্ষার মাধ্যমে রাজ্যের নিম্ন আদালতগুলিতে জুনিয়র জাজ সিভিল ডিভিশন নিযুক্ত হন। এক পরীক্ষার্থী পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কাছে অভিযোগ করেন, প্রশ্নে কয়েকটি ভুল রয়েছে। কয়েকটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের অপশন দেওয়া রয়েছে এই মর্মে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কাছে অভিযোগ জানান তিনি। এরইমধ্যে ১৮ এপ্রিল ফের একটি উত্তরপত্র প্রকাশিত হয়। অভিযোগ, সেখানেও মামলাকারীর অভিযোগের কোনও সুরাহা হয়নি। মামলাকারীর তরফে জানানো হয়, ৬টি প্রশ্নের উত্তর নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, কমিশনের তরফে এই দাবি করে সেই ৬টি বিতর্কিত প্রশ্নের জন্য সবাইকে বাড়তি ৬ নম্বর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যদিও তাঁর নম্বর-সমস্যা না মেটায় ফের কমিশনে অভিযোগ জানান। সুরাহা না হওয়ায় আদালতের দ্বারস্থ হন মামলাকারী।

‘অস্তিত্বহীন সংগঠনের নোটিস’, শুভেন্দুর আইনজীবীর পাল্টা কুণালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ এপ্রিলঃ তৃণমূলের জাতীয় দলের তকমা টিকিয়ে রাখার জন্য অমিত শাহকে নাকি ফোন করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি এমনই দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। গত কয়েকদিন ধরে সেই নিয়েই জোর চর্চা রাজ্য রাজনীতিতে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য ইতিমধ্যেই অস্বীকার করেছেন অমিত শাহকে ফোন করার বিষয়টি। বলেছেন, প্রমাণ করতে পারলে তিনি মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেবেন। আর এরপরই তৃণমূলের তরফে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছিল শুভেন্দুকে। বলা হয়, শুভেন্দু ওই মন্তব্য প্রত্যাহার না করলে, আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সেই চিঠির এবার পাল্টা দিয়েছেন শুভেন্দুও। তৃণমূলের তরফে ডেরেকের পাঠানো ওই চিঠির জবাবে আইনজীবী মারফত শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, ‘‘অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস নামে কোনও দল এখন নেই। তৃণমূল

নামে আঞ্চলিক একটি দল রয়েছে। তাই অস্তিত্বহীন কোনও সংগঠনের তরফে এমন নোটিস পাঠানোই যায় না।’’ শুভেন্দু অধিকারীর এই জবাবকে অবশ্য ‘অরাজনৈতিক ও সস্তার উত্তর’ বলেই ব্যাখ্যা করছেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। এদিন বিকেলে সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দুর চিঠি প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তরে কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক উত্তর। সস্তার রাজনীতির উত্তর। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও গভীরতা নেই। কোনও দলের জাতীয় দলের স্বীকৃতি রাজ্য ভিত্তিক শতকরা হিসেবের উপর নির্ভর করে কখনও আসে, কখনও যায়। যে দলের এতজন সাংসদ, তাদের উপর যেন এত বড় বড় কথা না বলতে আসেন।’’ কুণাল ঘোষের বক্তব্য, ‘‘এই চিঠি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, যুক্তিহীন ও অপাঠ্য। এই চিঠির সঙ্গে আইনি ভাষার কোনও যোগ নেই।’’ তৃণমূল মুখপাত্রর বক্তব্য, ‘‘প্রমাণ কই, উনি তো পালাচ্ছেন। কথার জাগলারি করছেন। শুভেন্দু অধিকারী প্রমাণ দিতে না পেরে পালিয়ে যাচ্ছেন।’’

পুরসভার নিয়োগে ২০০ কোটির দুর্নীতি! ইডির রিপোর্টে নতুন করে শোরগোল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ এপ্রিলঃ অয়ন শীলের গ্রেফতারির পর নিয়োগকাণ্ডে ফের চাঞ্চল্যকর তথ্য। ইডি আগেই জানিয়েছিল, শুধু শিক্ষক নিয়োগ নয়, রাজ্যের একাধিক পুরসভায় নিয়োগের ক্ষেত্রেও হাত রয়েছে অয়নের। ‘দুর্নীতি’র গভীরতা আন্দাজ করে শুক্রবারই এই মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ

দিয়েছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এবার হাইকোর্টের নির্দেশেই পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমে ২০০ কোটির হদিশ পেল ইডি। ধৃত অয়ন শীল শুধুমাত্র পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতির মাধ্যমে ২০০ কোটি টাকা তুলেছিলেন বলে ইডি সূত্রে খবর। এ কথা অয়ন জেরায় স্বীকারও করেছেন বলেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত রিপোর্ট আদালতে পেশ করেছে ইডি। ইডির কলকাতা জোনাল অফিসের অ্যাসিসট্যান্ট ডিরেক্টর মিথিলেশকুমার মিশ্র ওই রিপোর্ট আদালতে জমা দেন। রাজ্যের প্রায় প্রতিটি পুরসভায় এই দুর্নীতি হয়েছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে। কাঁচড়াপাড়া, নিউ ব্যারাকপুর, কামারহাটি, বরানগর, টিটাগড়, হালিশহর পুরসভা রয়েছে ইডির স্ক্যানারে। রাজ্যের আরও অনেক পুরসভা আতসকাচের তলায়। মজদুর, সুইপার, ক্লার্ক, পিওন পদে অবৈধ নিয়োগের অভিযোগ উঠেছে। অ্যাম্বুল্যান্স অ্যাটেন্ডেন্ট, অ্যাসিসট্যান্ট মিস্ত্রি, পাম্প অপারেটর, হেল্পার, স্যানিটারি অ্যাসিসট্যান্ট, গাড়ির চালক পদেও বেআইনি নিয়োগের অভিযোগ উঠছে। আর এই নিয়োগে অয়ন শীলের মতো নাম যেন উঠে এসেছে, একইভাবে একাধিক সরকারি আধিকারিক, রাজনৈতিক নেতা যুক্ত থাকার সম্ভাবনাও দেখছে ইডি। এইসব চাকরি দিতেই ২০০ কোটি টাকা বাজার থেকে তোলা হয়েছে। তদন্তকারীদের কাছে, এ যেন সমান্তরাল রিক্রুটমেন্ট বোর্ড চালনা। এ বিষয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য, তদন্ত তো হওয়া উচিত। প্রতিটি পুরসভায় তৃণমূল তার দলের লোকজনকে ক্যাজুয়াল ক্যাটাগরিতে ইচ্ছামতো নিয়োগ করেছে। এ কারণেই প্রতিটি পুরসভায় এখন আয়ের থেকে ব্যয় বেশি। ক্যাজুয়াল স্টাফদের মাইনে দিতে দিতে সব টাকা চলে যাচ্ছে। পাল্টা তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, ‘‘অভিযোগকারীও ইডি, তদন্তও করবে ইডি। ভারতের একটা আইন ব্যবস্থা তো আছে। প্রাথমিক-মাধ্যমিক নিয়োগের ব্যাপারে কিছু লোক অভিযোগ করেছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে হাইকোর্ট ইডিকে তদন্ত করতে দেয়। এখানে তো অভিযোগটা কার সেটাই জানতে পারছি না। কোনও অভিযোগ নেই। ইডি একটা ন্যারেটিভ তৈরি করে দিল। একজন অন্য কেসে অভিযুক্ত তার বাড়িতে সে তথ্য সাজিয়ে রেখে দিয়েছে, একদিন ইডি এসে দেখবে সে পুরসভায় দুর্নীতি করেছে। এসব গল্প ইডিই তৈরি করতে পারে।’’

‘কোটি টাকার খেলা’য় বন্ধুর কোর্টেই বল ঠেললেন বান্ধবী শ্বেতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ এপ্রিলঃ এ যেন কেলেঙ্কারির অতল সাগর। চারপাশে শুধুই দুর্নীতির সফেন। পার্থ-অর্পিতার হাত ধরে তদন্তকারীরা যে দুর্নীতির তটে হাঁটা শুরু করেছিলেন, পথ যত এগিয়েছে, নতুন নতুন মুখ উঠে এসেছে তালিকায়। দুর্নীতিও নানা মোড় নিয়েছে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমে কোথাও খোঁজ মিলেছে পুরনিয়োগে দুর্নীতির। কোথাও আবার অন্য সরকারি দফতরে নিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রশ্ন উঠেছে। এই নিয়োগ দুর্নীতির অন্যতম মাথা হিসাবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির তালিকায় নাম রয়েছে অয়ন শীলের। স্ক্যানারে রয়েছে তাঁর বান্ধবী হিসাবে পরিচিত শ্বেতা চক্রবর্তীও। ২০ এপ্রিল শ্বেতাকে সিজিও কমপ্লেক্সে ডেকে পাঠায়। সূত্রের খবর, শ্বেতার অ্যাকাউন্টে কোটি কোটির লেনদেন হয়েছে। আর সেই কাটির ‘খেলা’র দায় বন্ধুর উপরই চাপিয়েছেন শ্বেতা। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত অয়ন শীলের বান্ধবী শ্বেতা চক্রবর্তীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে বলে দাবি ইডির। গত কয়েক বছরে শ্বেতার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে লেনদেন হওয়া সেই টাকার পরিমাণ প্রায় ৪ কোটি বলেও ইডি সূত্রে খবর। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, এই বিপুল টাকার লেনদেন সম্পর্কে শ্বেতার কাছে জানতে চাওয়া হলে, তিনি সব দায় অয়নের উপরেই

চাপান। সূত্রের খবর, শ্বেতা তাঁর নামে থাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের কথা মেনে নিলেও জানিয়েছেন ওই অ্যাকাউন্টের নিয়ন্ত্রণ ছিল অয়নের হাতেই। তাই কত টাকা আছে, সেই টাকার উৎস কী তা তিনি জানেন না। ইডি সূত্রে দাবি, নিয়োগ দুর্নীতির টাকাই পরিবার পরিজনদের পাশাপাশি বান্ধবীর অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ঘুরিয়েছিলেন অয়ন। শ্বেতার অ্যাকাউন্টে লেনদেন হওয়া টাকাও দুর্নীতির বলেই দাবি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার। তবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে থাকা টাকার দায় শ্বেতা অয়নের ঘাড়ে ঠেললেও, তাঁর গাড়ি ও বাড়ির দিকেও নজর রয়েছে গোয়েন্দাদের। যদিও এর আগে শ্বেতা বলেছিলেন, ‘‘চুঁচুড়ায় আমি ওঁর কাছ থেকে ফ্ল্যাট কিনি। আমার কাছে চুক্তির কাগজপত্রও রয়েছে। ফ্ল্যাট কেনার সময়ে টাকাও দিই। সেই ফ্ল্যাটটা আমি রেজিস্ট্রি করিনি। কারণ সেখান থেকে পরবর্তীকালে আমি চলে আসি। যেহেতু আমি রেজিস্ট্রি করিনি, তাই সেই টাকা আমাকে ফেরত দেন। ৫৫ লক্ষ টাকা আমার অ্যাকাউন্টে ফেরত দেন।’’ একইসঙ্গে তিনি জানান, তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করা হচ্ছে, কোনওটাই সত্যি নয়।

না গীতা বুরা হ্যয় না কুরান বুরা হ্যয়, বললেন অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ এপ্রিলঃ যারা বলে দেশে থাকতে গেলে সার্টিফিকেট দেখাতে হবে, তারা আগে সার্টিফিকেট দেখাক। শনিবার সকালে রেড রোডে ঈদের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে এভাবেই বললেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন একই মঞ্চ থেকে এনআরসি নিয়ে বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেছেন, ‘‘এনআরসি হতে দেবো না।’’ এরপরই মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বলেন, ‘‘আমাদের বাংলার এটাই বিশেষত্ব যে, আমাদের সকলের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ববোধ এতটাই, যে কোনও উৎসব একসঙ্গে পালন করি। ঈদ, দুর্গাপুজো বা ক্রিসমাস কোথাও কোনও ভাগাভাগি নেই। দেশের আর কোথাও এই ছবি দেখতে পাবেন না। এটাই বাংলাকে সকলের থেকে আলাদা করে থাকে। বাংলাকে পূণ্যভূমি বানায় সম্প্রীতি, সংহতি।’’ একইসঙ্গে অভিষেক অভিযোগ করেন, সৌভ্রাতৃত্বকে কেউ কেউ ঘৃণার বিষে জারিয়ে নষ্ট

করার চেষ্টা করছে। তাঁর আহ্বান, ‘‘যারা এই ভাগাভাগির কথা বলে, বলব এই পরিকল্পনা সফল হতে দেবেন না। ভাগাভাগির রাজনীতিতে লাভ হবে না। রাজনীতি নিজের জায়গায়, ভ্রাতৃত্ব নিজের জায়গায়। ভ্রাতৃত্বে কোনও ভাগাভাগি চলবে না। যে শ্বাস আমরা নিই, হাওয়ায় হিন্দু মুসলমান বলে কিছু হয় না।’’ যারা ভাগাভাগি করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে সকলকে রুখে দাঁড়ানোর বার্তাও দেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। অভিষেকের কথায়, প্রকৃতির সৃষ্টিতে কোনও খারাপ কিছু নেই। খারাপ যদি কিছু থাকে, তা থাকে সেই শয়তানের মধ্যে, যে মানুষের মধ্যে ভাগাভাগি করে।

অভিষেককেও ‘দিদি’র সুরেই কথা বলতে শোনা যায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘যারা বলে দেশে থাকতে গেলে সার্টিফিকেট দেখাতে হবে, আমি তাদের বলব আগে আপনারা আপনাদের সার্টিফিকেট দেখান। পরে দেশবাসীর কাছে চাইবেন। এই লড়াই জারি থাকবে। যারা বাংলার মাটিতে ভয় ধরানোর চেষ্টা করবে তার ফল কী হবে তা সময় বলবে।’’ ঈদের সকালে রেড রোড থেকে রাজ্যবাসীকে সৌভ্রাতৃত্বেরও বার্তা দেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ভ্রাতৃত্ববোধ, সম্প্রীতি যাতে অটুট থাকে, তার জন্য সকলকে একত্রিত হয়ে থাকার বার্তা দেন তিনি।

‘সত্যি বলার দাম’, ১৯ বছরের বাংলো ছেড়ে বললেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিলঃ সরকারি নির্দেশ মেনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই বাংলো খালি করে দিলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। শনিবার, ইদের দিনই তুঘলক লেনের বাংলো ছাড়লেন তিনি। বাংলোর চাবি হস্তান্তর করে ‘এটা সত্য বলার খেসারত’ বলেই জানান থাকা বাংলোর চাবি ফেরত দিয়ে দেন রাহুল। বাংলো ছেড়ে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল বলেন, ‘‘দেশের মানুষ ১৯ বছরের জন্য এই বাড়িটি আমাকে দিয়েছিলেন। আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এটা সত্যি বলার দাম। তবে সত্যি বলার জন্য আমি যে

ওয়ানাড়ের পদচ্যুত সাংসদ। ২০০৫ সালের ২২ এপ্রিল থেকে টানা ১৯ বছর ওই বাংলোতে ছিলেন। আপাতত মা তথা রায়বরেলির সাংসদ সোনিয়া গান্ধির ১০ জনপথের বাংলোতেই উঠলেন রাহুল। তুঘলক লেনের বাংলো থেকে আসবাব সহ ব্যবহৃত সামগ্রী খালি করার কাজ অনেক আগেই শুরু করে দিয়েছিলেন রাহুল গান্ধি। গত সপ্তাহেই দুটো ট্রাকে করে রাহুলের ব্যবহৃত সামগ্রী তুঘলক লেনের বাংলো থেকে সরানো হয়। তারপর এদিন সকাল থেকে দু-বার রাহুল গান্ধি ও তাঁর সহোদরা প্রিয়ঙ্কা গান্ধি বঢরাকে ওই বাংলোয় যেতে দেখা যায়। অবশেষে দুপুরে সম্পূর্ণভাবে বাংলো ছেড়ে দেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি। সোনিয়া গান্ধির উপস্থিতিতেই দু-দশক ধরে কোনও মূল্য দিতে প্রস্তুত।’’ প্রসঙ্গত, মোদী পদবি নিয়ে বিতর্কের জেরে গত ২২ মার্চ সুরাট আদালত রাহুল গান্ধিকে দোষী সাব্যস্ত করে দু-বছরের কারাদণ্ড ঘোষণা করে। যদিও জামিনে মুক্তি পান তিনি। তবে এই শাস্তির জেরে রাহুলের সাংসদ পদ খারিজ করেন লোকসভার অধ্যক্ষ। এরপরই গত ২৭ মার্চ নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে সাংসদ কোটায় প্রাপ্ত ১২, তুঘলক লেনের বাংলোটি ছাড়ার নির্দেশ দেয় লোকসভা হাউজিং কমিটি। বাংলো ছাড়ার জন্য তাঁকে একমাসের সময় বেঁধে দেওয়া হয়। যা নিয়ে গোটা দেশে সমালোচনার ঝড় ওঠে। যদিও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই বাংলোটি খালি করে দেবেন বলে জানিয়েছিলেন ওয়ানাড়ের পদচ্যুত সাংসদ। সেই প্রতিশ্রুতি রাখলেন রাহুল।

‘এনআরসি-র অন্যতম রূপকার মমতা’

তোপ বিকাশের, রেড রোডে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা নিয়ে সরব অধীর-শমীকরাও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ এপ্রিলঃ রেড রোডে ইদের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে শনিবার বিরোধীদের নিশানা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সকলকে এককাট্টা হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। একইসঙ্গে শান্তি বজায় রাখার বার্তাও দেন তিনি। বলেন, ‘‘আমি জীবন দিতে রাজি। দেশকে ভাগ করতে দেবো না।’’ একইসঙ্গে মমতা বলেন, ‘‘বাংলায় তিনি কোনওভাবেই এনআরসি করতে দেবেন না।’’ মুখ্যমন্ত্রীর এদিনের বার্তা নিয়ে বাম, কংগ্রেস, বিজেপি একযোগে নিশানা করেছে মমতাকে। এই মঞ্চ থেকে কেন রাজনীতি, এনআরসি, ভোটের কথা উঠবে তা নিয়ে একযোগে সওয়াল করেছে বাম-বিজেপি-কংগ্রেস। প্রদেশ নেতা অধীর চৌধুরীর বক্তব্য, বারবার এনআরসির কথা বলে সংখ্যালঘুদের মনে ভয় ঢোকানোর চেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের কাছে, মমতাই এনআরসি, সিএএ-এর অন্যতম পরিকল্পক। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেড রোড থেকে বলেন, ‘‘আমি তো বলব আপনারা শান্তিতে থাকুন। কারও কথা শুনবেন না। কেউ কেউ বিজেপির কাছে টাকা নিয়ে গিয়েছে। ওরা বলছে মুসলিম ভোট ভেঙে দেবো।

আমি বলি তোমাদের এত ক্ষমতা নেই।’’ এ প্রসঙ্গে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, ‘‘উনি যদি এটা বিশ্বাস করতেন আরএসএস ডাকলেন কেন এখানে? পশ্চিমবঙ্গে খাল কেটে কুমির আনলেন কেন? বিভাজনের রাজনীতি কে করছে সব বুঝে গিয়েছেন মানুষ।’’ অন্যদিকে কলকাতার প্রাক্তন মেয়র তথা সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘ওনার তো অভিযোগ ছিল পশ্চিমবঙ্গ অনুপ্রবেশে ভরে গিয়েছে। তারা নাকি বামফ্রন্ট সরকারকে ভোটে জেতাতো। সেটার উপর ভিত্তি করেই তো অমিত শাহরা ক্ষমতায় আসার পর এনআরসি, সিএএর পরিকল্পনা করেছেন। সিএএ, এনআরসির অন্যতম পরিকল্পক ও রূপকার মমতা।’’ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর এ ক্ষেত্রে মন্তব্য, ‘‘পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে সামনে রেখে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে একটা কৃত্রিম ভয় ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। ভোটের বাক্সে যাতে তার প্রতিফলন হয়। এনআরসিকে সামনে রেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলিমদের মধ্যে ভয়ভীতি ঢুকিয়ে দিয়েছে। বিজেপি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে তা পশ্চিমবঙ্গ কেন, সারা ভারতবর্ষে করে। এটাই তাদের পলিটিকাল লাইন। পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মানুষ বুঝতে পারছে, এ দেশে যদি বিজেপিকে রুখতে হয় কংগ্রেসের পাশে এবং কংগ্রেসের মতো যারা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি করে তাদের পাশে থাকা উচিত।’’ ইদের অনুষ্ঠানের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী কীভাবে এই বিষয়ে কথা বললেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ‘‘স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে কোনও মুখ্যমন্ত্রী কখনও ইদের জমায়েতে দাঁড়িয়ে এই ধরনের মন্তব্য করেননি। বিভাজন, ঘৃণা, মৌলবাদকে চরম প্রশ্রয় দেওয়ার একটা দৃষ্টান্ত হয়ে রইল আজকের দিন। আজকের সুস্থ-স্বাভাবিক সমাজে এই বিভাজনের রাজনীতি কাম্য নয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ভোটের স্বার্থে যে বক্তব্য পেশ করলেন, তা নজিরবিহীন।’’

টুইটারে ব্লক টিক ফিরে পেলেন অমিতাভ, মাস্ককে ধন্যবাদও জানালেন বিগ বি

মুম্বই, ২২ এপ্রিল ঃটুইটারে ব্লু টিক ফিরে পেলেন বিগ বি অমিতাভ বচ্চন। ব্লু টিক ফিরে পাওয়ার পর শুক্রবার গভীর রাত ১.১০ মিনিট নাগাদ টুইটারের মালিক ইলন মাস্ককে ধন্যবাদও জানিয়েছেন অমিতাভ। টুইট করেই অমিতাভ জানিয়েছেন, মাস্ক ভাইয়া, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ! আমার নামের আগে নীল টিক লেগে গিয়েছে। আনন্দে গান গাওয়ার ইচ্ছে আমরা।শুক্রবারই ভেরিফায়েড় অ্যাকাউন্ট থেকে ব্লু টিক সরিয়ে দিয়েছে টুইটার। শুধুমাত্র যারা ব্লু টিক-এর জন্য অর্থ প্রদান করেছেন তারাই এখন ব্লু টিক রাখার অনুমতি পাচ্ছেন। শুক্রবার দেখা যায়, অমিতাভ বচ্চনের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকেও ব্লু টিক উধাও হয়ে গিয়েছে। ওই দিনই ব্লু টিকের জন্য অনুরোধ জানান বিগ বি। যাইহোক অবশেষে ব্লু টিক ফিরে পেয়েছেন অমিতাভ বচ্চন।

দিল্লির আইটিও-র কাছে বিকাশ ভবনে আগুন, দমকলের চেষ্টায় এল আয়ত্তে

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল ঃ রাজধানী দিল্লিতে ফের অগ্নিকান্ড! এবার আগুন লাগল দিল্লির আইটিও-র কাছে বিকাশ ভবনে। শনিবার সকালে অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছে যায় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের বেশ কিছু সময়ের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে।পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, শনিবার সকালে দিল্লির আইটিও-র কাছে বিকাশ ভবনে আগুন লাগে। দমকল কর্মীদের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে। এই অগ্নিকান্ডে কেউ হতাহত হননি। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, শর্টসার্কিট থেকেই এই আগুন লেগেছে।

দক্ষিণ দিনাজপুরের অন্যতম লস্করপুর ঈদগাতে পালিত হলো

দক্ষিণদিনাজপুর,২২এপ্রিলঃহিলি ব্লকের সবচেয়ে বড় ও দক্ষিণ দিনাজপুরের অন্যতম লস্করপুর ঈদগাতে পালিত হলো ঈদুল ফিতর উপস্থিত হিলি থানার আইসি গনেশ শর্মা।একমাস সিয়াম সাধনার পরে আজ পালিত হলো ঈদ- উল-ফিতর এর নামাজ লস্কর পুর ঈদগাহ ময়দানে। হিলি ব্লকের সবচেয়ে বড়ো যামাত অনুষ্ঠিত হয় এই ঈদগাহে। হিলি ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের মুসল্লীররা এখানে ঈদের নামাজ পরার জন্য এখানে জড়ো হয়। লস্কর পুর জামে মসজিদের ইমাম সাহেব হাফিজ ক্বারি মৌলানা রেজওয়ান করিম সাহেব ঈদের নামাজের পরিচালনা করেন। এখানে প্রায় কয়েক হাজার মুসল্লী ঈদের নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে সকালে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে ঈদের শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করেন।আসুন ঈদ শেষে ইমাম সাহেব জানান বিশ্ব শান্তির উদ্দেশ্যে সৌভ্রাতৃত্ব বজায় রাখতে এবং মিলেমিশে থাকার বার্তা জানাই ঈদ উপলক্ষে সমস্ত ভারতবাসীকে। এছাড়া স্থানীয় বাসিন্দা হাজী আব্দুল সাদিক সরকার সাহেব বললেনহিলি ব্লকের তিন নম্বর ঢালপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতেরপুর ঈদগাহ এলাকার প্রাচীন ঈদগাহ হিসেবে সুপরিচিত এই ঈদগাহতে পার্শ্ববর্তী এলাকার বিভিন্ন গ্রামের মুসল্লিরা নামাজ আদায় করতে এখানে প্রত্যেক বছর আসেন এ বছরও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। সবশেষে হিলি থানার আই সি সাহেব ইমাম সাহেব হাতে ফুলের তোরা সওগাত তুলে দিয়ে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

পুলিশের এনকাউন্টারে খতম দুই মহিলা নকশাল

বালাঘাট, ২২ এপ্রিলঃশনিবার ভোর ৩টার দিকে বালাঘাট পুলিশ দুই কুখ্যাত মহিলা নকশালকে নিকেশ করেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলা কয়েক দশক ধরে নকশাল সমস্যায় জর্জরিত। বালাঘাট পুলিশ গত বছর ছয় কুখ্যাত মাওবাদীকে খতম করেছিল। জানা গিয়েছে, মৃত দুই নকশালবাদী দালামের এলাকা কমান্ডার এবং গার্ড ছিল। দুজনের উপর ১৪ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা

খুশির ঈদে মাতোয়ারা গোটা দেশ, শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর

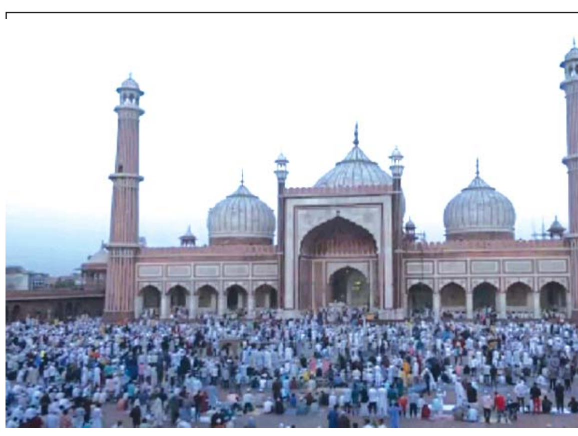

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল ঃ দিল্লি থেকে গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ থেকে পঞ্জাব, জম্মু-কাশ্মীর থেকে কেরল-গোটা দেশেই নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়েছে ঈদ-উল-ফিতর। শনিবার সকাল থেকেই মসজিদে-মসজিদে ঈদের প্রার্থনা করেছেন ধর্মপ্রাণ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন। কলকাতার রেড রোডে নামাজ পাঠ করেছেন মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা, এছাড়াও কলকাতার অন্যান্য মসজিদেও এদিন নামাজ পাঠ করা হয়। দিল্লির জামা মসজিদ, ফতেহপুরী মসজিদে এদিন নামাজ পাঠ করেন ধর্মপ্রাণ মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা। এছাড়াও জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগর, গুজরাটের সুরাট, অমৃতসরের খাইরুদ্দিন মসজিদ-সর্বত্রই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নামাজ পাঠ করেন মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা।রমজান মাসের সমাপ্তিতে শনিবার দেশ জুড়ে পালিত হয়েছে খুশির ঈদ। খুশির ঈদকে কেন্দ্র করে বিপুল উসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছে ধর্মপ্রাণ মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে। প্রতিটি মসজিদকে সাজানো হয় আলোক-মালায়। ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী । ঈদের শুভেচ্ছা-বার্তায় শনিবার সকালে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু টুইট করেছেন, 'সমস্ত দেশবাসী, বিশেষ করে মুসলিম ভাই ও বোনেদের জানাই ঈদের শুভেচ্ছা। ভালোবাসা ও সহানুভূতির উসব ঈদ আমাদের অন্যকে সাহায্য করার বার্তা দেয়। আসুন, উদযাপনের এই শুভ উপলক্ষ্যে, আমরা সবাই সমাজে ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, ঈদ-উল-ফিতরের শুভেচ্ছা। আমাদের সমাজে সম্প্রীতি ও সহানুভূতির চেতনা আরও বৃদ্ধি হোক। সেই সঙ্গে সকলের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি। ঈদ মোবারক!

২৪-২৫ এপ্রিল মধ্যপ্রদেশ ও কেরলে সফর প্রধানমন্ত্রীর, যাবেন দমন ও দিউ এবং দাদর ও নগর হাভেলিতেও

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল ঃ একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে আগামী ২৪ থেকে ২৫ এপ্রিল মধ্যপ্রদেশ ও কেরল সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সময়ে দমন ও দিউ এবং দাদর ও নগর হাভেলিতেও যাবেন প্রধানমন্ত্রী। দু'দিনের সফরে এই রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে ২৫ হাজার কোটি টাকা অর্থমূল্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিল্যান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী।২৪ এপ্রিল বেলা ১১.৩০ মিনিট নাগাদ মধ্যপ্রদেশের রেওয়া-তে জাতীয় পঞ্চায়েতি রাজ দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে ১৭ হাজার কোটি টাকা অর্থমূল্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিল্যান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর ২৫ এপ্রিল সকাল ১০টা নাগাদ তিরুবনন্তপুরম সেন্ট্রাল রেল স্টেশন থেকে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রার সূচনা করবেন। কেরলে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। মধ্যপ্রদেশ ও কেরল ছাড়াও দমন ও দিউ এবং দাদর ও নগর হাভেলিতে কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর।

রাজ্যের তৈরি কমিটি জাতীয় শিক্ষানীতিকে কার্যকর করার কৌশল, অভিযোগ আবুটা-র

কলকাতা ২২ এপ্রিল ঃরাজ্য সরকারের তৈরি সাম্প্রতিক কমিটি জাতীয় শিক্ষানীতিকে কার্যকর করার জন্য কৌশল রচনা করেছেন মাত্র। শুক্রবার এই অভিযোগ তুলল সারা বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (আবুটা)।জাতীয় শিক্ষানীতি (২০২০) অনুসারী স্নাতক স্তরে চার বছরের ডিগ্রি কোর্স কার্যকর করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিল রাজ্য। আবুটা-র সাধারণ সম্পাদক গৌতম মাইতি বলেন, সরকারের ইচ্ছে অনুযায়ী এই কমিটির কাজই ছিল এই শিক্ষানীতি কার্যকর করার জন্য অজুহাত তৈরি করা। কমিটি যে তিনটি প্রশ্ন তৈরী করে উপচার্যদের কাছ থেকে চটজলদি উত্তর চেয়েছিল তা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল শিক্ষার নীতিগত বিষয় নিয়ে চর্চা করার কোনও এক্তিয়ার তাঁদের নেই। তাঁদের রিপোর্ট (সংবাদ মাধ্যমে যা প্রকাশিত হয়েছে) থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে তাঁরাকিন্তু এর ফলে উচ্চ শিক্ষায় যে আমূল পরিবর্তন হবে তা নিয়ে যথেষ্ট সময় দিয়ে পর্যালোচনা করার সুযোগ না দিয়ে কমিটি যেভাবে আসন্ন শিক্ষাবর্ষ থেকে একে কার্যকর করার সুপারিশ করেছেন তার পেছনে কি কোনো একাডেমিক যুক্তি আছে? কমিটিতে যুক্ত শিক্ষাবিদরা এর উত্তর দিতে পারবেন? কমিটি কেন এ বিষয়ে শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, ছাত্রদের মতামত জানতে চাইলনা?বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক বডিগুলির সভায় এ বিষয়ে ভিন্নমত উঠে এসেছে। কিছু ক্ষেত্রে নোট অফ ডিসেন্ট ও জমা প।ছে। অনেক ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ইসি ও কোর্টের সভায় সিদ্ধান্ত না নিয়েই এতে সম্মতি জানিয়ে দিয়েছে। আমাদের প্রশ্ন কমিটির এই শিক্ষাবিদরা কেন বিশ্ববিদ্যালয় গুলির মতামত নেওয়ার আগে রাজ্য সরকারের মতামত ও অবস্থান জানার চেষ্টা করলেননা? এক্ষেত্রে আইনগত ও পরিকাঠামো সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক জ।তি আছে। এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ব্যাপক পরিবর্তন করতে হবে। যা রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়।কমিটির সদস্যরা উপাচার্য হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থ দেখলেননা। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সরকার কোনো হস্তক্ষেপ করেনা, এটা দেখাতে তাঁরা নিজেরাই অতিসক্রিয় হয়ে একে চালু করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জোড়াতাপ্পি দেওয়া মতামতকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও তার শিক্ষার সমূহ সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করে দিয়ে গেলেন!আবুটার দাবি রাজ্য সরকার নিত্য নতুন কমিটি না বসিয়ে এ বিষয়ে তার নীতিগত অবস্থান স্পষ্ট করুক। তারপর কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মতামত নিক। কমিটি এই শিক্ষানীতির একাডেমিক যৌক্তিকতা স্পষ্ট করে বলুক।

অনলাইন শেষে ফের সোমবার থেকে অফলাইনের ক্লাশে উদ্যোগী নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

কলকাতা, ২২ এপ্রিল ঃ ছুটির পর ফের স্কুল খোলার পথে হাঁটতে চলেছে বেশিরভাগ বেসরকারি স্কুল। অর্থা, অনলাইন শেষে ফের সোমবার থেকে অফলাইনের ক্লাশ ফিরতে চলেছে। তবে, নির্দিষ্ট নির্দেশিকা না আসায় সরকারি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এখনও স্পষ্ট করে জানাতে পারছে না। পড়ুয়ারাও কিছুটা ফাঁপড়ে।রেকর্ড ভাঙা গরমের কারণে পড়ুয়াদের কথা ভেবে কালিম্পং ও দার্জিলিংয়ের পাহাড়ি এলাকা বাদ দিয়ে স্কুল কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে গত সোমবার থেকে প্রাথমিকভাবে ছুটি ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেসরকারি ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার আবেদন করেন তিনি। তবে কিছু বেসরকারি স্কুল অনলাইনে ক্লাস নেওয়া শুরু করে। শিক্ষা দফতরের নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল, এক সপ্তাহ বা পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আগে পর্যন্ত এই ছুটি থাকবে।স্কুল শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, বিশেষ ছুটি বাড়ানো নিয়ে কোনও রকম আলোচনা হয়নি দফতরের অন্দরে। এই সংক্রান্ত নতুন কোনও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়নি। তাই সোমবার থেকেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে যেতে পারে। বিকাশ ভবনের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের মতে, এক সপ্তাহের সাময়িক ছুটির কারণে একাংশ শ্রেণির প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার সূচি বলল করেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।যে স্কুলগুলিতে একাদশের প্র্যাকটিকাল বাতিল হয়েছে সেগুলিকে ২৪ থেকে ২৯ এপ্রিলের মধ্যে পরীক্ষা নিতে বলা হয়েছে। আবার ২ মে থেকে স্কুলে গরমের ছুটি শুরু হওয়ার কথা। তাই ছুটি বাড়ানো হলে পরীক্ষা কখন হবে। আর এই কারণেই সাময়িক ছুটি না বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে বলেই মত ওই আধিকারিকের।রানি রাসমনি গ্রিন ইউনিভার্সিটির ডঃ উপাচার্য আশুতোষ ঘোষ, মেদিনীপুর কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ গোপাল চন্দ্র বেরা, আসানসোলের কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ডঃ সাধন চক্রবর্তী, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ ওমপ্রকাশ মিশ্র, বেসরকারি সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ডঃ ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ শনিবার সকাল এই প্রতিবেদককে জানান, সোমবার থেকে অফলাইন ক্লাশ শুরু হবে। কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মিতা ব্যানার্জী দুপুরে এই প্রতিবেদককে জানান, হওয়ার কথা?। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ আশিস চট্টোপাধ্যায় সকাল পৌনে ১০টায় জানান, হতে পারে।বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হেরিটেজ ইন্সটিট্যুট অফ টেকনোলজির অধ্যক্ষ, কল্যান ভারতী ট্রাস্টের (ছ'টি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক সংস্থা) সিনিয়র ডিরেক্টর ডঃ বাসব চৌধুরী শনিবার সকাল সাড়ে সাতটায় এই প্রতিবেদককে জানান, কর্তৃপক্ষ এখনও কোনও নোটিশ জারি করেননি।ডিপিএস মেগাসিটি সোমবার থেকে শারীরিক ক্লাস পুনরায় শুরু করার জন্য শুক্রবার অভিভাবকদের একটি নোটিশ জারি করেছে। রামমোহন মিশন স্কুলও তাই। ইন্ডাস ভ্যালি ওয়ার্ল্ড স্কুলের ডিরেক্টর অমিতা প্রসাদ বলেন, আমরা ব্যক্তিগত ক্লাস শুরু করতে আগ্রহী কারণ যোগব্যায়াম, মার্শাল আর্ট, শিল্প ও কারুশিল্পের মতো সমস্ত কার্যকলাপ ক্লাস বন্ধ হওয়ার কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু একটি শিশুর সামগ্রিক বিকাশের জন্য এই ক্লাসগুলি সমানভাবে প্রয়োজন। ফিউচার ফাউন্ডেশন স্কুলের অধ্যক্ষ রঞ্জন মিত্র বলেন, ব্যক্তিগত ক্লাস সবসময় ছাত্রদের জন্য ভাল।কিছু অভিভাবক তাদের জানিয়েছিলেন যে তাঁরা দুজনেই কাজ করছেন বলে তাঁদের বাচ্চাকে বাড়িতে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। লক্ষীপত সিংহানিয়া একাডেমির পরিচালক মীনা কাক বলেছেন, আমরা এবার অনলাইন ক্লাসের জন্য স্ক্রিন টাইম ৪০ মিনিট থেকে কমিয়ে ৩০ মিনিট করেছি এবং শিক্ষকদের ক্লাস চলাকালীন কিছু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে প্রয়োজন অনুযায়ী অনলাইন ক্লাস নেওয়া হয়েছে। সোমবার থেকে পূর্ণাঙ্গ ক্লাস শুরু হবে। কলেজিয়াম আসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টাস ও অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেসেস্স-এর সম্পাদক সৌদীপ্ত দাস বলেন, নতুন করে বিজ্ঞপ্তি না বেরোলে সোমবারই স্কুল খুলবে।

ইসরোর মুকুটে নতুন পালক, সিঙ্গাপুরের দু''টি কৃত্রিম উপগ্রহ নিয়ে পিএসএলভি-সি৫৫-এর সফল উৎক্ষেপণ

শ্রীহরিকোটা, ২২ এপ্রিল ঃ ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র মুকুটে নতুন পালকের সংযোজন। শনিবার অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে সিঙ্গাপুরের দু''টি কৃত্রিম উপগ্রহ নিয়ে পিএসএলভি-সি৫৫-এর সফল উৎক্ষেপণ সম্পন্ন হয়েছে। ইসরোর বাণিজ্যেক শাখা, নিউ স্পেস ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর মাধ্যমে এই মিশন সম্পন্ন হয়।ইসরোর এই সাফল্যে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ইসরোর প্রধান এস সোমনাথ। তিনি জানান, অভিনন্দন। পিএসএলভি-সি৫৫TeLEOS-২ মিশন-পিএসএলভি উভয় উপগ্রহকে কক্ষপথে স্থাপন করেছে। শনিবার দুপুরে এই সফল উৎক্ষেপণ সম্পন্ন হয়।

অযোধ্যায় ট্রাক ও বাসের সংঘর্ষে মৃত ৪

অযোধ্যা, ২২ এপ্রিলঃউত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৪ জন। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১৬ জন, যাত্রীবোঝাই ওই বাসে মোট ২০ জন ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।শুক্রবার রাতে লখনউ-গোরক্ষপুর হাইওয়ের উপর দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। বাসটি অযোধ্যা থেকে আম্বেদকর নগরের দিকে যাচ্ছিল

ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছে ইউরোপের বিভিন্ন ক্লাব

লন্ডন, ২২ এপ্রিলঃ পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনেও। ইউরোপিয়ান ফুটবলের বিভিন্ন ক্লাব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভক্ত সমর্থকদের উদ্দেশে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ছবি পোস্ট করেছে। শুধু ক্লাবগুলোই নয়, তারকা ফুটবলাররাও নিজেদের অ্যাকাউন্ট থেকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন নিজেদের ভক্ত সমর্থকদের।ঈদ উপলক্ষে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানিয়েছে ইউরোপের বিভিন্ন ক্লাব। যার মধ্যে আছে স্প্যানিশ ক্লাব বার্সেলোনা, রিয়াল মাদ্রিদ, ম্যানচেস্টার সিটি, বায়ার্ন মিউনিখসহ আরও অনেক ক্লাব। বিভিন্ন ধরনের মিষ্টান্ন সামনে নিয়ে, ক্লাবের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে সেলিব্রেটিং ঈদ লিখে পোস্ট করেছে ম্যানচেস্টার সিটি।ঈদ উপলক্ষে সমর্থকদের জন্য ঈদের শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়ে ছবি পোস্ট করেছে রিয়াল মাদ্রিদ। ঈদ মোবারক মাদ্রিদিস্তা, আপনাকে ও আপনার পরিবারকে ঈদ-উল-ফিতরের শুভেচ্ছা লিখে শান্তির বার্তা দিয়েছে স্প্যানিশ ক্লাবটি। আরেক স্প্যানিশ জায়ান্ট বার্সেলোনাও লিখেছে, ঈদ মোবারক ও নতুন বছরের শুভেচ্ছা। পিছিয়ে নেই ইংলিশ ক্লাব লিভারপুলও। বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ক্লাবের ভক্ত সমর্থকদের ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট করেছে অলরেডরা।ভক্ত সমর্থকদের পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছে ইংলিশ ক্লাব আর্সেনাল,চেলসি,নিউক্যাসল ইউনাইটেডও। নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে তারা ছবি আপলোড করেছে।শুধু ক্লাবগুলো নয়, ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ ফের ১২-হাজারের উর্ধ্বে! মৃত্যু আরও ৩২ জনের, সক্রিয় রোগীর সংখ্যাতেও বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের অনেকটাই বাড়ল, এবার ১২-হাজারের গন্ডি পেরিয়ে গেল। বৃদ্ধি পেয়েছে মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ১২,১৯৩ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে কোভিড-আক্রান্ত ৩২ জন রোগীর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৬৭,৫৫৬-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.১৫ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। ৩২ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩১,৩০০-এ পৌঁছে গিয়েছে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪২,৮৩,০২১ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৬৬ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৬০২ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৬,৩৭,৫৮১ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২১ এপ্রিল সারা দিনে ভারতে ০১,৯৭,৪৭৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারতঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিলঃটেকসই উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারত। শনিবার বসুন্ধরা দিবসে এই বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার বসুন্ধরা দিবস উপলক্ষ্যে জোর দিয়ে জানান, ভারত প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপনের সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে টেকসই উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।টুইট করে প্রধানমন্ত্রী জানান, বসুন্ধরা দিবসে, আমি আমাদের ধরিত্রীকে আরও সুন্দর করার জন্য যারা কাজ করছেন তাঁদের সকলকে প্রশংসা করি। ভারত প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে টেকসই উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রসঙ্গত, পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে বিশ্বব্যাপী ২২ এপ্রিল দিনটি বসুন্ধরা দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

ব্রিটেনের নতুন উপ-প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন অলিভার ডওডেন

লন্ডন, ২২ এপ্রিলঃ ডমিনিক রাবের পদত্যাগের পর ইংল্যান্ডের উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হলেন অলিভার ডওডেন। শুক্রবার এ পদে তিনি স্থলাভিষিক্তঃ হন। নিপী।নের অভিযোগে ডমিনিক রাব পদত্যাগ করেন।অলিভার ডওডেন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের সরকারের কেবিনেট অফিস মিনিস্টার পদে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এর আগে তিনি ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টির চেয়ারম্যান ছিলেন। কিন্তু গত জুনে দুটি উপ-নির্বাচনে পরাজয়ের পর পদত্যাগ করেন অলিভার।অলিভারের নিয়োগের একই ঘোষণায় বিচারমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন অ্যালেক্স চাক। এই পদের দায়িত্বও ছিল রাবের কাঁধে।নিপী।নের অভিযোগের স্বাধীন তদন্তের পর ডমিনিক রাব পদত্যাগ করেন। প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাককে দেওয়া এক চিঠিতে রাব বলেন, তদন্ত একটি বিপজ্জনক নজির স্থাপন করেছে, তবে তিনি সরকারের সমর্থনে থাকবেন।তিনি বলেন, আমি তদন্তের আহ্বান জানিয়েছিলাম। নিপী।নের মতো কিছু পাওয়া গেলে পদত্যাগ করব বলে ঘোষণা দিয়েছিলাম। আমি বিশ্বাস করি, কথা রাখা গুরুত্বপূর্ণ। এটি মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়েরে উদ্বুদ্ধ করবে।রাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি নিজের অধীনে থাকা বেশ কয়েকজন সরকারি চাকরিজীবীর ওপর নিপী।ন চালিয়েছেন।

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক যান চলাচল স্বাভাবিক

জম্মু, ২২ এপ্রিলঃ শনিবার সকাল থেকে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। তবে শ্রীনগর-লেহ হাইওয়ে এবং মুঘল রোড যান চলাচলের জন্য বন্ধ রয়েছে।এদিন সকাল ৬টা থেকে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে জম্মু থেকে শ্রীনগর এবং শ্রীনগর থেকে জম্মু পর্যন্ত হালকা যান চলাচল করছে। হালকা যান চলাচলের পরই ভারী যান জম্মু থেকে শ্রীনগরের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। এরপর নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়িগুলো যেতে দেওয়া হবে।এছাড়াও শ্রীনগর-লেহ হাইওয়ে এবং মুঘল রোড যান চলাচলের জন্য বন্ধ রয়েছে।

খুলে গেল গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী ধাম, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর ধামি

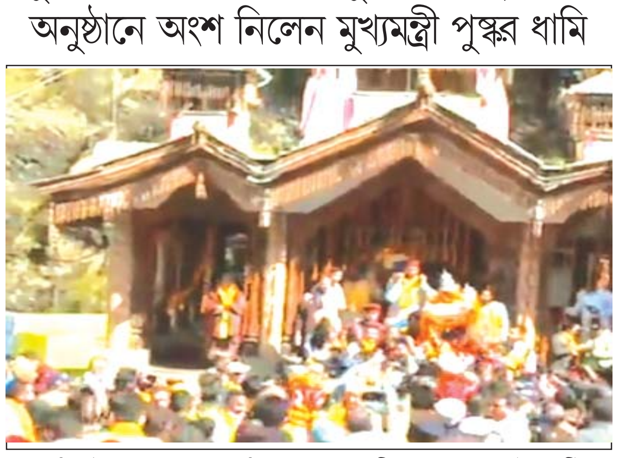

খারসালি (উত্তরাখণ্ড), ২২ এপ্রিল ঃ অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ মহূর্তে পুণ্যার্থীদের জন্য খুলে গেল গঙ্গোত্রী এবং যমুনোত্রী ধাম।এই উপলক্ষ্যে শনিবার সকালে উত্তরকাশির গঙ্গোত্রী ধামে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আবার খারসালি থেকে যমুনোত্রী ধামে ডোলি করে মা যমুনাকে নিয়ে যাত্রা শুরু হয়। সকালে খারসালির মা যমুনা মন্দিরে বিশেষ পূজার্চনাও করা হয়, তাতে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। হেলিকপ্টারে পুষ্প বর্ষণ করা হয়।মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বলেছেন, যমুনোত্রী ধাম থেকে শনিবার চারধাম যাত্রা শুরু হয়েছে। এরপরে, গঙ্গোত্রী ধাম আজ খুলবে, ২৫ এপ্রিল কেদারনাথ ধাম এবং ২৭ এপ্রিল বদ্রীনাথ ধাম পুণ্যার্থীদের জন্য উন্মুক্ত হবে... প্রধানমন্ত্রী মোদীর নামে আজ প্রথম পুজো অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে সনাতন সংস্কৃতি, ধর্মীয় স্থান ও তীর্থস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর নেতৃত্বেই এ সব করা হয়েছে। সুতরাং, প্রথম পুজোটি তাঁর নামে করা হয়েছিল, কারণ তিনি চারটি ধাম এবং ভগবান শিবের ভক্ত।

সৌরাষ্ট্র তামিল সঙ্গম একতা, ঐক্য ও মহত্ত্বের প্রকৃত চেতনা প্রতিফলিত করেঃপীযূষ গোয়েল

সোমনাথ, ২২ এপ্রিল ঃকেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল গুজরাটের সোমনাথ গির সোমনাথ জেলার ভেরাভালে সৌরাষ্ট্র তামিল সঙ্গমে আগত মানুষজনকে স্বাগত জানিয়েছেন। শনিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গোয়েল বলেছেন, তামিলনাড়ু থেকে যারা সৌরাষ্ট্র তামিল সঙ্গমের জন্য এখানে পৌঁছেছেন তাঁদের সকলকে স্বাগত জানাতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। এই অনুষ্ঠানটি (সৌরাষ্ট্র তামিল সঙ্গম) একতা, ঐক্য এবং মহত্ত্বের প্রকৃত চেতনা প্রতিফলিত করে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল আরও বলেছেন, বিগত ৯ বছর ধরে দেশকে একত্রিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রচেষ্টা এই কর্মসূচিতে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সোমনাথকে একটি প্রশংসনীয় নতুন রূপ দিয়েছেন। কাশী-সোমনাথের এই পুনরুজ্জীবন আসন্ন উন্নত ভারতের উদাহরণ।

চলতি আইপিএল আমার ক্রিকেট জীবনের শেষ আইপিএলঃধোনি

চেন্নাই, ২২ এপ্রিলঃ ভারতীয় প্রিমিয়ার লিগে(আইপিএল) আর খেলতে যাবে না মহেন্দ্র সিং ধোনিকে। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে শুক্রবার আইপিএল-এ বড় ব্যবধানে জয় পেয়েছিল চেন্নাই সুপার কিংস।সেই ম্যাচে জয়ের পর চেন্নাই অধিনায়ক ঘোষণা করলেন তাঁর জীবনের আর একটি বড় সিদ্ধান্ত। মাহি ঘোষণা করেছেন চলতি আইপিএল-এর পরই ক্রিকেটকে চিরতরে বিদায় জানাবেন ভারতের প্রাক্তন জাতীয় বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক।উল্লেখ্য, গত ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে ১৩৫ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে চেন্নাই-এর দুই ওপেনারের মধ্যে ডেভিড কনওয়ে ৫৭ বলে অপরাজিত ৭৭ এবং ঋতুরাজ গায়কোয়াড ৩৫ এই দুই ব্যাটসম্যানই দলকে জয়ের দোরগড়ায় পৌঁছে দেন। দলের এই সাফল্যের জন্য প্রত্যেক সাপোর্টারকে ধন্যবাদও জানান মাহি। এবং তারপরই তিনি বলেন, অনেক ভেবেই আমি ক্রিকেটকে চিরতরে বিদায় জানাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৩এপ্রিলঃরবিবার, ৯ বৈশাখ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৩এপ্রিলঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ৯ বৈশাখ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৯ বৈশাখ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ৫ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

আংশিক পরিষ্কার আকাশ।বৃষ্টির হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৮.০১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৯.০২এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৫শতকরা এবং৩০শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে শনিবার। জোয়ার- সকাল ১১টা ২০ মিনিট এবং রাত-১১টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-১১টা ২০মিনিট। রাত-১১টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ২৫মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে দিনেঃ ৫ টা - ৫৬মিনিটের মধ্যে হবে আজ হতে পারে।

রাশিফল

মেষরাশিঃ কাজের ফাঁকে ফাঁকে আরাম করার এবং রাত গভীর করা এড়াতে চেষ্টা করুন।।।
বৃষভ রাশিঃসাফল্য হাতের নাগালে এলেও শক্তিঃ কমে আসবে। খুব একটা লাভদায়ক দিন নয়- কাজেই আপনার টাকাকড়ির অবস্থা দেখে নিয়ে আপনার খরচ সীমিত করুন। ।
মিথুন রাশিঃআপনার হতাশা আপনার স্বাস্থ্যের সর্বনাশ করতে পারে- আপনি অতীতের ঘটনা সম্পর্কে চিন্তা করতে পারেন।
কর্কট রাশিঃআপনি আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার ভয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করুন,।
সিংহ রাশিঃআত্ম-বিকাশের প্রকল্পগুলিতে আপনার শক্তি নিয়োগ করুন যা আপনাকে শ্রেষ্ঠতর করে তুলবে। শুভদিন
কন্যা রাশিঃবিবাহের যোগ। সংসারে শান্তি হবে। শুভ দিন
তুলা রাশিঃআপনি অবসর যাপনের আনন্দ উপভোগ করবেন। বিবাহের যোগ হবে।
বৃশ্চিক রাশিঃআপনি আজ খুব সক্রিয় এবং চটপটে থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্য আজ আপনাকে পুরোপুরি সমর্থন করবে। শুভদিন
ধনু রাশিঃআপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। অর্থ বিনিয়োগ এবং সঞ্চয় হবে
মকর রাশিঃকোন ঝগড়াটে ব্যক্তির সাথে বিবাদ আপনার মেজাজ খারাপ করতে পারে।
কুম্ভ রাশিঃপরিশ্রমের বিকল্প নেই ।সংসারে শান্তি আসবে আজভাগ্যের ওপর নির্ভর করবেন
মীন রাশিঃআপনার রুক্ষ মেজাজ আপনাকে কিছু ঝামেলায় ফেলতে পারে। নির্দিষ্ট কিছু জরুরী পরিকল্পনা নির্বাহিত হওয়ায় আপনাকে নতুন অর্থনৈতিক লক্ষ্য এনে দেবে। আপনার জ্ঞান এবং উত্তম রসবোধ আপনার

নিবেদিতা সেতুর টোল রোডের বালি টোলের আন্ডারপাসে দুর্ঘটনা, বাইকের সঙ্গে প্রাইভেট গাড়ির সংঘর্ষে মৃত ২

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২২ এপ্রিল ঃ ঈদের দিন নিবেদিতা সেতুর টোল রোডের বালি টোলের আন্ডারপাসে ঘটে গেল ভয়াবহ দুর্ঘটনা। উল্টো দিক থেকে আসা একটি বাইকের সঙ্গে প্রাইভেট গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। মারা যান দুই বাইক আরোহী। বালির নিবেদিতা সেতুতে ওঠার মুখেই এদিন ঘটে যায় ভয়াবহ ওই দুর্ঘটনা। নিবেদিতা সেতু থেকে নামার রাস্তা দিয়ে নিয়ম ভেঙে একটি বাইক দুরন্ত গতিতে ব্রিজের দিকে উঠছিল। সেই সময় ব্রিজ থেকে মাঝারি গতিতে একটি চার চাকা গাড়ি নামছিল। বাইক এবং গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুজন বাইক আরোহী ছিটকে পড়েন রাস্তায়। চারচাকা গাড়ির এয়ার ব্যাগ বেরিয়ে যাওয়ার কারণে চালক জখম হননি। ভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে যান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বালি থানার পুলিশ ও বালি ট্রাফিক গার্ডের কর্মীরা। মৃতদের নাম সাবির মণ্ডল (২২) এবং বাচ্চু মণ্ডল (৩০)। তারা উত্তর ২৪ পরগণার বাদুড়িয়ার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনায় গুরুতর বাইক আরোহীদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে উত্তরপাড়া হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে একজনকে মৃত ঘোষণা করা হয়। অন্যজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় কলকাতা আরজিকরে রেফার করা হয়। সেখানে ওই যুবকেরও মৃত্যু হয়। রাস্তা থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক এবং গাড়িটি। মুখোমুখি সংঘর্ষে দুটি গাড়িরই ব্যাপক ক্ষতি হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দক্ষিণেশ্বরের দিক থেকে বাইকটি রাস্তায় উঠেছিল। বালি টোলপ্লাজার কাছে এসে বেরতে না পারায় ফের উল্টো লেন ধরে দক্ষিণেশ্বরের দিকে যাচ্ছিল দুরন্ত গতিতে। সেই সময় সংঘর্ষ হয়। হাওড়া সিটি পুলিশ ট্রাফিক সূত্রের খবর, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে টোল রোডের বালি টোলের দিকের আন্ডারপাসে। সেখানে একটি বাইকের সঙ্গে টোলপ্লাজাগামী একটি প্রাইভেট গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

বাইকটি আইন ভঙ্গ করে ডানলপের দিকে যাচ্ছিল। ফলে বাইকটি দুর্ঘটনায় পড়ে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁদের প্রথমে উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে ১ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। আরেক জখম বাইক আরোহীকে চিকিৎসার জন্য আরজিকরে স্থানান্তরিত করা হয়, সেখানেই তার মৃত্যু হয়। এদিনের দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িচালকের বাবা বলেন, আমি জানতে পেরেছি নিবেদিতা সেতুর উপর নিয়ম না মেনে উল্টো রুটে একটি বাইক এসে আমার ছেলের গাড়িতে ধাক্কা মেরেছে। বাইক আরোহীদের মাথায় হেলমেট ছিল না। নিয়ম ভেঙে এরা যে গাড়ি চালাচ্ছিল তা প্রশাসনের দেখা উচিত ছিল। টোলপ্লাজায় দু'চাকার গাড়ি ঢোকা নিষিদ্ধ। তা সত্ত্বেও প্রশাসনের অবহেলার জন্য এমন ঘটনা ঘটল। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির চালক গাড়িচালক অভিজিৎ পাল বলেন, আমি এই রাস্তা ধরে থার্ড লেন ধরে দক্ষিণেশ্বর হয়ে টোলপ্লাজার দিকে যাচ্ছিলাম। উল্টোদিক থেকে একটা বাইকে দু'জন রং রুটে আমার গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা মারে। এই রাস্তা দিয়ে বাইক চলার কথা না। এখানে নির্ধারিত গতিতেই গাড়ি চালাচ্ছিলাম। বাইকের চালক দ্রুত গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিল। বাইকের গতি কম হলে এতবড় দুর্ঘটনা ঘটত না। বাইক চালক বা প্রশাসন সবারই গাফিলতি আছে। কারণ এই রাস্তা দিয়ে বাইক চালানোর কথা না। বাইক গাড়ি ধাক্কা মারার পর বাঁদিকে ছিটকে গিয়ে ব্রিজের শেষের দিকে ধাক্কা মারে। যদি ওই সময় কোন লরি বা বাস আসত তাহলে আমার বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। ভাগ্যের জোরে বেঁচে গিয়েছি। এই ঘটনার জন্য প্রশাসন দায়ী। পুলিশ যদি আরও একটু সচেতন হত তাহলে হয়তো এত বড় দুর্ঘটনা ঘটত না। আমি ফুলবাগান থেকে ডানকুনির দিকে যাচ্ছিলাম।

অগ্নিদগ্ধ স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে ঝলসে গেল স্বামী

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ড হারবার, ২২ এপ্রিল ঃ রান্না করার সময় অগ্নিদগ্ধ স্ত্রী। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে ঝলসে গেলেন স্বামীও। জ্বালা সহ্য করতে না পেরে পাশের পুকুরে ঝাঁপ দেন স্বামী। শনিবার দুপুরের এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজারের বটতলা এলাকায়। দুজনই হাসপাতালে আপাতত চিকিৎসাধীন। মনোরঞ্জন ঘোষ ও তাঁর স্ত্রী টুম্পা ঘোষ মন্দিরবাজার এলাকার বাসিন্দা। দোতলা ঘরের একতলায় মিষ্টির দোকান। উপরে ভেইনঘর। একতলার নিচে একটি ছোট ঘরে রান্না করেন তাঁরা। এদিন দুপুর ১২টা নাগাদ গ্যাস জ্বালিয়ে রান্না করার সময় মনোরঞ্জনবাবুর স্ত্রী অগ্নিদগ্ধ হন। তাঁকে উদ্ধার করতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হন মনোরঞ্জনবাবুও। দুজনেরই মাথার চুল পুড়ে যায়। গায়ের চামড়া ঝলসে যায়। প্রচণ্ড জ্বালায় পাশের একটি পুকুরে নেমে পড়েন মনোরঞ্জনবাবু। জানা গিয়েছে, গ্যাস ওভেন অন করা ছিল। স্বামী মনোরঞ্জনের শরীরের ৪২ শতাংশ পুড়ে যায়। স্ত্রীর শরীরের ১০ শতাংশ পুড়েছে। অগ্নিদগ্ধ দম্পতিকে স্থানীয় বাসিন্দারা এবং মিষ্টি দোকানের এক কর্মী উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। দুজনেরই শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। স্থানীয় এক ব্যবসায়ী সঞ্জয় ঘোষ জানিয়েছেন, গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুন ধরেনি। গ্যাস ওভেন ধরাতে গিয়েই কোনওভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন টুম্পাদেবী, এমনই অনুমান বাসিন্দাদের। সিলিন্ডার ফাটার কোনও আওয়াজও শুনতে পাননি তাঁরা। ঘরেও আগুনের কোনও চিহ্নও দেখতে পাননি। দম্পতির শিশুসন্তান দোতলায় থাকায় রক্ষা পেয়েছে বলে প্রতিবেশীদের দাবি। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

তিলজলায় তেলের ট্যাঙ্কারে পড়ে মৃত্যু দুই শ্রমিকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ এপ্রিল ঃ তিলজলায় তেলের ট্যাঙ্কারে পড়ে দুই শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু। মনে করা হচ্ছে, ট্যাঙ্কারে তেলের স্তর মাপতে গিয়েই ট্যাঙ্কারের ভিতরে পড়ে যান দুই শ্রমিক। সেখানেই তাঁদের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। তিলজলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছে। তিলজলা থানার অন্তর্গত ৭ নম্বর ওয়ার্ডে একটি সাবান তৈরির কারখানায় নিম তেল নিয়ে এসেছিল ট্যাঙ্কারটি। সেই দাঁড়িয়ে থাকা একটি তেলের ট্যাঙ্কারে দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, এক শ্রমিক ট্যাঙ্কারে তেলের লেভেল মাপতে গিয়েছিলেন। তখনই তেলের ট্যাঙ্কারের ভিতরে পড়ে হাবুডুবু খেতে থাকেন। তাঁকে বাঁচাতে এগিয়ে যান আরেকজন। ট্যাঙ্কারে উঠে হাত বাড়িয়ে তাঁকে তোলার চেষ্টা করতেই পিছলে তেলের ভিতর পড়ে যায়। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় দুজনের। তবে তেলে ডুবে নাকি গন্ধে মৃত্যু হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। মৃতদের নাম কার্তিক হালদার ও লোগান নাথন। কার্তিক সোনারপুরের বাসিন্দা। শ্রমিক হিসেবে সাবানের কারখানায় কাজ করতেন তিনি। আর লোগান নাথন বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা। তিনি ট্যাঙ্কারের খালাসি ছিলেন। তিলজলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্যাঙ্কার কেটে তেল বের করে দেহ দু'টি উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে।

অস্বস্তি কমিয়ে আবার বৃষ্টির পূর্বাভাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ এপ্রিল ঃ বৈশাখের দাবদাহে চরমতম আবহাওয়া দেখেছে রাজ্য। প্রবল তাপদাহে জেরবার হয়েছিল দক্ষিণ থেকে উত্তরবঙ্গ। তবে এবার দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহ থেকে সাময়িক স্বস্তি পেতে চলেছে। সব জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর । রবি-মঙ্গল কলকাতায় বৃষ্টির সম্ভাবনা উজ্জ্বল, জানাল হাওয়া অফিস। আজ কলকাতায় আংশিক মেঘলা আকাশ। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। তাপমাত্রা কিছুটা কমলেও বাতাসে জলীয় বাষ্প বাড়ায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে। রবিবার বৃষ্টি ও দমকা হাওয়া বাড়বে কলকাতায়। আজ সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল নেমে ৩৮ ডিগ্রি সেলসিযাসে। যা স্বাভাবিকের তুলনায় দুই ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে বলা হয়েছে, পাহাড় ও সংলগ্ন এলাকায় শিলাবৃষ্টির পরিমাণ কমবে। রবিবারে উত্তরের আট জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। সোমবারে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গের আট জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি। দমকা ঝোড়ো হাওয়া ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে বইতে পারে। জানান হয়েছে, উত্তরপ্রদেশে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। এর টানে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে বঙ্গোপসাগর থেকে। মধ্য ভারতের বিদর্ভ থেকে তামিলনাড়ু পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা রযেছে। এই দুই এর প্রভাবেই আবহাওযার পরিবর্তন পূর্ব মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতের কিছু রাজ্যে। এর জেরে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। পাশাপাশি একাধিক জেলাতেও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূমে আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবার ও সোমবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানান হয়েছে। কালবৈশাখীর সম্ভাবনা না থাকলেও বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইবে।

নাবালিকা ধর্ষণ কাণ্ডে জাতীয় মহিলা কমিশন রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ এপ্রিল ঃ উত্তরবঙ্গের উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে এক নাবালিকার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশের তরফে কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে লিখিত ভাবে তা জানতে চেয়ে জাতীয় মহিলা কমিশন রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছে। কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালব্য কে লেখা চিঠিতে তিন দিনের মধ্যে তা জানানোর কথা বলেছেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গেছে। ভিডিও ক্লিপিং অনুযায়ী যে পুলিশকর্মীরা ওই নাবালিকার দেহ নির্মমভাবে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন তাদের বিরুদ্ধেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কমিশনের চেয়ারপার্সন চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। অযথা সময় নষ্ট না করে এই ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া যেন স্বচ্ছ ভাবে হয় তা নিশ্চিত করার জন্য কমিশনের তরফে ডিজি কে ব্যক্তিগতভাবে তদন্তর উপরে নজরদারির কথা বলা হয়েছে।

শিবপুরের চড়া বস্তিতে শনিবার সকালে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়। উপস্থিত রয়েছেন মধ্য হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি সুশোভন চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূল নেতা শামিম আহমেদ (বড়ে) সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ইডেনের ম্যাচ শেষে বাড়ি ফেরা নিয়ে চিন্তায়, মাঝরাতেও স্পেশাল মেট্রো থাকবে অপেক্ষায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ এপ্রিল ঃ শহরের ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য রবিবার এক হাইভোল্টেজ দিন। ক্রিকেটের নন্দনকাননে রবিবার সন্ধেয় মুখোমুখি হচ্ছে কলকাতা নাইট রাইডার্স ও চেন্নাই সুপার কিংস । রবিবারের ম্যাচের সব টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। গ্যালারি কানায় কানায় ভর্তি থাকবে বলে অনুমান করছেন অনেকে। একদিকে নিজেদের ঘরের টিম, অন্যদিকে মাহি। তা নিয়ে শহরের ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে উন্মাদনা তুঙ্গে। কিন্তু খেলা শেষ হতে হতে রাত ১১ টা পেরিয়ে যাবে। এত রাতে খেলা দেখে বাড়ি ফিরবেন কীভাবে, তা নিয়েও চিন্তায় রয়েছেন অনেকে। এবার ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য সুখবর নিয়ে এল কলকাতা মেট্রো । আজকের ম্যাচের জন্য মধ্যরাতে বিশেষ মেট্রো চালানো হবে কলকাতা মেট্রো রেলের তরফে। শহর ও শহরতলির যে ক্রিকেটপ্রেমীরা, রবিবার ইডেনে খেলা দেখতে যাবেন, তাঁদের কথা মাথায় রেখেই এই বিশেষ মেট্রো চালানো হবে। কলকাতা মেট্রোর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানিয়েছেন, আইপিএলের ম্যাচ শেষের পর এসপ্ল্যানেড থেকে একটি করে মেট্রো উভয় দিকে রওনা দেবে। এসপ্ল্যানেড থেকে মধ্যরাত ১২ টা ১৫ মিনিটে দক্ষিণেশ্বরের দিকে রওনা দেবে একটি মেট্রো। সেটি দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পৌঁছাবে রাত ১২ টা ৪৮ মিনিটে। পাশাপাশি কবি সুভাষের দিকেও যাবে একটি মেট্রো। রাত ১২ টা ১৪ মিনিটে এসপ্ল্যানেড থেকে রওনা দিয়ে ১২ টা ৪৮ মিনিটে পৌঁছে যাবে কবি সুভাষে। এসপ্ল্যানেড স্টেশনে মেট্রোর টিকিট বুকিং কাউন্টারও মাঝরাতে খোলা থাকবে। ফলে স্মার্ট কার্ড ও টোকেন উভয় পরিষেবাই কাউন্টার থেকে পেয়ে যাবেন যাত্রীরা। ইডেনের ম্যাচ শেষে ক্রিকেটপ্রেমীরা যাতে নির্বিঘ্নে বাড়ি ফিরতে পারেন, তার জন্য মধ্যবর্তী সব স্টেশনেই থামবে মাঝরাতের এই দুই স্পেশাল মেট্রো। প্রসঙ্গত, এর আগেও ইডেনে কলকাতার ম্যাচের দিনগুলিতে বিশেষ মেট্রো পরিষেবা চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। শুধু ইডেনের ম্যাচের সময়েই নয়, অতীতে যুবভারতীর ডার্বির সময়ে কিংবা কলকাতা বইমেলার সময়েও অতিরিক্ত মেট্রো পরিষেবা চালানো হয়েছে।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাংলাদেশী ছাত্রীর সঙ্গে সহবাসের অভিযোগ অধ্যাপকের বিরুদ্ধে, তদন্তে রাজ্য মহিলা কমিশন

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২২ এপ্রিল ঃ বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাংলাদেশী ছাত্রীকে সহবাস। দিনের পর দিন শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগ। এমনই অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের বিরুদ্ধে। পুলিশ গ্রেফতার করলেও, মমলার ধারা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। যার দরুন অনায়সে জামিন মুক্ত হয়ে যায় অভিযুক্ত অধ্যাপক। চরম নিরাপত্তাহীনতায় বাংলাদেশ হাইকমিশনারের দারস্থ নির্যাতিতা। শনিবার ঘটনার তদন্তে দুর্গাপুরে সরকারি হোস্টেলে নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্য মহিলা কমিশন। ঘটনায় জানা গেছে, বাংলাদেশের ওই ছাত্রী আসানসোল কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতোকত্তর বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। তাঁর সঙ্গে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের আজাজুল আলি খান নামে অধ্যাপকের প্রণয়ের সম্পর্ক হয়। অভিযোগ, অভিযুক্ত অধ্যাপক বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছাত্রী'র সঙ্গে বেশ কয়েক মাস সহবাস ও শারিরিক নিগ্রহ করে ওই অধ্যাপক। গত মার্চ মাসের শেষের দিকে ওই ছাত্রীর সঙ্গে দূরত্ব শুরু করে অধ্যাপক। এবং অন্য একজনের সঙ্গে সম্পর্কে লিপ্ত আছে বলে ছাত্রীটিকে জানিয়ে দেয়। আর তাতেই ভেঙে পড়ে ছাত্রীটি। চরম নিরাপত্তাহীনতায় ওই নির্যাতিতা ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও আসানসোল মহিলা থানার পুলিশকে এই বিষয়ে অবগত করেন। কিন্তু তাতে কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। শেষমেশ বিচারের জন্য ছাত্রীটি বাংলাদেশ হাইকমিশনারের দারস্থ হয়। এবং দুর্গাপুর মহিলা থানায় অধ্যাপকের বিরুদ্ধে তারিখ লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। তারপরই নির্যাতিত ছাত্রীর মেডিকেল হয়। এবং অভিযুক্ত অধ্যাপক গ্রেফতারও হয়। কিন্তু, গ্রেফতার হয়েও জামিনে ছাড়া পেয়ে যায়। এদিকে শনিবার ঘটনার তদন্তে দুর্গাপুর সিটিসেন্টারে হোস্টেলে ছাত্রীটির সঙ্গে দেখা করতে আসেন রাজ্য মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিরা। মহিলা কমিশনের পক্ষে দেবযানী চক্রবর্তী জানান, মেয়েটির সঙ্গে কথা হয়েছে। অভিযোগ শুনেছি। ঘটনায় মেয়েটি প্রমানস্বরূপ যাহা কিছু সাবমিট করেছে, সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ কোন ধারায় মামলা করেছে। কোন ধারা গ্রেফতার হল। জামিনে কেন ছাড়া পেল সবই রিপোর্ট চেয়েছি। আরও কোন ধারায় মামলা দেওয়া ও গ্রেফতার করা যায়, সেসব দেখা হচ্ছে। পুলিশ সর্বক্ষণ নিরাপত্তায় রয়েছে। অভিযুক্ত যাতে শাস্তি পায়, মেয়েটি যাতে বিচার পায় তার চেষ্টা চলছে।

ব্যালেস্টিক মিসাইল ইন্টারসেপ্টরের সফল উৎক্ষেপণ ডিআরডিও'র

ওড়িশা, ২২ এপ্রিল ঃ একদিকে যেমন একের পর এক দূরপাল্লার এবং স্বল্পপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালাচ্ছে ভারতের ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন। তেমনই শত্রুপক্ষের ভয়ংকর ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় জল ঢালতেও তৈরি ভারত। এর জন্য তৈরি একাধিক ইন্টারসেপ্টর বা নিষ্ক্রিয়কারী ব্যালেস্টিক মিসাইল। শনিবার ওড়িশা উপকূলে তেমনই এক ব্যালেস্টিক মিসাইল ইন্টারসেপ্টরের সফল উৎক্ষেপণ করল নৌসেনা এবং ডিআরডিও। এক বিবৃতিতে ডিআরডিও জানিয়েছে, প্রতিপক্ষের ব্যালিস্টিক

ক্ষেপণাস্ত্র হামলা নিষ্ক্রিয় করতে, এদিন সফলভাবে ব্যালেস্টিক মিসাইল ইন্টারসেপ্টরের উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। সফল উৎক্ষেপণের পরেই নৌসেনা এবং ডিআরডিওকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং । ডিআরডিও প্রধান সমীর ভি কামাত জানান, অভিনন্দন জানিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছেন, ভারত ক্রমশঃ আধুনিক যুদ্ধ প্রকৌশলে আত্মনির্ভরতার দিকে এগোচ্ছে। এদিনের সফল উৎক্ষেপণ তারই এক মাইল ফলক। প্রসঙ্গত, গত মার্চ মাসে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি অতি স্বল্পপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছিল ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন। বিমান বিধ্বংসী ওই ক্ষেণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা করা হয়েছিল ওড়িশার চাঁদিপুর পরীক্ষাকেন্দ্রে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছিল, 'ভূমি থেকে আকাশ' ক্ষেপণাস্ত্রটি নিখুঁত ভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছিল।

হজ যাত্রীদের সুবিধার্থে প্রশিক্ষণ শিবির করতে চলেছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ এপ্রিল ঃ আসন্ন হজযাত্রা উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হজ কমিটি হজ যাত্রীদের সুবিধার্থে প্রশিক্ষণ শিবির শুরু করতে চলেছে। আগামী মঙ্গলবার কলকাতার মহাজতি সদন থেকে এই প্রশিক্ষণ পর্ব শুরু হবে। চলবে ৪ মে পর্যন্ত । রাজ্যের সব জেলায় পর্যায়ক্রমে এই পর্ব চলবে বলে হজ কমিটির তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এই সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০৩০৯৩৭৮৬ এবং হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ৮৩৩৪৯৯১১১১ এ যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

অ্যাপ-ক্যাব সংস্থার বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপ রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ এপ্রিল ঃ একটি সুনির্দৃষ্ট বিধি তৈরি করে দেওয়া সত্ত্বেও সরকারি নিয়ম এবং সেই বিধি না মানার জন্যে রাজ্য সরকার কয়েকটি অ্যাপ ক্যাব সংস্থার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিতে চলেছে। আরইভিভি, রাপিদো, জুম, মাই চয়েস এবং ইন ড্রাইভ এই পাঁচটি সংস্থা সরকারি নিয়ম না মেনে বৈধ লাইসেন্স ছাড়াই চালানোর জন্য এর আগে পরিবহন দপ্তরের তরফে তাদের কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছিল। কিন্তু অ্যাপ ক্যাব সংস্থাগুলির তরফে আসা উত্তর সন্তোষজনক না হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে এই আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে পরিবহন দপ্তর জানা গিয়েছে।

সিঙ্গুরে লক্ষাধিক টাকার গাঁজা উদ্ধার, ধৃত তিন

দুরন্ত বার্তা, সিঙ্গুর, ২২ এপ্রিল ঃ শুক্রবার গভীর রাতে সিঙ্গুরে উদ্ধার লক্ষাধিক টাকার গাঁজা। এই ঘটনায় গ্রেফতার ৩ পাচারকারী। বিপুল পরিমাণে গাঁজা উদ্ধার করে সিঙ্গুর থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, গাড়িটি চণ্ডীতলার আঁইয়া, শিয়াখালা, বনমালীপুর, বাসুবাটি হয়ে যখন সিঙ্গুরে ঢোকে তখনই সেটিকে আটক করে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। সন্দেহ হওয়ায় গাড়িটিকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। গাড়িতে থাকা তিনজনের কথায় অসংগতি ধরা পড়ে। এরপরই গাড়িটিতে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। তারপরই তাতে প্লাস্টিকে মোড়া ৮৭ প্যাকেট গাঁজা উদ্ধার হয়। তারা পাচারের উদ্দেশ্যে গাঁজা নিয়ে যাচ্ছিল বলেই পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। উদ্ধার হওয়া গাঁজার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৬ লক্ষ টাকা। জানা গিয়েছে, ধৃতদের বাড়ি ভদ্রেশ্বর ও চন্দননগর এলাকায়। ঘটনায় গাড়িতে থাকা তিনজনকেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবারই তাদের চুঁচুড়া আদালতে তোলা হয়।

সল্টলেকে বেপরোয়া গতির জেরে বাস দুর্ঘটনায় মৃত ১

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ এপ্রিল ঃ সল্টলেকে বেপরোয়া গতির জেরে বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল একজনের। শনিবার সকালে দুর্ঘটনা ঘটে। আইল্যান্ডে ঘোরার সময় বাসটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। সল্টলেকের জিসি কমিউনিটি হলের সামনে এই দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে বাসের সামনের অংশ। এদিন যাদবপুর এইটবি-করুণাময়ী এস-৯ বাসটি একটি গাছে গিয়ে ধাক্কা মারে। আহত হন ৮-১০ জন। বৃন্দাবন প্রধান নামে এক রিকশা চালকের মৃত্যু হয়। এদিন সকাল সাড়ে ১১ টা থেকে পৌনে ১২টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। যাদবপুর থেকে করুণাময়ীর দিকে আসছিল বাসটি। আইল্যান্ডে ঘোরার সময় সেখানে থাকা একটি রিক্সা স্ট্যান্ডে উঠে পড়ে বাসটি। এরপরই ফুটপাথে উঠে একটি গাছে ধাক্কা মারে। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। কয়েকজনকে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতাল ও কয়েকজনকে বাইপাসের ধারে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জানা গিয়েছে, বৃন্দাবন প্রধান মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। কেষ্টপুরে ভাড়া থাকতেন তিনি।

লকআপে অভিযুক্তকে পিটিয়ে খুন, পুলিস সুপারের দ্বারস্থ মৃতের পরিবার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২২ এপ্রিল ঃ লকআপে অভিযুক্তকে পিটিয়ে খুন? পুলিস সুপারের কাছে তদন্তকারী অফিসার ও থানার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেন মৃতের পরিবারের ‍লোকেরা। তদন্ত করা হচ্ছে, জানালেন পুলিস সুপার। ঘটনাস্থল, দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্তএগ্রপুর। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সুরজিড সর্দার ওরফে সাহেব। বাড়ি, গড়িয়ায়। ১৩ এপ্রিল দুপুরে বাড়ির সামনে থেকেই সুরজিকে তুলে নিয়ে যায় নরেন্দ্রপুর থানার পুলিস। কেন? চুরির মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন তিনি। এর আগেও নাকি গ্রেফতার হয়েছিলেন বেশ কয়েকবার! পুলিস সূত্রে খবর, ২০ এপ্রিল থানার লকআপে অসুস্থ বোধ করেন সুরজিত। প্রথমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় সোনারপুর হাসপাতালে। পরে অবস্থার অবনতি হলে, ওই যুবককে স্থানান্তর করা হয় এমআর বাঙুর হাসপাতালে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। শুক্রবার মৃত্যু হয় সুরজিতের। কীভাবে? থানার লকআপেই পিটিয়ে খুনের অভিযোগ করেছেন পরিবারের লোকেরা। পরিবার সূত্রে খবর, নেশাগ্রস্থ ছিলেন সুরজিত। দু'বার তাঁকে নেশামুক্তি কেন্দ্রেও ভর্তি করা হয়েছিল। তাহলে? মৃতের দাদা সুব্রত সর্দার বলেন, 'থানা থেকে আমাদের কাছে টাকা চাওয়া হয়েছিল। দু'দফায় ২০ হাজার টাকা দিয়েছিলাম। পরে আরও টাকা চাওয়া হয়েছিল'। এদিন প্রথমে নরেন্দ্রপুর থানা, তারপর পুলিস সপারের দফতরে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন মৃতের পরিবারের লোকেরা। প্রয়োজনে সিবিআই তদন্তের দাবিতে আদালতের যাওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

স্কুল পড়ুয়াদের তথ্য সংশোধনে ফি বৃদ্ধি রাজ্য সরকারের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ এপ্রিল ঃ রাজ্য সরকার সব সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের নিজের নাম, বয়স, অভিভাবকদের নাম ইত্যাদি তথ্য সংশোধন করার ফি বৃদ্ধি করেছে। রাজ্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এই ফি বাড়িয়ে এক হাজার টাকা করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য আগে নাম বা পদবী পরিবর্তন করতে আবেদন পত্রের সঙ্গে ৫০ টাকা দিতে হতো। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণীর পড়ুয়াদের বয়স পরিবর্তন করতে ১০০ টাকা, মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার তিন বছরের মধ্যে বয়স পরিবর্তন করতে ৩০০ টাকা এবং তার বেশি হলে ৬০০ টাকা ফিজ দিতে হতো। তবে পর্ষদের ভুলের জন্য এডমিট কার্ড ভুল হয়ে থাকলে তা সংশোধন করতে কোন টাকা লাগবে না বলে জানানো হয়েছে। এই দিকে প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংগঠন অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টারস অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে তা ছাত্র বিরোধী ও শিক্ষা বিরোধী বলে উল্লেখ করেছে।

তীব্র দাবদাহে লোকসানের বহর, অগ্নিমুল্য বাজারে মুনাফা লুটছে ফঁড়েরা

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২২ এপ্রিল ঃ বৃষ্টির দেখা নেই। গরম হাঁসফাস শিল্পাঞ্চলের জনজীবন। তীব্রদাহ জ্বলছে মাঠভর্তি সবজি। প্রখর রোদে ঝলসে যাওয়া সবজি বাঁচানোর মরিয়া চেষ্টা চাষীদের। আর তাতেই বাড়ছে খরচের বহর। এমনই ছবি ধরা পড়ল দামোদর তীরবর্তী দুর্গাপুর লাগোয়া সোঁনাইচন্ডীপুরে। খরচ বাড়লেও, লোকসানে জর্জরিত চাষীরা। জমির পাট্টা না থাকায় জোটেনি চাষের ক্ষতিপুরণ। অগ্নিমূল্য বাজারে মুনাফা লুটছে ফঁড়েরা। কয়েকদিন আগেই আবহাওয়া দফতর গরমের সতর্ক বার্তা দিয়েছিল। তীব্র গরমে নাকাল রাঢ়বঙ্গবাসী। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী। আসানসোল, দুর্গাপুর, পানাগড়, বাঁকুড়া প্রখর রোদে জ্বলছে। বাঁকুড়া জেলার তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি ছুইছুই। ইতিমধ্যেই গত কয়েক দশকের সব রেকর্ড ছাপিয়ে তাপমাত্রার নিরিখে দেশের দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছে গেছে বাঁকুড়া। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, গত তিনদিন ধরে পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলে তাপমাত্রা ছিল ৪৩.৭ ডিগ্রি, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় ছিল ৪৪.১ , মালদা জেলায় তাপমাত্রা ছিল ৪০, শ্রীনিকেতন ছিল ৪১ । তীব্র দাবদাহে জনজীবন বিপর্যস্ত। সকাল থেকেই চড়া রোদ, বেলা বাড়লেই তাপমাত্রা হু হু করে চড়তে শুরু করছে। প্রশাসন সতর্কবার্তা জারি করেছে। বেলা গড়াতেই বইছে তাপপ্রবাহ। গরমে হাঁসফাস জনজীবন শিল্পাঞ্চলজুড়ে। গত কয়েকদিন ধরে বৃষ্টির দেখা নেই শিল্পাঞ্চলজুড়ে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তাপমাত্রা, বইছে গরম হাওয়া। গত দুদিন ধরে সকাল থেকে দুর্গাপুর, অন্ডাল, পানাগড়, বুদবুদ এলাকায় তাপমাত্রার পারদ বাড়তে শুরু করেছে। তীব্র দাবদহে এবার প্রভাব পড়ল সবজি চাষে। দুর্গাপুর শিল্পশহর লাগোয়া দামোদরের নদীর তীরে সোঁনাইচন্ডীপুর। প্রায়ই ৪০ টি পরিবারের বসবাস। দুর্গাপুর লাগোয়া হলেও বাঁকুড়া জেলার মেজিয়া ব্লকের অধীনে গ্রামটি। দামোদরের তীরে মানাচরে চাষবাসই জীবনজীবিকা। বিগত ৪০ বছর ধরে ওই এলাকায় বসবাস করছে। বহু আবেদনর পর জুটেছে ভোটার কার্ড, আধারকার্ড। গ্রামে কোন উন্নয়নের ছিটেফোটা জোটেনি। না আছে রাস্তাঘাট, না আছে পানীয় জলের সরকারি ব্যবস্থা। জবকার্ড থাকলেও একশ দিনের কাজ জোটে না। এমনকি বিদ্যুত পরিষেবাটুকুও গ্রামে পৌঁছায়নি। ২০১৯ সালে লোকসভায় প্রথম ভোট দেয় গ্রামবাসীরা। ভোটাধিকার পেলেও আক্ষেপ বসত ও চাষজমির পাট্টা না পাওয়ায়। দামোদরের চরে প্রায় ৬০০ একর জমিকে চাষ উপযোগী করে তুলেছে। বালি মাটিতে ফলছে সোনার ফসল। মূলত সারা বছরই সব্জি চাষ বেশী হয়। পটল, ঝিঙে, শসা, কুমড়ো, লাউ, সরষে, ধনে, মুলো, গাজর, বিট, পালং শাক, বেগুন, ভুট্টা, পেঁপে, কুল, কলা, বিভিন্ন ধরনের কপি, ঢেঁড়স, বাদাম নানান চাষে নজির রয়েছে। উৎপন্ন সব্জির একমাত্র বাজার দুর্গাপুর বেনাচিতি, স্টেশন বাজার, চন্ডিদাস ও মামড়া বাজার। কৃষির ওপর নির্ভরশীল গ্রামবাসীরা। গত কয়েকদিনের প্রখর রোদে ঝলসে যাচ্ছে মাঠভর্তি সবজি। বিঘার পর বিঘা ফসল রোদের তাপে নষ্ট হয়ে পড়েছে। ঝলসে যাওয়ার হাত থেকে জল দিয়ে সবজি বাঁচানোর মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে চাষীরা। বিদ্যুৎ না থাকায় পাম্প বসিয়ে সেচের জল ব্যাবহার করছে। আর তাতেই বাড়ছে খরচের বহর। লোকসানে জর্জরিত চাষীদের মাথায় হাত পড়েছে। আরও কম। ফলে লোকসানে জর্জরিত হয়ে পড়েছি। চাষীদের করুন আবেদন, পাট্টা না পাওয়ায় শস্য বিমা করাতে পারি না। ব্যাঙ্ক ঋণ পাওয়া যায় না। সরকারি কোন ক্ষতিপুরন পাই না। ফলে চরম সঙ্কটে পড়তে হয় আমাদের। জমির পাট্টা যেমন দেওয়া হোক।

সোনা চোরাচালান চক্রের সঙ্গে জড়িত দুই অভিযুক্ত গ্রেফতার

মুম্বই, ২২ এপ্রিল ঃ ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স (ডিআরআই) দল মুম্বইয়ের কালবাদেবী এলাকা থেকে সোনা চোরাচালানের র‍্যাকেটের সঙ্গে জড়িত দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের নাম সুরজ ভোসলে ও তার বাবা ধর্মরাজ ভোসলে। ডিআরআই দল বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করছে। রাজস্ব গোয়েন্দা দফতরের এক কর্তা শনিবার সাংবাদিকদের বলেন, সোনা চোরাচালান চক্রে জড়িত থাকার অভিযোগে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দু'জনেই কালবাদেবীতে সোনা গলানোর কাজ করেন। দুবাই থেকে চোরাচালান করা সোনা গলিয়ে চোরাচালানে সহায়তা করছিলেন তারা। ডিআরআই কর্তার মতে, এর আগে দলটি সোনা চোরাচালান মামলায় প্রশান্ত মাইনকার নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছিল। ওই অভিযুক্তের ইঙ্গিতে দুজনকেই গ্রেফতার করা হয়েছে।

আজও বিভিন্ন গাছের চারারোপণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান

ভোপাল, ২২ এপ্রিল ঃ প্রতিদিন চারা রোপণের সংকল্পের অংশ হিসাবে আজও বিভিন্ন গাছের চারা রোপণ করলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান । শনিবার রাজধানী ভোপালের শ্যামলা পাহাড়ে অবস্থিত বাগানে জামুন, আম এবং সাতপর্ণির চারা রোপণ করেন । বিশ্ব পৃথিবী দিবসে আজ মুখ্যমন্ত্রী চৌহানের সাথে চারা রোপণ করেছেন দর্শন সিং চৌধুরী, পুরুষোত্তম শর্মা, প্রমোদ চৌধুরী, ব্রিজেশ তিওয়ারি, বিবেক আহিরওয়ার, মহেশ মালভিয়া এবং আশুতোষ জাটও । এছাড়াও আজ মুখ্যমন্ত্রী চৌহানের সাথে চারা রোপণ করেন শৈলেন্দ্র ভাদোরিয়া, অনুরাগ শ্রীবাস্তব, বসু চৌরে, জিতেন্দ্র শর্মা, রঞ্জনা দুবে, অনুমিতা, অধীরা দীক্ষিত, রমাকান্ত দুবে এবং সমাজকর্মী প্রার্থনা চৌহান, দুর্গা চৌহান, বংশিকা চৌহান, আরিয়ান চৌহানও ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৪২ সংখ্যা, রবিবার, ৯ বৈশাখ, ১৪৩০

আমলাদের বন্ধ করতে হবে দুর্নীতি

সম্পাদকীয়

দেশের আমলাদেরই বন্ধ করতে হবে দুর্নীতি। দুর্নীতি করেই ভারত শেষ হয়ে গিয়েছে। ভারত আগে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ ছিল। তখন ভারত ব্রিটিশ সরকারের অধীন ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করতেই ভারতের শাসন ক্ষমতা গিয়ে পড়ল বেশ কয়েকজন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের হাতে। তাদের হাত ধরেই দুর্নীতিবাজরা রাজনীতিতে প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছিল। দেশপ্রেমিক স্বাধীনতাকামী মানুষেরা স্বাধীনতা লাভ করা পর তাঁরা আর প্রকাশ্যে আসেননি বা সরকারি ক্ষমতা পাওয়ার জন্য লালায়িত হননি। তাঁরা সবার পিছনে সবার আড়ালে রয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সময় থেকে ভারতের একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী লোকেরা ক্ষমতা দখল করে ভারতকে শুষতে শুরু করে দিয়েছিল। ভারতের শরীরের হাড় বের হয়ে পড়েছিল। আর্থিক দিক দিয়ে ভারত ক্রমশ দেউলিয়ার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছিল। আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডারের ভারতের ঋণের বোঝা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল। সেই পথ থেকে ভারত এখন তার থেকে মুক্তি পেয়েছে। এখন আর আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার থেকে ভারতকে ঋণ গ্রহণ করতে হয় না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে দুর্নীতি ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। প্রধানমন্তরী নরেন্দ্র মোদি সিভিল সার্ভিস দিবস উপলক্ষ্যে বিজ্ঞান ভবনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন, করদাতাদের টাকা দেশের কাজে লাগছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব আমলাদের ওপরে পড়ে। তবে এটা ঠিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু এক একটি দল এক এরকম পথ ধরে চলে। আমলাদের বিচার করতে হবে য়ে মানুষের টাকা নিয়ে কোনও রাজনৈতিক দল যেন সংগঠনের স্বার্থে ব্যয় না করে নাকি দেশের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন লক্ষ্য রাখতে হবে করদাতাদের টাকায় নিজেদের ভোট ব্যাঙ্ক তৈরি করছে নাকি সাধারণ নাগরিকদের কাজে তা লাগছে। সেটা দেখার দায়িত্ব রয়েছে আমলাদের। তারা কি জনতার টাকায় প্রচার বিজ্ঞাপন করতে শুরু করে দিয়েছে। তাহলে তাদেরকে থামাতে প্রয়োজন হলে আমলাদের কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। রাজনৈতিক দলের নেতারা বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। তার দিকে নজর রাখতে হবে আমলাদের। তারাই পাড়বে দুর্নীতি দেশ থেকে দূর করে দিতে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন বিভিন্ন দলীয় কর্মীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিনা। রাজনৈতিক দলের কর্মীদের পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। যোগ্যতা থাকলে সবাই কাজ পাবে। যোগ্য ব্যক্তিদের কাজ পাইয়ে দেওয়ার অধিকাররের পথকে তৈরি করতে হবে। যেভাবে দেশের বিভিন্ন দিকে দুর্নীতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে তাতে ভারত সরকার আতঙ্কিত। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ভারতকে না দেউলিয়া করে না দেয়। শ্রীলঙ্কা থেকে শুরু করে নেপাল এবং পাকিস্তান যেভাবে দেউলিয়ার খাতায় চলে গিয়েছে। ভারতকে সেই পথে ঢেলে দেওয়ার চক্রান্ত শুরু হয়ে গিয়েছে। যে করেই হোক দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। ভারতকে শক্তিশালী দেশে পরিণত করতে গেলে কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। আমলাদের হাতে ক্ষমতা রয়েছে। তারা সরকারের পুতুল নয়। তারা যদি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে কিন্তু সহজেই কেউ দুর্নীতি করতে সাহস পাবে না। এদিন সিভিল সার্ভিস দিবস উপল৭্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি কোনও রাজনৈতিক দলের নাম করেননি। তিনি চোখে কেবল আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে আমলাদের। তাদেরকেই দুর্নীতি বন্ধ করে ভারতকে সঠিক পথে দেশকে পরিচালিত করতে হবে। তবে কূটনৈতিক মহল মনে করতে শুরু করেছে যে প্রধানমন্ত্রী একন নিশানা করতে শুরু করে দিয়েছেন কংগ্রেস, আপ, তৃণমূল এবং বিআরএসকে।

কংগ্রেস আমলে কাশ্মীরে খয়রাতি রাজনীতি

কাশ্মীরের এই সব বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ভারতের কাছ থেকে টাকা নিত আর পাকিস্তানের পতাকা তুলতো রাস্তায় রাস্তায়। সেই পথ বন্ধ করে দিয়েছে বিজেপি সরকার। কাশ্মীর এখন কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল। কংগ্রেস থেকে অভিযোগ করা হয়েছে নিয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয়েছে মোদির গুজরাতে। তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেছেন, কে এই সব কথা বলেছেন। মোদি সরকার বেটি পড়াও বেটি বাঁচাওতে বেশি সরকারি টাকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। মোচ খরচ ৬৮৩ কোটি টাকার মধ্যে ৪০১ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে সরকারি বিজ্ঞাপনে। কিষান সম্মান নিধিতে দেশের দশ কোটি কৃষকদের বছরে ছয় হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়ে থাকে। জাতীয় সহায়তা প্রকল্পে একনও পর্যন্ত ৯৬৫২কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই রকম খয়রাতি করতে থাকে তাহলে রাজ্যগুলির দিকে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি অভিযোগ তোলা একেবারে ভিত্তিহীন। এবারে কলকাতা হাইকোর্ট পুরসভার দুর্নীতি নিয়ে সিবিআইকে তদন্ত করার ভার দিয়েছে। পুর নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতি হয়েছিল বলে মনে করতে শুরু করেছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। পুরসভার শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি প্রকাশ্যে এসে পড়ে গিয়েছে। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে তিনি দুর্নীতি শেষ দেখে ছাড়বেন। এদিকে রাজ্যপাল আনন্দ বোস আবার বিশ্ববিদ্যালয় সফর করতে শুরু করেছেন। তিনি এদিন কলকাতার সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানকার শিক্ষার পরিবেশ এবং লাইব্রেরী ঘুরে দেখেন। ভারতীয় সংবিধানে রাজ্যপালকে আচার্য বলে গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছে রাজ্য বিশ্ববিদালয়ে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

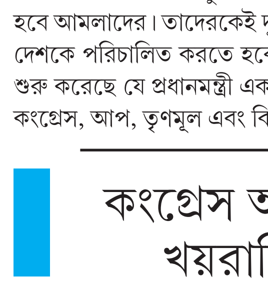

তোমার ভাষা যদি কুৎসাকলঙ্কজড়িতই হয়ে থাকে, অপরের সুখ্যাতি করতে না পারে, তবে যেন কারো প্রতি কোনো মতামত প্রকাশ না করে। আর মনেমনে তুমি নিজ স্বভাবকে ঘৃনা করতে চেষ্টা করো এবং ভবিষ্যতে কুৎসানরক ত্যাগ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে।

শতবর্ষের আলোকে কবি সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল'

রবীন্দ্র কুমার শীল

চলেছি আর এক কবিতীর্থ ক্ষেত্রে। কারোর কাছে এই তীর্থক্ষেত্র পছন্দ হতে পারে আবার নাও হতে পারে। কিন্তু আমাকে সেখানে যেতেই হবে। সেটা কিন্তু আমার বাড়ির থেকে বেশি দূরে নয়। মাত্র আধ ঘন্টা সময় লাগে। হেঁটে যাব বলে ঠিক করলাম। লক্ষ্য স্থল মানিকতলার কাছে গড়পার বলে একটি জায়গা। বাংলার নবজাগরণের সময়ে এই স্থানটি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল যা ইতিহাসের পাতায় চিরকালই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। সকাল সকাল বেড়িয়ে পরেছি বাড়ি থেকে। বন্ধুরা শুনে আমার মাথার দিকে তাকিয়ে থাকল। মুখে কিছু বলল না। আমি চলেছি যেখানে বিরল প্রতিভার জন্ম হয়েছে, সেই স্থান স্পর্শ করতে। তাই আমার যাত্রা। যাঁরা এক সময়ে সমাজকে এবং মানব সভ্যতার উন্নতির জন্য কিছু করেছেন তাঁদের জন্মস্থানগুলো ঘুরে দেখাই আমার জীবনের মূল আদর্শ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতার গড়পারে একদিকে বিজ্ঞানচর্চা, অন্যদিকে সাহিত্যচর্চার অন্যতম সেরা স্থান হিসাবে গণ্য হতে শুরু করে। বিজ্ঞানে আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস, সাহিত্যে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর অবস্থান এখানেই। এখান থেকেই শুরু হয়েছিল তাঁদের সৃষ্টিকর্মের জয়যাত্রা। বাংলার মানকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে এঁরাই সচেষ্ট হয়েছিলেন। এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় ফেডারেশন হল। এই মানিকতলায় থাকতেন রাজা রামমোহন রায়। এই স্থানেই সভা বসতো ইয়ং বেঙ্গলেব সভা, যার নেতৃত্ব দিতেন হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও। আবার এখানেই ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর বিপ্লবী বারীন ঘোষরা বোমা তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। পুলিশে হাতে ধরা পড়েন বিপ্লবী অরবিন্দ, বারীন ঘোষ এর মতো প্রমুখ বিপ্লবী। সেই কারণে গড়পারের পাশাপাশি মানিকতলার নাম চিরকাল বাংলার ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে। এই স্থানকে নিয়ে কেউ যদি লিখতে চান তাহলে তাঁর গ্রন্থ বিশাল আকারে পরিণত হবে। অবশেষে উপস্থিত হলাম সেই তীর্থস্থানে যেটা দেখার প্রবল ইচ্ছা ছিল। ১০০এ গড়পার রোড। দোতলা বাড়ি। এই বাড়িটি তৈরি করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১৯১৪ সালে। এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন সুকুমার রায়। কবি সুকুমার রায় পরলোকগমন করলে এই বাড়িতে থাকার আর বাসনা জাগেনি রায় পরিবারের সদস্যদের।

'আয়রে ভোলা খেয়াল-খেলা/স্বপ্নদোলা নাচিয়ে আয়,/ আয়রে পাগল আবোল তাবোল/ মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়'-শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায় 'আবোল তাবোল' কবিতা গ্রন্থের প্রথম কবিতায় দেশের সমস্ত স্তরের মানুষদের তাঁর কবিতার আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করতে আহ্বান করলেন। বাংলার সমস্ত স্তরের লোককে আহ্বান জানিয়েছেন তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে হাসির জগতে সামিল হতে। বাংলার কবিতার গ্রন্থটি শিশু থেকে বৃদ্ধ সবার কাছে সমানভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সমর্থ হয় কাব্যের উদ্ভট এবং অস্বাভাবিক কবিতার রসানুভূতি লাভ করার জন্য। এই কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্য কবি সুকুমার রায়ের। যদিও উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী এই ধরনের সাহিত্যরস সৃষ্টির বৃক্ষটি আগেই রোপন করে গিয়েছিলেন। সেই রসবৃক্ষটিকে ফুলে ফলে সুশোভিত করে যান সুকুমার রায় স্বয়ং যার সুগন্ধ আজও একশো বছর পরে ঘ্রাণ লাভ করে নিজেদের ধন্য মনে করতে পারছি। আবোল তাবোল কবিতার বইটি প্রথম প্রকাশ হয়েছিল ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে। প্রকাশক ছিল ঃ ইউ রে অ্যাণ্ড সন্স। এই বইয়ের ব্যঙ্গ কবিতাগুলি ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

কবি সুকুমার রায় নিজে খুব গম্ভীর থাকলেও তাঁর মনের মধ্যে যে

একটা আনন্দের ফল্গুধারা নিরন্তর বয়ে চলতো তারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া গেল তাঁর রচিত সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে। তিনি যে মনে প্রানে মানুষকে আনন্দের মধ্যে রাখতে চান তার চিত্র তাঁর প্রতিটি লেখায় ধরা পড়েছে। ননসেন্স সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই মানুষকে আনন্দ দান করাই ছিল কবি সুকুমার রায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু সেটা প্রধান হলেও তাঁর রচিত সাহিত্যের মধ্যে তৎকালীন সমাজের চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক সময়ে হাসির ছলে কবিতা রচনা করে অসামাজিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র কষাঘাত করেছেন এবং সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন পরোক্ষভাবে। আবার হাসির আড়ালে তিনি সমাজের করুণচিত্রকে তুলে ধরেছেন তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে আজও আমাদের মন ব্যথিত হয়ে ওঠে। কবিদের সাহিত্যকীর্তির মধ্যে লুকিয়ে থাকে সমাজের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। তারই সুর শুনতে পাওয়া যায় শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের রচিত শিশুদের জন্য কবিতা, নাটক, গল্প ও প্রবন্ধে। হাসির আড়ালে কবি সুকুমার পরোক্ষভাবে সমাজ ব্যবস্থার প্রতি যে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন- তা নিয়ে আলোচনা করতেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। কবি সুকুমার রায় জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৭ সালে ৩০ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। ১৯০৬ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা নিয়ে ডাবল অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বন্ধুদের নিয়ে গঠন করলেন 'ননসেন্স ক্লাব'। এই ননসেন্স ক্লাব গঠন করার পেছনে রয়েছে সেই সময়ের যুব সম্প্রদায়ের একটি ক্ষোভ। ভারত তখন পরাধীন। মাত্র কয়েকটি ইংরেজ গোটা ভারতবর্ষে রাজত্ব করে চলেছে আর ভারতবাসীরা তাদের কাছে মাথা নত করে ইংরেজ শাসন ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছে। পরাধীন যুগে ভারতবাসীরা তাদের জন্মভিটেয় অবহেলিত, কালা আদমি বলে চিহ্নিত, ইংরেজদের কাছে ক্রীতদাসের মতো জীবন যাপন করছে। অনেকটা ননসেন্স-এর মতো। নিজ মাতৃভূমিতে পরদেশী হয়ে বসবাস করার যে কতটা লজ্জা তা কবি সুকুমার রায় আঘাত দিয়ে ছিল।

তাঁর সাহিত্যে এমন সব উদ্ভট কল্পনা চিত্র প্রয়োগ করতেন যার কোনও সেন্স থাকতো না। প্রকৃত অর্থে অস্বাভাবিক সাহিত্য রচনা করাই ছিল তার আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু অস্বাভাবিক কল্পনা চিত্র অঙ্কিত করে সাহিত্য রচনা করার মধ্যে দিয়েও সেই যুগের চিত্র ধরা পড়ে তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্যধারার মধ্যে।

বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ার সুবাদে তিনি তাঁর বহু কবিতা গল্পে বিজ্ঞানকে যথোপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করে হাস্যরসকে আরও রসঘন করে তুলেছেন। রসায়ন এবং পদার্থ বিজ্ঞানকে তিনি সাহিত্যের সঙ্গে মিলিয়ে কল্প বিজ্ঞান সাহিত্য জগত তৈরি করে দিয়েছিলেন। এটা বলা যেতেই পারে তিনিই প্রথম সার্থকভাবে বিজ্ঞানকে সাহিত্যের মধ্যে মিশিয়ে তাকে এমনভাবে পাঠকদের সমানে উপস্থিত করেছিলেন যা সেই সময়ে আর কোনও কবির পক্ষে তা রচনা করা সম্ভব হয়নি। রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের সংযোগ ঘটিয়ে বাংলা সাহিত্যের একটি নতুন দিক রচনার দিক সৃষ্টি করলেন যা পরবর্তীকালে তাঁর সুযোগ্য সন্তান সত্যজিৎ রায় আধুনিক বিজ্ঞানের সংযোগ ঘটিয়ে পিতার সৃষ্টিকৃত বাংলা সাহিত্যের দিকগুলোকে আরও শ্রীবৃদ্ধি রচনায় ব্রতী হন। স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত তাঁকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন তাঁর অসাধারণ বিজ্ঞানভিত্তিক রচনার জন্য। 'আবোল তাবোল' কবিতা গ্রন্থে তিনি 'খুড়োর কল' নামে একটি কবিতা রচনা করেছেন। সেখানে তিনি পদার্থ বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেন। কবি লিখছেন 'কল করেছেন আজব রকম চণ্ডীদাসের খুড়ো / সবাই শুনে সাবাস বলে পাড়ার ছেলে বুড়ো/ ..সেই খুড়ো আজ কল করেছেন আপন বুদ্ধি বলে / পাঁচ ঘন্টার রাস্তা যাবে দেড় ঘন্টায় চলে।' আজব খাবার ঝোলানো কল নিয়ে কবিতা একমাত্র সুকুমার রায়ই লিখতে পেরেছেন। 'হাতুড়ে' কবিতায় তিনি লিখেছেন-'একবার দেখে যাও ডাক্তারি কেরামত/কাটা ছেঁড়া ভাঙা চোরা চটপট মেরামত'। গ্রাম বাংলায় বহু হাতুড়ে ডাক্তার এখনও রয়েছেন। যারা ডাক্তারি না জেনেও চিকিৎসা করে চলেছেন। তাদেরকে নিয়ে চমকপদ কবিতা রচনা করে পাঠকদের মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন কবি সুকুমার রায়। 'বাপুরাম সাপুড়ে' কবিতাটি লেখার পেছনে একটি কারণ আছে। সেই সময়ে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় সাপুড়েরা সাপ ধরে নিয়ে এসে খেলা দেখাতো। শিশু সুকুমার রায় সেই খেলা দেখতেন বাড়ির বারন্দায় বসে কিংবা ভয়ে কোনও সময়ে জানলা দিয়ে। সাপ খেলা তাঁর মনে রেখাপাত করে। কবি সুকুমার রায়ের কাছে পরাধীন যুগে অধিকাংশ বাঙালির চরিত্র ছিল ফোঁসহীন সাপের মতো। সেই কারণে কবি লিখেছেন-'করে না ফোঁস ফাঁস/ মারে নাকো ঢুঁশ ঢাঁশ/নেই কোনো উৎপাত / খায় শুধু দুধ ভাত।' শত্রু দেখতে তারা তেড়ে যেতে পারে না, তারা শুধু দুধ ভাত খায়। 'নোটবই' নিয়েও কবি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর ছাত্র জীবনে অধিকাংশ ছেলেমেয়েরা সহজে পরীক্ষায় পাশ করার জন্য মূল বইটি না পড়ে নোটবই মুখস্ত করে পরীক্ষায় বসত।

ভারতীয় পুরাণ গ্রন্থে বাঙালির দ্বিতীয় নববর্ষ উৎসব 'অক্ষয় তৃতীয়া'

বাঙালির দ্বিতীয় নববর্ষ উৎসব হচ্ছে অক্ষয় তৃতীয়া। এই উৎসবকে শুভ উৎসব হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছে। নববর্ষের মতোই গণেশ পুজো করে নতুন হালখাতা করার আয়োজন করা হয়ে থাকে। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতে অক্ষয় পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। সংস্কৃত ভাষায় অক্ষয় শব্দের অর্থ হল যার কোনও ক্ষয় নেই বা শেষ নেই। তাই মনে করা হয়ে থকে যে অক্ষয় দিবসের দিন পুজো করলে বা হালখাতা এবং নববর্ষের সূচনা করলে তার কোনও দিন ক্ষয় হবে না। হিন্দু শাস্ত্র মতে অক্ষয় তৃতীয় দিন কাজ করলে তা শুভ হয়। সুখ সমৃদ্ধি ঘটে। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন লক্ষ্মী পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। লক্ষ্মী হলেন সম্পদের দেবী। তাকে সংকল্প করে বৈভব-লক্ষ্মীর পুজো করা হয়ে থাকে। তার সঙ্গে তার ভাই গণেশও পুজিত হয়ে থাকেন। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন সম্পক কিনলে তা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই দিন লক্ষ্মী এবং গণেশ পুজো করলে ব্যবসার সহায়ক হন দেব দেবীরা। হালখাতা শব্দটি এসেছে ফারসি ভাষা থেকে। 'হাল' কথাটির মানে হল 'এখন'। হালনাগাদ করা মানেই হল নতুন খাতা। বকেয়া সব মিটিয়ে নতুন করে ব্যবসায়িক লেদেনের খাতা তৈরি করা।নতুন খাতায় নতুন বছরের হিসাব তোলা হয়ে থাকে। গণেশ এবং লক্ষ্মী পুজো করে লাল খেড়োর খাতায় পুজারি স্বস্তিকা চিহ্ন এঁকে দেন একটা মুদ্রা দিয়ে। আগে মোহর দিয়ে স্বস্তিক চিহ্ন এঁকে দিল তেল মিশ্রিত লাল সিন্দুর দিয়ে। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন বিষ্ণুপুজো করা হয়ে থাকে। নারায়ণকে পুজো করা হয়। আবার বহু স্থানে দেখতে পাওয়া যায় যে বিষ্ণু ও শিবকে পুজো করা হচ্ছে গণেশ এবং লক্ষ্মী সঙ্গে। মোহর দিয়ে আগে বাংলায় হালখাতা ছিল। ভারতের মহাকাব্য মহাভারতে উল্লেখ আছে যে পাণ্ডবেরা ১৩ বছর নির্বাসন কাটানোর পরে একদিন ঋষি দুর্বাসা মুনী এসেছিলেন দ্রোপদীর কুটিরে। তঁকে অক্ষয় পাত্রে খেতে দেওয়া হয়েছিল। এই আতিথেতায় মুগ্ধ হয়ে দুর্বাসা মুনী বলেছিলেন আজ থেকে অক্ষয় তৃতীয়া। যে ছোলার ছাতু,গুড়, ফল, বস্ত্র জল ও দক্ষিণা দিয়ে শ্রীবিষ্ণুর পুজো করবে সে সম্পদশালী হয়ে উঠবে। সেই প্রথা মেনে শ্রীবিষ্ণুর পজোর আয়োজন শুরু হয়েছে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন থেকে। বিষ্ণুর অবতার পরশুরাম জন্ম গ্রহণ করেন এই ধরনীতে। রাজা ভগীরথ গঙ্গাকে নিয়ে এসেছিলেন মর্ত্যে। গণপতি গণেশ বেদব্যাসের মুখ থেকে মহাভারতের শ্লোক শুনে লিখতে শুরু করেছিলেন। দেবী অন্নপূর্ণার আবির্ভাব ঘটে। কুবেরের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব বিপুল ঐশ্বর্য দান করেছিলেন বলেই বৈভব-লক্ষ্মার পুজো শুরু করেন। এদিকে ভক্ত সুদামা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দ্বরকায় দেখা করতে গিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তার কাছ থেকে সামান্য চালভাজা নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সকল দুঃখকে মোচন করে দিয়েছিলেন। দ্রৌপদীর বস্ত্র হরন করতে গিয়েছিল দুঃশাসন। সেই সময়ে পরিত্রাতা রূপে উপস্থিত হয়ে নারী জাতির লজ্জাকে নিবারণ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। উড়িষ্যার পুরীতে প্রভু জগন্নাথের রথযাত্রা রথের নির্মাণ কাজ শুরু হয় এই দিনে। কেদার বদ্রী গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীর যে মন্দির রয়েছে তা ছয়মাস বন্ধ থাকে। এই দিনেই সেই সব মন্দিরে দ্বার খোলা হয়। মন্দিরের দ্বার খুললেই দেখতে পাওয়া যাবে ছয় মাস আগে যেসব প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে আসা হয়েছিল তা একইভাবে জ্বলছে। আগে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন এত ঘটা করে পুজো হতো না। তখন দোকানপত্র এত ছিল না। বহু জমিদার বাড়িতে অক্ষয় তৃতীয়া পালন করা হতো। সেখানে পুজো অর্চনার পাশাপাশি প্রজাদের প্রসাদ গ্রহণ এবং ভোজন দুই থাকতো। তার সঙ্গে সমাজের বিশিষ্ট জনেরা নিমন্ত্রিত হতেন। তারা বিকেল বেলায় এসে জলসা ঘরে বসে সারা রাত কাটিয়ে তারপর দিন সকাল বেলায় ঘোড়া গাড়ি করে বাড়ি ফিরতেন। বাবু সংস্কৃতির সঙ্গে নববর্ষ এবং অক্ষয় তৃতীয়ার উৎসবও জড়িয়ে পড়েছিল। কলকাতার বহু ব্যবসায়ীরা এখন কালী পুজো দিয়ে অক্ষয় তৃতীয় নতুন হালখাতা করে থাকে। কলকাতার কালীঘাট, ফিরিঙ্গি কালী বাড়ি, ঠনঠনিা কালীবাড়িতে সকাল থেকে ব্যবসায়ী এবং ভক্তদের পুজোর বিশাল লাইন পড়ে যায়। ব্যবসায়ীদের হাতে লাল খেড়োর খাতা এবং কালী ভক্তদের হাতে পুজোর মিস্টির প্যাকেট থাকে। মায়ের পুজো দিয়ে বহু ভক্তরা অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ দিন উৎযাপন করে থাকে।

বাংলাদেশে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস

শ্যামল সান্যাল ঢাকা,১৬ এপ্রিলঃ স্বাধীনতা সংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাসের এক চির ভাস্বর অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৭ এপ্রিল সোমবার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা গ্রামের আম্রকাননে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। পরে এই বৈদ্যনাথতলাকেই ঐতিহাসিক মুজিবনগর হিসেবে নামকরণ করা হয়।এর আগে একই বছরের ১০ এপ্রিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় ১৭ এপ্রিল বৈদ্যনাথতলায় এই সরকার শপথ গ্রহণ করে। পরের দিন ১১ এপ্রিল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ দেশবাসীর উদ্দেশে বেতার ভাষণ দেন। তার এই ভাষণ আকাশবাণী থেকে একাধিকবার প্রচারিত হয়। এ ভাষণে তিনি দেশব্যাপী পরিচালিত প্রতিরোধ যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। এছাড়াও ১৭ এপ্রিল মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের তারিখ নির্ধারিত হয়। তাজউদ্দিনের ভাষণের মধ্য দিয়েই দেশবিদেশের মানুষ জানতে পারেন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার লক্ষ্যে একটি আইনানুগ সরকার গঠিত হয়েছে। এরই পথপরিক্রমায় ১৭ এপ্রিল সকালে মুজিবনগরে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে।১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর বর্বরোচিত হামলা চালানোর পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হওয়ার আগে ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পরে ১০ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র রূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করা হয়। একই সাথে প্রবাসী সরকারের এক অধ্যাদেশে ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর সাবেক উপদেষ্টা এইচটি ইমাম মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রী পরিষদ সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১০ এপ্রিল পাকিস্তানের নির্বাচিত জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যরা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের একটি গোপনস্থানে মিলিত হয়ে প্রবাসী সরকার গঠন করেন। এতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি এবং সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি) নির্বাচিত করা হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম পরে তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করেন।মন্ত্রী সভার অন্য সদস্যরা হলেন, এম মনসুর আলী (অর্থ বাণিজ্য ও শিল্প) এবং এ এইচ এম কামারুজ্জামান (স্বরাষ্ট্র, সরবরাহ, ত্রাণ, পুনর্বাসন ও কৃষি)। পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীসভার সবচেয়ে ঘৃনিত ব্যক্তি খন্দকার মোশতাক আহমদও (পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ) মন্ত্রী সভার সদস্য ছিলেন। জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী অস্থায়ী সরকারের মুক্তিবাহিনীর প্রধান কমান্ডার এবং মেজর জেনারেল আবদুর রব চীফ অব স্টাফ নিযুক্ত হন। মুজিবনগর সরকারকে ১৫টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে ভাগ করা হয়। এছাড়া কয়েকটি বিভাগ মন্ত্রিপরিষদের কর্তৃত্বাধীনে থাকে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় যুদ্ধরত অঞ্চলকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে প্রতিটিতে একজন করে সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ করা হয়। তবে ১০নং বা নৌ সেক্টরে কোন সেক্টর কমান্ডার ছিল না, কমান্ডোরা যখন যে এলাকায় অভিযান করতেন সে সেক্টরের কমান্ডারের অধীনে থাকত।মেহেরপুরের সীমান্তবর্তী গ্রাম বৈদ্যনাথতলায় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আবদুল মান্নান এম এন এ এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী এম.এন.এ। নবগঠিত সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে এখানে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মধ্যদিয়ে শুরু হয়েছিল মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠান। আর সেই অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেছিলেন ১৭ বছরের এক কিশোর মো. বাকের আলী।এদিকে ১৭ এপ্রিল মুজিব নগর সরকারের মন্ত্রীরা শপথ নিলেও ১৮ এপ্রিল মন্ত্রী পরিষদের প্রথম সভায় মন্ত্রীদের দপ্তর বঃটন করা হয়। মুজিব নগর সরকারের সফল নেতৃত্বে ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় অর্জনের মধ্যদিয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। শুধু ৎইা নয়, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের এই প্রথম সরকারের কুটনৈতিক প্রচেষ্টায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। এর আগে ভারত এবং ভুটান এই সরকারকে স্বীকৃতি দেয়।

হেরিটেজ

এশিয়াটিক সোসাইটি-২৪০

১৭৮৩ সালের অক্টোবর মসে 'ক্রোকোডাইল' জাহাজে করে কলকাতায় এসেছিলেন সস্ত্রীক স্যার উইলিয়ম জোন্স। তিনি কলকাতায় এসেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করতে। তিনি শুধু আইনবিদ ছিলে না, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু ভাষায় পারঙ্গম ছিলেন। তিনি বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন গবেষণা সমিতি 'রয়েল সোসাইটি' ও জনসন ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রথম সংস্থাটির তিনি 'ফেলো' ছিলেন এবং দ্বিতীয়টির সভাপতি ছিলেন। কলকাতায় পৌঁছে

তিনি হতাশ হতে শুরু করলেন। তিনি ভেবেছিলেন ভারতের বিশাল শিল্প, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সবাই কেন এ ব্যাপারে উদাসীন। ভারতীয় সভ্যতার বহু নিদর্শন হারিয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে উদাসীনতার ফলে। প্রাচ্য চর্চার শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে পারছে না। তাঁর সঙ্গে ছিলেন চার্লস উইলিকন্স, হ্যালডেল, রেনেল। জোন্স হতাশ হলেও একেবারে নিরাশ হননি। তিনি এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রবার্ট চেম্বার্স এবং অন্যান্য ইউরোপীয়ানদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। কীভাবে কলকাতায় একটি প্রাচ্য গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলা যায় তা নিযে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করে দিলেন। সবাইকে আমন্ত্রণ করা হলো গ্র্যাণ্ড জুরি রুমে। ১৫ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৭ঘটিকায়। উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ত্রিশজন। সভায় সভাপতিত্ব করলেন রবার্ট চেম্বার্স স্বয়ং। জোন্স সভায় একটি প্রস্তাব পাঠ করলেন। সবাই সেই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং সহযোগিতা করার আশ্বাস দিলেন। ঠিক হলো গর্ভনর জোনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে সভাপতি পদ গ্রহণ করার জন্য আবেদন করা হবে। প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হল 'এশিয়াটিক সোসাইটি'। ১৮২৯ সালে ৭ জানুয়ারি সর্বপ্রথম প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, শিবচন্দ্র দাস, রসময় দত্ত এবং রামকলম সেন সোসাইটির সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৭৮৮ সালে এশিয়াটিক রিসার্চেস' নামে একটি বাৎসরিক পত্রিকা প্রকাশ লাভ করেছিল। দেশ বিদেশে এই পত্রিকা প্রশংসা লাভ করেছিল। ১৭৯৪ সালে জোন্স প্রয়াত হলে সমস্যা দেখা দিল। অর্থের সমস্যা দেখা দিল। ১৭৯৬ সালে গৃহ নির্মাণের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ১৮০৫ সালে চৌরঙ্গী এবং পার্ক স্ট্রিট সংযোগ স্থলে 'রাইডিং স্কুল' তাদের কিছু অংশ সোসাইটিকে দিতে রাজি হল। প্রেসটন সাহেব বাড়ির নকসা তৈরি করতে শুরু করে দিলেন। ১৮০৮ সালে বাড়িটি সম্পূর্ণ হয়। এই বছরেই ৩ ফেব্রুয়ারি গৃহ প্রবেশ ঘটে। তখন বেদান্ত পণ্ডিত হেনরি কোলব্রুক ছিলেন সোসাইটির সভাপতি। বিচারপতি এডোয়ার্ড রায়ান ছিলেন সভাপতি এবং প্রিন্সেপ ছিলেন সম্পাদক। পরে রাজেন্দ্রনাল মিত্র সভাপতি হন। তিনিই প্রথম সোসাইটির ভারতীয় সভাপতি। ১৮১৪ সালে নাথানিয়েল ওয়ালিচ প্রস্তাব দিয়েছিলেন একটি মিউজিয়াম খোলার জন্য। ভারতীয় জাদুঘরে সোসাইটির বহু নির্দশন রয়েছে। জাদুঘর গড়ে তোলার জন্য যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বেগম সমরু, রামকমল সেন, শিবচন্দ্র দাস, রাধাকান্ত দেব, কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, মথুরানাথ ও রাজেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক। ১৮৩২ সালে সোসাইটির জার্নাল প্রকাশিত হতে শুরু করে। কলকাতার সল্টলেকে সোসাইটির আর একটি বাড়ি নতুন তৈরি করা রয়েছে। তার নামকরণ করা হয়েছে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভবন। পার্ক স্ট্রিটে বিদ্যাসাগর প্রেক্ষাগৃহটির খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। এর বর্তমান এই সোসাইটির সভাপতি ডক্টর স্বপন প্রামানিক এবং সম্পাদক সত্যব্রত চক্রবর্তী।

সভা নিয়ে বিতর্ক

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২২ এপ্রিল ঃ তৃণমূলের নব জোয়ার কর্মসূচি শুরুর আগেই দানা বেঁধেছে বিতর্ক। অভিযোগ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাত্রি যাপনের জায়গা তৈরি করা হচ্ছে কোচবিহারের তুফানগঞ্জ স্টেডিয়ামের দেওয়াল ভেঙে। এই অভিযোগ সামনে আসার পরই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। আগামী ২৬ তারিখ জনসংযোগ কর্মসূচির জন্য তুফানগঞ্জ শহরের ক্রীড়া সংস্থার মাঠে অভিষেক রাত্রি যাপন করবেন। বিজেপি অভিযোগ তুলেছে অভিষেকের রাত্রি যাপনের জায়গা তৈরি করার জন্য ভেঙে ফেলা হচ্ছে ক্রীড়া সংস্থার মাঠের ইঁটের পাঁচিল। বিজেপির তুফানগঞ্জের শহর মণ্ডল সভাপতি বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই অভিযোগ জানিয়েছেন মহকুমা শাসকের কাছে। বিজেপির জেলা সম্পাদক উৎপল দাস এই বিষয়ে বলেন, তৃণমূল ও প্রশাসন একসাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে। তুফানগঞ্জবাসী এটা লক্ষ্য করছেন যে রাজ ধর্ম পালনে ব্যর্থ প্রশাসন। শহরের গুরুত্বপূর্ণ একটি খেলার মাঠের পাঁচিল ভেঙে প্রশাসন সভা করার অনুমতি দিয়েছে। বিজেপির পক্ষ থেকে আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি। তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক চাঁদমোহন সাহা জানিয়েছেন, ক্রীড়া সংস্থার মাঠের সামনের দিকে ইঁটের পাঁচিল ছিল না। এখানে জালের পাঁচিল ছিল। এই মুহূর্তে যেহেতু ওই মাঠে কোনও ক্রীড়া কর্মসূচি নেই, তাই মহকুমা শাসকের অনুমতি নিয়েই ওখানে সভা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব বিজেপির এই অভিযোগ মানতে নারাজ। বিজেপির অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়ে তৃণমূলের শহর সভাপতি ইন্দ্রজিত ধর বলেন, মিথ্যা অভিযোগ করছে বিজেপি। ইঁটের পাঁচিল ছিল না তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে। সামনের একাংশ বন্ধ করা ছিল জালি দিয়ে। তবে ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে কোচবিহারে।

শ্রমিক সরবরাহ ঘিরে বিবাদের জেরে খুন

স্বামীর খুনির কঠোর শাস্তির দাবী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ এপ্রিল ঃ মাত্র তিন মাস আগে বিয়ে হয়েছিল সাজিম শেখের সঙ্গে বিউটি খাতুনের। কালিয়াচকের একই গ্রামের বাসিন্দা। বিয়ের পর এই প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে ঈদের উৎসবে বাইরে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাদের। কিন্তু শুক্রবার রাতে দুষ্কৃতীদের হামলার ঘটনার পর সব যেন অন্ধকারে মিশে গিয়েছে। স্বামীকে খুনের ঘটনার পর এখন দোষীদের ফাঁসির দাবিতে সোচ্চার হয়েছে মৃত সাজিম শেখের স্ত্রী বিউটি খাতুন ও তার পরিবার। শুক্রবার রাতে দুষ্কৃতীদের হামলায় মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের দু'জনের। জখম হয়েছেন আরও ২জন। মৃত ও আহতেরা প্রত্যেকে শ্রমিক সরবরাহকারী ঠিকাদারের সংস্থার কাজের সঙ্গে যুক্ত। আর্থিক লেনদেনের কারণেই এই খুন বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটে কালিয়াচক থানার বিশ্বগ্রাম এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম সাজিম শেখ(২১), জামিউল শেখ (২৫)। আহতরা হলেন শাহজাহান শেখ (২২), তারেক শেখ (২৮)। মৃত সাজিম শেখের স্ত্রী বিউটি খাতুন বলেন, শুক্রবার রাতে ঈদের উৎসবের জন্য স্বামী নতুন জামা কাপড় নিয়ে এসেছিল। আমারও একটি ভালো কাপড় কিনে নিয়ে এসেছিল। ও বলেছিল সকালবেলা নতুন পোশাক পরে আগে নামাজ পড়তে যাবে। তারপরে আমরা একসঙ্গে বাইরে ঘুরতে যাব। এরপরই রাতে বাড়িতে নাজিম খাবার খেতে বসে। তখনই মোবাইলে একটা ফোন আসে। আমাকে বলে দু'মিনিটের মধ্যে আমি আসছি। হঠাৎ চিৎকার শুনছিলা কারা মোবাইলে ফোন করে ডাকলো। পরে লোকমুখে শুনতে পাই আমার স্বামীকে ইয়াসিন শেখের দলবল কুপিয়ে হত্যা করেছে। আরও তিনজন জখম হয়েছে। তারপরে আর কিছু আমার মাথায় নেই, জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। এদিকে শনিবার সকাল থেকেই কালিয়াচক জুড়েই ঈদের উৎসবে মাতোয়ারা সকলেই। কিন্তু বিশ্বগ্রামে রাস্তাঘাট একদম জনশূন্য। চতুর্দিকে খালি পুলিশের বুটের আওয়াজ। যে গ্রামে ঈদ উপলক্ষে হৈ হৈ হয়ে থাকতো, মেলা বসতো, সেই গ্রাম এখন থমথমে। এই খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের ধরতে পুলিশ এখন গোটা গ্রামে তল্লাশি শুরু করেছে। একই পরিবারের পরপর দু'জনের মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা। কেন এইভাবে হামলা চালানো হলো তার জবাব চাইছে গ্রামের মানুষ। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ফাঁসির দাবি তুলে ইতিমধ্যে সোচ্চার হয়েছেন গ্রামবাসীরা। তবে হামলা এবং পাল্টা হামলা যে কোন সময় ঘটে যেতে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন গ্রামবাসীরা। তাই সকাল থেকেই ঈদের উৎসব বাদ দিয়েই ঘরেই সময় কাটাচ্ছেন গ্রামের মানুষ। ইতিমধ্যে গ্রামে উত্তেজনা মেটাতে বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট, চলছে পুলিশের নজরদারি। পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, শ্রমিক সরবরাহ করা নিয়ে আর্থিক লেনদেনের জেরেই গোলমাল থেকে খুনের ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযুক্তদের গ্রেফতারের জন্য গোটা এলাকাজুড়ে চিরুনি তল্লাশি শুরু করা হয়েছে।

ট্রাফিক পুলিশদের পাশে রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশন

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২২ এপ্রিলঃ রেকর্ড তাপমাত্রায় জ্বলছে সারা রাজ্য। বর্ধমানেও প্রায় ৪৪ ডিগ্রি তাপমাত্রায় বিপর্যস্ত জনজীবন। যতটা সম্ভব রোদ এড়িয়েই হাঁটাচলা করছে পথচারীরা। অথচ তীব্র গরমে সারাদিন কাঠফাটা রোদ মাথায় নিয়ে কর্তব্য পালনে ব্যস্ত ট্রাফিক পুলিশ, সিভিক ভলেন্টিয়াররা। পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের আবেদনে বর্ধমানের প্রায় ৫০০ জন ট্রাফিক পুলিশ, সিভিক ভলেন্টিয়ার ও পৌর ট্রাফিক ভলেন্টিয়ারকে পানীয় জল, মিস্টি, ছাতা ও গ্লুকোজ প্রদান করা হল বর্ধমান রাইসমিল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। শনিবার বর্ধমান শহরের কার্জন গেটের সামনে এই ছাতা প্রদান অনুষ্ঠানে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার কামনাশিষ সেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সিংহ রায়, ডিএসপি হেড কোয়ার্টার অতনু ব্যানার্জি, ডিএসপি ট্রাফিক ২ রাকেশ চৌধুরী, বর্ধমান সদর থানার আইসি সুখময় চক্রবর্তী, ট্রাফিক ওসি চিন্ময় ব্যানার্জি, বিশ্বনাথ পাইন সহ অন্যান্যরা। এছাড়া রাইসমিল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল মালেক, সম্পাদক রাজকুমার সাহানা সহ সুব্রত মন্ডল, কাঞ্চন সোম, জনমেঞ্জয় খাঁ, মণীশ খান্ডেলবাল, সুরজ সাহানা সহ অন্যান্য সদস্যরা। এদিন কর্মরত ট্রাফিক পুলিশ, সিভিক ভলেন্টিয়রদের ছাতা, গ্লুকোজ, জল ও মিষ্টি বিতরন করেন পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। এরপর উপস্থিত সকলের হাতে প্রদান করেন উপস্থিত পুলিশ আধিকারিক এবং বর্ধমান রাইসমিল অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন পদাধিকারিক ও সদস্যগন। পুলিশ সুপার কামনাশিষ সেন বলেন, বর্তমানে অসম্ভব গরম পড়েছে, সম্ভবত আগামী সপ্তাতেও এই ধরনের গরম থাকবে। এই গরমের জন্য ইতিমধ্যে জেলা পুলিশের পক্ষথেকে শহরের বিভিন্ন জায়গায় জলছত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে পুলিশের পাশাপাশি পথ চলতি সাধারন মানুষকেও ঠান্ডা পানীয় জল পান করানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই রোদে খুব কষ্ট করেই ডিউটি করতে হচ্ছে ট্রাফিকে যারা কাজ করছেন। এর আগে কিছু সানগ্লাসও দেওয়া হয়েছে তাদের, আরও কিছু সানগ্লাস দেওয়া হবে খুব শীঘ্রই। বর্ধমান জেলা রাইসমিল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ট্রাফিকে কর্মরতদের ছাতা সহ বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন পুলিশ সুপার। রাইসমিল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আবদুল মালেক বলেন, প্রচন্ড দাবদাহে ট্রাফিকরা পুলিশরা তাদের ডিউটি করে যাচ্ছেন। এই দাবদাহের হাত থেকে তাদের কিছুটা নিস্কৃতি দিতে বর্ধমান জেলা রাইসমিল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ৫০০ জনের হাতে এক বাঁটের ছাতা সহ কিছু সামগ্রী তুলে দেওয়া হল। শনিবার একই সঙ্গে ঈদ এবং অক্ষয় তৃতীয়া পালিত হচ্ছে, তাই এই পবিত্র দিনে ট্রাফিক পুলিশকে সহযোগিতা করতে পেরে তারা খুশী। এদিন মালেক বাবু আরও জানিয়েছেন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমাজসেবা মূলক কাজ করে থাকে তাদের রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশন। পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসকের আবেদনে জেলার বিভিন্ন ব্লকে টিবি রোগীদের পুষ্টির জন্য ৬ মাসের ফুড সাপ্লিমেন্ট দিয়ে সহযোগিতা করার কাজও শুরু করে দিয়েছেন তারা। গলসিতে ৩০জন টিবি রোগিকে ৬ মাসের খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে। খন্ডঘোষ ব্লকেও ৪৫ জন টিবি রোগী চিহ্নিত হয়েছে। তাদের হাতেও খুব শীঘই ৬ মাসের খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হবে বর্ধমান জেলা রাইসমিল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। উল্লেখ্য, এদিন ট্রাফিক পুলিশের পাশাপাশি সাংবাদিকদের হাতেও ছাতা সহ অন্যান্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

বাধা পেয়ে রাস্তায়

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২২ এপ্রিল ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন এলাকায় দোকান করবেন। কিন্তু বিজেপি কর্মী হওয়ার জন্যই নাকি দোকান করতে বাধা দিচ্ছে শাসকদলের কর্মীরা। এমনই অভিযোগ বিজেপি কর্মী পূর্ণিমা দে'র। ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোলের হিরাপুর থানার স্টেশন রোড এলাকায়। পূর্ণিমা জানান, তাঁর কাছে বৈধ কাগজ থাকা সত্ত্বেও দোকান করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এই অভিযোগ উত্তাল হয় এলাকা। ঘটনাস্থলে আসেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। এই ঘটনায় পুর শিব মন্দির সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করেন অগ্নিমিত্রা পাল। বিজেপি নেত্রী জানান, আইনি কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও পূর্ণিমাকে দোকান করতে দেওয়া হচ্ছে না। তৃণমূলের লোকেরা করতে দেবে না। এদিকে, ইস্কোর কাগজ রয়েছে। পুলিশকে জানানো হলেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। পাশাপাশি তিনি প্রশ্ন তোলেন, কাউন্সিলরের পার্টি অফিসের আইনি কাগজপত্র আছে কিনা! অবস্থান-বিক্ষোভে পুলিশ এসে বিজেপি নেত্রীর সঙ্গে কথা বললেও তিনি জানান, যতক্ষণ না এই জায়গা পূর্ণিমা দে'কে দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ এই অবস্থান বিক্ষোভ চলবে। এই বিষয়ে তৃণমূল কাউন্সিলর অশোক রুদ্র জানান, অগ্নিমিত্রা পাল মাঝে মধ্যে এসে বাজার গরম করেন। বিক্ষোভ করেন, রাস্তায় বসেন তারপর চলে যান। পাশাপাশি তিনি বলেন, এখানে আমার কিছুই করার নেই। বাজার কমিটি আছে। যার কাছে অরিজিনাল কাগজ থাকবে সেই দোকান করবে।

সিবিআই তল্লাশিতে খুশি ইতি

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২২ এপ্রিল ঃ নদীয়ার তেহট্টের বিধায়ক তাপস সাহা আপাতত রেহাই পেলেও, ঘনিষ্ঠদের উপর কড়া নজরদারি চলছে সিবিআইয়ের। শনিবার তাপস সাহা ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা নেত্রীর বাড়িতে সিবিআই তল্লাশি চলে। তেহট্টের তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহার ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত ইতি সরকারের আস্তিল নগরের বাড়িতে সিবিআই হানা দেয় শনিবার সকালে। জানা যায় ইতি সরকার একসাথে তৃণমূল করেন তেহট্টের তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহার সাথে। ইতি সরকারকে ঘরে বসিয়ে একভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেন সিবিআই আধিকারিকরা। সূত্র মারফত জানা যায়, ইতি সরকারের কাছ থেকে সিবিআই আধিকারিকরা জানার চেষ্টা করেন তার সাথে কোথাও কী নিয়োগ দুর্নীতি ও চাকরি পাইয়ে দেওয়ার সাথে বা তেহট্টের তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহার সাথে কোনোরকম আর্থিক লেনদেনের যোগ আছে কী না। শনিবার সকালেই ইতি সরকারের বাড়ি ঘিরে রাখেন সিআইএসএফ জওয়ানরা। জানা যায় এদিন ইতি সরকারের পাশাপাশি তার শাশুড়ি সবিতা সরকার সহ পরিবারের সদস্যদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করেন সিবিআইয়ের আধিকারিকরা। সিবিআইয়ের হানার খবর চাউর হতের তৃণমূল নেত্রীর বাড়ির চারপাশে ভিড় জমাতে থাকেন গ্রামবাসীরা। বেশ কিছু সময় ধরে চলে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ, তৃণমূল নেত্রীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি খতিয়ে দেখেন সিবিআইয়ের আধিকারিকরা। বেশ কিছু সময় তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ সেরে সিবিআইয়ের আধিকারিক গেলে তৃণমূল নেত্রী ইতি সরকার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হন। তিনি প্রথমেই বলেন সিবিআই আমার বাড়িতে এসেছে এতে আমি খুব খুশি। আমিও চেয়েছিলাম তারা আমার বাড়িতে আসুক দেখে যাক আমি কি ভাবে থাকি। কি বিষয়ে সিবিআই জিজ্ঞেসাবাদ করলো প্রশ্নে তৃণমূল নেত্রী বলেন, ব্যাঙ্কের তথ্য, আর্থিক লেনদেন, শিক্ষাগত যোগ্যতা সহ আরও বেশ কিছু বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। তিনি আরও বলেন তার শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমান পত্র সহ বেশ কিছু নথি সংগ্রহ করে নিয়ে গেছেন সিবিআই আধিকারিকরা। পাশাপাশি তাকে তাপস সাহার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি যতদুর জানি তাপস কাকু এটা করতে পারেন না। ওনাকে ফাঁসানো হয়েছে। তার বাড়িতে সিবিআই তল্লাশি কেন প্রশ্নে তিনি বলেন আমি রাজনীতি করি, পূর্বে আমি তেহট্টে ব্লকের দায়িত্বে ছিলাম এখন জেলার দায়িত্বে আছি। সে কারনেই হয়তো এসেছে, তবে এতে আমি খুশি। সব মিলিয়ে শনিবার সকালেই জেলা তৃণমূল নেত্রীর বাড়িতে হঠাৎ করেই সিবিআইয়ের এহেন অভিযান ঘিরে যেমন যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায় পাশাপাশি তাপস সাহার বিরুদ্ধে আরও কোন বড় তথ্য প্রমান পেতে যে মরিয়া সিবিআইয়ের আধিকারিকেরা তা বলাই বাহুল্য।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২২ এপ্রিল ঃ পথ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল আসানসোলের কুলটি থানার নিয়ামতপুর ফাঁড়ির অন্তর্গত পেট্রল পাম্প লাগোয়া জিটি রোডে। শনিবার দুপুরে কুলটির বরাকর থেকে আসানসোলগামী বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হয় এক বাইক চালকের। মৃতের নাম মহম্মদ সুলতান (২২)। বাড়ি কুলটি থানার সীতারামপুরের কুলতোড়ায়। ওই যুবক ঈদ উপলক্ষ্যে শ্বশুরবাড়ি নিয়ামতপুরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বাসটি মহম্মদ সুলতানকে প্রায় দশ ফুট টেনে নিয়ে যায়। এরপর উত্তেজিত জনতা বাসটিকে ঘিরে ধরে ভাঙচুর চালায়। আসানসোল বরাকর জিটি রোডে দুর্ঘটনাস্থলে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন এলাকার বাসিন্দারা। খবর পেয়ে সেখানে নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ পৌঁছায়। গুরুতর আহত ওই যুবককে চিকিৎসার জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলতে সেখানে আসেন আসানসোল পুরনিগমের স্থানীয় কাউন্সিলার জাকির হোসেন ও প্রাক্তন মেয়র পারিষদ মীর হাসিম। তাঁদের সামনেই উত্তেজিত জনতা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। তাঁরা অবিলম্বে এলাকায় স্পিড ব্রেকারের দাবি জানান। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে। এদিন আসানসোল জেলা হাসপাতালে মৃত যুবকের দেহ ময়নাতদন্ত হয়।

মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র কটাক্ষ শংকরের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল ঃ সৎ পথে উপার্জিত টাকা খরচ করে বাড়ি এসে কেন দুর্নীতিগ্রস্ত মুখ্যমন্ত্রীকে ভোট দেবেন পরিযায়ী শ্রমিকরা? রেড রোডে ঈদের অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদনকে এভাবেই সমালোচনা করলেন বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি বলেন, যারা আসবেন তারা বিজেপিকেই ভোট দেবেন। কারণ বিজেপি শাসিত রাজ্যে তাঁরা উন্নয়নযজ্ঞ দেখেছেন। এদিন শংকরবাবু বলেন, ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে রাজনৈতিক মঞ্চে পরিণত করায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র ধিক্কার জানাই। গোটা দেশে এই ঘটনা বেনজির। ন্যূনতম লজ্জা থাকলে উনি পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফিরে ওনাকে ভোট দিতে বলতেন না। নিজের রাজ্যে কাজ দেওয়ার মুরোদ নেই। যে সমস্ত যুবক-যুবতীরা নিজেদের যোগ্যতায় ভিনরাজ্যে গিয়ে কাজ করে পরিবার প্রতিপালন করছেন তাঁদের কাছে কোন অধিকারে ভোট চাইছেন উনি? উনি কি জানেন, এই পরিযায়ী শ্রমিকরা কী অমানবিক জীবন যাপন করেন? কত রকম অত্যাচার-বঞ্চনা পেরিয়ে দুটো পয়সা তাঁরা বাড়িতে পাঠান! তিনি বলেন, পরিযায়ী শ্রমিকরা ওনার পরিবারের সদস্যের মতো নয়। ওনার পরিবারের সদস্যদের কখনও কোনও পেশায় যুক্ত থাকতে দেখা যায়নি, অথচ তারা কলকাতা শহরের বুকে একের পর এক জমি ও কোটি কোটি টাকার মালিক। উলটো দিকে নিজের পরিবার, মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী, বন্ধু -বান্ধবদের ছেড়ে পরিযায়ী শ্রমিকরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। তাঁরা কেন তাঁদের কষ্টার্জিত টাকা খরচ করে এসে একজন দুর্নীতিগ্রস্ত মুখ্যমন্ত্রীকে ভোট দিতে যাবেন, যিনি এরাজ্যে শিল্পকে ধ্বংস করেছেন। যাঁর জন্য যুবক-যুবতীরা পরিযায়ী শ্রমিকের অমানবিক জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন? পরিবারে বাকি যে ক'জন যুবক-যুবতী রয়েছেন তাঁদেরও পরিযায়ী শ্রমিক করতে কেউ ওনাকে ভোট দেবে না।

নামাজিদের জল খাওয়ালেন ব্রাহ্মনরা

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২২ এপ্রিল ঃ পবিত্র ঈদ উৎসব উপলক্ষ্যে বর্ধমান শহরের টাউন হলের প্রাঙ্গনে শনিবার ঈদ-উল- ফিতর নামাজ উপলক্ষে দেখা গেল এক নজিরবিহীন সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের নিদর্শন। সর্বভারতীয় ব্রাহ্মণ একতা সমাজ সেবা ট্রাস্ট-এর পক্ষ থেকে ঈদের নামাজে অংশগ্রহণকারীদের জন্য ঠান্ডা পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়। এই বিষয়ে সর্বভারতীয় ব্রাহ্মণ একতা সমাজ সেবা ট্রাস্ট-এর সভাপতি তথা বর্ধমানের বিশিষ্ট সমাজসেবী অর্পণ চ্যাটার্জি জানান, মূলত এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এক সম্প্রীতির বার্তা প্রেরণ করার জন্য। যেখানে চারিদিকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভেদ সৃষ্টি হচ্ছে। সেখানে আমাদের এই বাংলা সম্প্রীতির বাংলা, রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের বাংলা। যেখানে মুসলিম ধর্মের ভাইয়েরা হিন্দু ধর্মের যেকোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন, সেখানে আমরা আজ ব্রাহ্মণ সমাজের পক্ষ থেকে পবিত্র ঈদ উৎসব উপলক্ষে মুসলিম ভাইয়েদের ঠান্ডা পানীয় দিয়ে একটু স্বস্তি দিতে চেয়েছি। ধর্ম যার যার উৎসব সবার। আমরা যেন ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে ভেদাভেদ না করে থাকি। আমাদের একটাই ধর্ম-মানব জাতির ধর্ম। মানুষ মানুষের পাশে থেকে এক সৌভ্রাতৃত্বের নজির গড়ে তোলাই আমাদের কাজ ও লক্ষ্য হওয়া উচিত। মানুষে মানুষে যেন কোন বিভেদ সৃষ্টি না হয়। গোটা পৃথিবীজুড়ে এই বার্তাটার এখন খুব প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন অর্পন বাবু। বর্ধমানের অন্যতম সমাজসেবী আব্দুল রব এই উদ্যোগের প্রশংসা করে জানিয়েছেন, হিংসা ও বিদ্বেষ যেখানে ছড়িয়ে যাচ্ছে সারা দেশে, সেখানে এই বাংলা ব্যাতিক্রম। এই ধরনের উদ্যোগ যা মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার আবহ নষ্ট করে সৌভাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করে, তা অবশ্যই সাধুবাদযোগ্য।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the Executive Engineer
Malda Division, Municipal Engineering Directorate
"Sevaniketan" (2nd Floor), A.C. Market, Malda-732101.
Phone/Fax: (03512) 252104,
e-Mail: med.malda@yahoo.in
NOTICE FOR INVITING E-TENDER
TENDER ID: 2023_MAD_514644_1
2023_MAD_514644_2

Abridged second call for e-tender Notice is invited from Interested Bonafide bidders/Govt. contractors for both side Avenue Tree and Hedge Plantation, from Buniadpur More towards Narayanpur (SH 10A and connecting road) under Green Corridor programme within Buniadpur Municipality, Dakshin Dinajpur" Last date of submission: **10-May-2023 12:00 PM.** Interested Bonafide bidders are requested to visit **https://wbtenders.gov.in/**

Sd/- Executive Engineer
Malda Division
M. E. Directorate

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসজিজেব্লু-২৭২-১৫৬-টি১-৫৬, তারিখ ০৬.০৪.২০২৩-তে সংশোধনী নং ১, কাজের নাম: পূর্ব রেলওয়ের আসানসোল ডিভিশনে [illegible] ... "১৭.০৪.২০২৩ তারিখে নির্ধারিত উপরোক্ত টেন্ডার সম্পর্কিত প্রি-বিড কনফারেন্সে কোন সভা হয়নি"। "এনআইটি-র ক্রমিক নং ১০৮, শিডিউল ০০১-অ্যানেক্সার-জেড, গ্রুপ-। (পৃষ্ঠা নং ২৪)-এর অন্তর্গত আইটেমের বিবরণ থেকে 'সামগ্রী সরবরাহ' অংশটি বাতিল বলে গণ্য হবে"। "এনআইটি-র ক্রমিক নং ১১৬, শিডিউল ০০১-অ্যানেক্সার-জেড, গ্রুপ-। (পৃষ্ঠা নং ২৫)-এর অন্তর্গত আইটেমের বিবরণ থেকে '(স্টোরের মাধ্যমে আইটেম সরবরাহ করতে হবে)' অংশটি বাতিল বলে গণ্য হবে"। "এনআইটি-র ক্রমিক নং ১২০, শিডিউল ০০১-অ্যানেক্সার-জেড, গ্রুপ-। (পৃষ্ঠা নং ২৬)-এর অন্তর্গত আইটেমের বিবরণে, [illegible] ইকুইপমেন্টের স্পেসি. নং. বর্তমানের পরিবর্তে 'আইআরএস: টিসি-৪০/২০০৭ অথবা সাম্প্রতিকতম' পড়তে হবে এবং [illegible] স্পেসি.নং. বর্তমানের পরিবর্তে 'আইআরএস: টিসি-৪৮/৯৭ অথবা সাম্প্রতিকতম' পড়তে হবে"। "এনআইটি-র ক্রমিক নং ১২১, শিডিউল ০০১-অ্যানেক্সার-জেড, গ্রুপ-। (পৃষ্ঠা নং ২৬)-এর অন্তর্গত আইটেমের বিবরণে, [illegible] ইকুইপমেন্টের স্পেসি. নং. বর্তমানের পরিবর্তে 'আইআরএস: টিসি-৪০/২০০৭ অথবা সাম্প্রতিকতম' পড়তে হবে"। "টেন্ডার নথিপত্রের অ্যানেক্সার-৪৬.১ (পৃষ্ঠা নং ৯১)-তে প্রদত্ত [illegible] ..." টেন্ডারের অন্যান্য নিয়ম এবং শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। সংশোধনী নং ১ সহ বিস্তারিত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.ireps.gov.in -তে পাওয়া যাবে।

CON-09/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে [illegible]: www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

ই-টেন্ডারিং টেন্ডার নোটিস — ঝাঁসি ডিভিশন

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে **সিনি. ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ট্রাকশান ডিস্ট্রিবিউশান), এন.সি. রেলওয়ে, ঝাঁসি** আহ্বান করছেন সিলকরা "ওপেন টেন্ডার" অনলাইন মাধ্যমে (ই-টেন্ডারিং) নিম্নলিখিত কাজের জন্য।

বিস্তারিত বিবরণ	ই-টেন্ডার নং.	আনুমানিক মূল্য (₹)	বায়না মূল্য / দর নিরাপত্তা (₹)
(১) ওএইচই রূপান্তর প্রস্তাবিত পিকিউআরএস ডিপোতে খুরন্ড স্টেশনের সাথে সংযুক্ত জেএইচএস-এমকেপি সেকশানে ঝাঁসি ডিভিশনে। **(২)** ওএইচই রূপান্তর এফওবি-র সাথে সংযুক্ত কুলপাহাড় স্টেশনে জেএইচএস-এমকেপি সেকশানে ঝাঁসি ডিভিশনে।	জেএইচএস-টিডি-টেন্ডার-২০২২-১২আর১	₹ ৬০৩৭৭৪৭.৬৯	₹ ১২০৮০০.০০

টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ ১৬.০৫.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা। গ্রহণকারী চিঠি জারি হওয়ার পর মেয়াদ / সম্পাদনের তারিখ ঃ ০৯ মাস। • টেন্ডার অনলাইনে জমা করা যাবে **১৬.০৫.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।** • বিস্তারিত তথ্যাবলী এবং দরপত্র জমা করতে দয়া করে দেখুন ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট-**www.ireps.gov.in** ।

602/23 FA

North central railways @CPRONCR @northcentralrailway www.ncr.indianrailways.gov.in

প্রতীচীতে কড়া নজর জেলা প্রশাসনের

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২২ এপ্রিল ঃ ৬ মে'র মধ্যে প্রতীচী ট্রাস্টের ছয় ডেসিমেল জায়গা উচ্ছেদ নোটিশ প্রকাশ্যে আসার পরই প্রয়োজন ভিত্তিক তৎপরতার কথা জানালো জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর থেকেই অমর্ত্য সেনের প্রতীচী ট্রাস্ট বসত বাটিতে পুলিশ ক্যাম্প আছে। সেখানে অনধিকার প্রবেশ কেউ করতে পারবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়েন্ট রেজিস্ট্রার এবং এস্টেট অফিসার বলেন যে এই নোটিশের পনেরো দিন বা ৬ মে'র মধ্যে যেটি পরে আসবে, এই জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। যদি দখলদার স্বেচ্ছায় না ছাড়ে তাহলে বলপ্রয়োগের জন্য দখলদার দায়ী থাকবেন। নোবেলজয়ীর বসতবাটি যাতে কোনো বিঘ্নিত না হয় সেটা ভেবে ওই সম্পত্তির উত্তর পশ্চিম কোন থেকে তেরো ডেসিমেল জায়গা উদ্ধারের কথা ভেবেছে কর্তৃপক্ষ, এমনটাই উল্লেখ রয়েছে ১৯ এপ্রিল তারিখের আদেশেনামায়। এর আগেই ১৭ এপ্রিল নোটিশ জারি করে অমর্ত্য সেনের বাড়িতে নোটিশ সাঁটিয়ে ১৯ এপ্রিল নোবেলজয়ীর প্রতিনিধি থাকার কথা বলা হয়। কারণ নোবেলজয়ী বর্তমানে বিদেশে। ১৮ এপ্রিল ইমেইল মারফৎ চিঠি দিয়ে জুন মাসে আসার কথা বিশ্বভারতীকে জানান নোবেলজয়ী। জেলা সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী বলেন, অমর্ত্য সেন নোবেল সম্মানে ভূষিত। দেশের গর্ব। উনি দেশের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। অথচ সামান্য জায়গা নিয়ে তাঁকে প্রতি মুহূর্তে অসম্মানিত করা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তা ভাবনা সম্পর্কে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কতটা ধ্যান ধারণা আছে আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না। আমরা বাঙালি হিসেবে ও দেশবাসী হিসেবে নোবেলজয়ীর প্রতি এই আচরণের তীব্র নিন্দা জানাই। মানুষ এর জবাব দেবে। বোলপুর বিএলআরও সঞ্জয় দে জানান, অধ্যাপক অমর্ত্য সেন নিজের পৈতৃক জায়গায় আছেন। আমরা তো তার নবুদ দিয়েছি। এসত্ত্বেও কেন এমন হচ্ছে বলতে পারবো না। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের এই উচ্ছেদের নোটিশ প্রকাশ্যে আসার প্রেক্ষিতে জেলাশাসক বিধান রায় বলেন, গোটা বিষটির উপর আমরা নজর রাখছি। এই মুহূর্তে কিছু বলবো না। যথা সময়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জেলা পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায় বলেন, বিষয়টি বোলপুর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের নজরে আছে। আদালত যেমন আদেশ দেবেন আমরা সেই মুহূর্তে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব।

প্রকাশ্য রাস্তায় গলার নলি কেটে খুন যুবককে

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ২২ এপ্রিল ঃ ভর সন্ধ্যায় প্রকাশ্য রাস্তায় গলার নলি কেটে যুবক খুন। ঘটনায় গ্রেফতার এক যুবক। ধৃতের নাম চন্দ্রশেখর সিংহ। শুক্রবার ভর সন্ধ্যায় বাঁকুড়া শহর লাগোয়া শ্যামদাসপুর গ্রামের বাড়ি থেকে ওই যুবককে গ্রেফতার করে বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ। ত্রিকোণ প্রেমের জেরেই যুবক খুন বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান পুলিশের। ধৃতকে বাঁকুড়া জেলা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতের বিরুদ্ধে ৩০২ ধারায় খুনের মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতকে শনিবার আদালতে তোলা হলে ৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ত্রিকোণ প্রেমের কারণেই এই খুনের ঘটনা এবং খুর দিয়ে খুন করা হয়েছে ওই যুবককে। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে ঘটনার তদন্তে বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ। ধৃতের আইনজীবী জানিয়েছেন, অভিযুক্ত নির্দোষ। আদালতে জামিনের আবেদন জানানো হবে। জানা যায় শুক্রবার সন্ধ্যায় শহরের অভিজাত পল্লী এলাকা হিসেবে পরিচিত প্রতাপ বাগানের সরকারি আবাসনের উলটো দিকে রাস্তার উপর থেকে ওই কিশোরের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। পরে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্কেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে খবর। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ত্রিকোণ প্রেমে'র কারণে ওই কিশোরকে খুন করা হয়েছে। পুলিশ তদন্তে নেমে এই খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে শ্যামদাসপুরের বাড়ি থেকে সাগর সিং নামে বছর চব্বিশের এক যুবককে গ্রেফতার করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শহরের ইদগামহল্লার বাসিন্দা বছর ২০ শেখ আমান এদিন সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে মোটরবাইক নিয়ে বেরিয়েছিল। পরে শহরেরই প্রতাপ বাগান এলাকা থেকে তাঁর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, গলার নলি কেটেই ঐ কিশোরকে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকার মানুষ যথেষ্ট আতঙ্কিত, তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলেই জানিয়েছেন। তবে খবর পেয়েই শুক্রবার ঘটনাস্থলে পৌঁছান ডিএসপি-ডিএনটি, বাঁকুড়া সদর থানার আই.সি সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ একটি বাইক উদ্ধার করে। পুলিশের পক্ষ থেকে ঘটনার তদন্তের পাশাপাশি মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। অন্যদিকে মৃত কিশোরের পরিবারের দাবি, ফোন করে ডেকেই ছেলেকে খুন করা হয়েছে। অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবির পাশাপাশি প্রয়োজনে তারা থানা ও এসপি অফিস ঘেরাও করবেন বলে জানিয়েছেন। মৃতের বাবা শেখ ইসলাম এই প্রসঙ্গে বলেন, জুম্মা শেষে সন্ধে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। হয়তো কোনও বন্ধুদের সঙ্গে ঝামেলা হয়। পরে খবর আসে যে ওঁর গলায় খুর মেরে খুন করা হয়েছে। আমার ছেলেকে ডেকে খুন করা হয়েছে। স্থানীয়দের থেকে শুনি ওখানে পাঁচজন ছিল। কীভাবে এবং কেন এমন ঘটনা ঘটল তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। আমরা দোষীদের শাস্তি চাই। এদিকে, বাঁকুড়া শহরের যে এলাকায় যুবকের গলার নলি কাটা হয়েছে, সেখান থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে বাঁকুড়া সদর থানার আইসির আবাসন। রাস্তাটিও যথেষ্ট ব্যস্ত। এমন ব্যস্ত সড়কে ভর সন্ধ্যেতে কীভাবে এমন নৃশংস ঘটনা ঘটল? প্রশ্ন উঠেছে। এমন খুনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে বাঁকুড়া শহরজুড়ে। ঘটনার প্রকৃত তদন্তের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

OFFICE OF THE FRESERGANJ GRAMPANCHAYAT
Freserganj, P.O, Freserganj, P.S.- Freserganj Costal, Dist-South 24 Parganas
Memo No.-112/ FGP/2023 & 113/FGP/2023, Date:-20/04/2023
Notice Inviting e-Tender NO.-01/ (2023-2024) & 02/ (2023-2024)

Sealed Tender is invited by the Pradhan On behalf of Artho-o-Parikalpana Upo-samity from experienced, resourceful, bonafide contractors/agencies for similar nature of works. Work Completion Period: 30 Days. Document download to participate in e-Tender start date (online): **20/04/2023 at 3:30 AM.** Both Technical and financial bid submission starting date(online): **20/04/2023 at 4.00 PM.** Both Technical and financial bid submission closing date(online): **26/04/2023 at 02:00 PM.** Date of opening of technical Proposals (Online): **28/04/2023 at 02:30 PM.** For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Freserganj Gram Panchayat

Hirbandh Gram Panchayat
Vill : Tilaboni P.O.- Bauridiha P.S.- Hirbandh, Dist.- Bankura
Memo No : 189 / HirGP / 2021 Dated: 20 / 04 / 2023
NIT No-01/HirGP/2023-24
NIT No-02/HirGP/2023-24

Pradhan, Hirbandh Gram Panchayat invites Tenders of seven Construction works in Hirbandh GP area within 23/12/2022 details of which are available at **www.wbtenders.gov.in** website and the Notice Board of Hirbandh Gram Panchayat, PO – Bauridiha, Dist. –Bankura.

Sd/- Pradhan
Hirbandh Gram Panchayat

রসনা

গরম থেকে বাঁচাবে ফলগুলি, জানেন কি গুণাবলী

মাত্র ১০ মিনিটেই তৈরি করুন ঠান্ডা থাকার রকমারি পদ

প্রচন্ড গরম। শরীরে জ্বালাপোড়া করছে। কিছুতেই যেন আর রুচি নেই। এমন পরিস্থিতিতে ফল খান। তবে তা বেছে খান। কারণ, এমন কিছু ফল রয়েছে যা আপনাকে এই তীব্র গরমের মধ্যে কিছুটা হলেও রেহাই দেবে। আবার শরীরকেও ঠান্ডা রাখবে। এক্ষেত্রে সবার প্রথমেই তরুমুজের নাম নেওয়া যেতে পারে। কারণ এই ফলে প্রায় ৯২ শতাংশ জল রয়েছে। যা এই গরমে আপনার শরীরে তরলের ভারসাম্য বজায় রাখে। এর এর ক্যালোরির পরিমাণও অত্যন্ত কম। সুতরাং ডায়েট নিয়ে যাঁদের মাথাব্যথা বেশি, তাঁদের জন্য গরমের আদর্শ ফল তরমুজ। গরমে আরাম দেবে আরেক রসালো ফল লেবু। সরবতী লেবুতে ৮৭ শতাংশ পর্যন্ত জল থাকে। আর এই চরম আবহাওয়ায় এই ধরনের ফল খুবই কার্যকর। গরমে কাহিল হয়ে গেলে লেবুচিনি জলের জুড়ি মেলা ভার। তা গঞ্জএর পরিবর্ত হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। তরমুজ লেবুর থেকেও বেশি পরিমান জল থাকে শসায়। শতকরা প্রায় ৯৬ ভাগ। স্যালাড করে বা স্মুদি তৈরি করে নিয়মিত এই ফল খান। পেটও ভরবে, ডিটক্সও হবে। আবার টক দই দিয়ে তৈরি রায়তাতেও শসা দিতে পারেন। স্ট্রবেরি এখন অনেক জায়গাতেই পাওয়া যায়। এই ফলে ৯১ শতাংশ জল থাকে। পাশাপাশি এটি চোখ, ত্বক ও নখের জন্য ভাল। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গুণও রয়েছে স্ট্রবেরিতে। এছাড়া গরম থেকে বাঁচতে টমেটো খেতে পারেন।

তীব্র থেকে তীব্রতর গরম বৈশাখের

শুরু থেকেই। রোদ থেকে বাঁচতে দুপুর রোদে বাইরে না বেরনোর পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। কিন্তু ঘরে থাকলেও তো দহনজ্বালা সহ্য করতে হচ্ছে, বিশেষত রান্নাঘরে গেলে। ঘেমেনেয়ে একশা হতে হচ্ছে। কিন্তু তাপমাত্রা এত বেশি বলে রান্নাবান্না না করে খিদে সহ্যেরও তো কোনও অর্থ নেই। তাহলে উপায় কী? আছে বইকী। মাত্র ১০ মিনিট সময় কাটান কিচেনে। আর সহজে ঝটপট তৈরি করে ফেলুন গরমে শীতল থাকার কয়েকটি পদ। রান্নার বেশি ঝামেলা নেই, দীর্ঘক্ষণ গ্যাসের সামনে থাকার দরকার নেই, অথচ আবহাওয়ার সঙ্গে মানানসই খাওয়াদাওয়া হবে নির্ঝঞ্ঝাটে। রইল কয়েকটি রেসিপি -

টোপা কুল দিয়ে লালশাক- লালশাক শরীর ঠান্ডা রাখার জন্য ভাল একটি উপাদান। সামান্য পিঁয়াজ, রসুন আর কুলের টক দিয়েই তৈরি করুন সুস্বাদু এই পদ। প্রথমে লালশাক কুচিয়ে কেটে ধুয়ে নিন। তারপর সামান্য ভাপিয়ে রাখুন। পরিমাণমতো কুল ভিজিয়ে রাখুন জলে। কড়াইতে অল্প তেল দিয়ে গরম হলে তাতে পিঁয়াজ ও রসুন এবং কাঁচালঙ্কা দিন। লাল করে ভাজার পর তাতে ভাপানো লালশাক দিয়ে দিন। একটু উলটেপালটে তাতে যোগ করুন জলে ভিজিয়ে রাখা কুল। নুন ও সামান্য চিনি দিয়ে নাড়াচাড়া করলেই রান্না শেষ। কড়াই থেকে সোজা ভাতের থালায় পরিবেশন করুন।

করলা দিয়ে মুগডাল- প্রথমে কাঁচা মুগডাল ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। করলার একটু মোটা করে গোল আকারে কাটুন। কড়াইতে অল্প তেল গরম করে কাঁচালঙ্কা, হিং ও জিরে ফোড়ন দিন। কাঁচা মুগডাল ঢেলে দিয়ে নাড়াচাড়া করে তাতে আদাবাটা, নুন ও জল দিয়ে ঢাকা দিন। ডাল ফুটে আধসেদ্ধ হলে গোল করে কাটা করলা দিয়ে দিন। সেদ্ধ হয়ে গেলে কাঁচালঙ্কা কুচি ও ধনেপাতা মিশিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

আলু-টমেটোর ভর্তা-এই পদটি সম্পূর্ণ পুড়িয়ে রান্নার। টমেটো, আলু, রসুন এবং পেঁয়াজ সব পরিমাণমতো নিয়ে পুড়িয়ে নিন। এরপর সব একসঙ্গে বেটে নিন মিক্সি কিংবা শিলনোড়ায়। তারপর ওই বাটায় একটু পিঁয়াজকুচি, একটু সরষের তেল মিশিয়ে ভাল করে মাখুন। তৈরি আলুটমেটোর সুস্বাদু ভর্তা। ভাত কিংবা রুটির সঙ্গে বেশ ভাল লাগবে খেতে। এই তিনটি পদ রাঁধতে আপনার ন্যূনতম সময় এবং শ্রম লাগবে। বেশিক্ষণ উনুনের ধারে থাকতে হবে না। অথচ খেতে বসে এসব পদ চাখলেই মন ভাল হবে, শরীর হবে শীতল।

চিংড়ীর স্ন্যাক্স ককটেল সস ও রোল ডোর খেয়েছেন কি

চিংড়ির এই স্ন্যাক্সটি তৈরি করতে পারেন। রেসিপি দেখে নিন-

মচমচে শেল তৈরি করার উপকরণ- তৈরি করা ওনথন শিট ২০টি, তেল ওনথন শিট ব্রাশ করার জন্য যতটুকু লাগে, মাঝারি আকারের চিংড়ি ২০টি, পাপড়িকা সামান্য, ইটালিয়ান হার্ব সিকি চাচামচ, গোলমরিচগুঁড়া সিকি চাচামচ ও লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি-ওনথন শিটগুলোতে তেল ব্রাশ করে নিন। কাপ কেকের মোল্ডে ভরে নিন। সামান্য তেল স্প্রে করে প্রি হিট করা ওভেনে ৩০০ ডিগ্রিতে ৪ থেকে ৫ মিনিট বেক করে নিন। শেলগুলো মচমচে হওয়ার জন্য গরম ওভেনে রেখে দিন। চাইলে বাতাস ঢুকবে না, এমন বাক্সে ভরে রেখেও খেতে পারেন। এবার চিংড়ি মাছ তৈরি করে নিন। চিংড়ি মাছের খোসা ফেলে পরিষ্কার করে নিন। পাপড়িকা, ইটালিয়ান হার্ব, গোলমরিচগুঁড়া ও লবণ দিয়ে মেখে হালকা তেলে শ্যালো ফ্রাই করে নিন।

সালসার উপকরণ- শসাকুচি একটি, টমেটোকুচি দুটি, অ্যাভোকাডোকুচি অর্ধেকটি, লেটুসকুচি একটি, লবণ সামান্য, গোলমরিচগুঁড়া আধা চাচামচ, জলপাই তেল পরিমাণমতো।

প্রণালি- সব একসঙ্গে মেখে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে সালসা।

ককটেল সসের উপকরণ- মেয়নিজ সিকি কাপ, টমেটো সস ২ টেবিল চামচ, ঝাল সস ১ টেবিল চামচ, লেবুর রস ১ চাচামচ, চিনি ১ চাচামচ।

প্রণালি- সব একসঙ্গে মিশিয়ে সস তৈরি করে রাখুন।

পরিবেশনা- তৈরি করে রাখা শেলে প্রথমে সালসা দিন। এরপর চিংড়ি। সবশেষে সস ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

ছোটদের জন্য বানাতে পারেন এই খাবারটি

উৎসবের দিন ছোটরাও চায় বিশেষ কোনো খাবার। তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়েই না হয় বানিয়ে ফেলুন মজাদার এই খাবারটি। রেসিপি নিচে দেওয়া হল-

পিৎজা ও রোল ডোর উপকরণ- ময়দা আড়াই কাপ, দুধ (কুসুম গরম) আধা কাপ, জল (কুসুম গরম) আধা কাপ, চিনি ১ চাচামচ, সয়াবিন তেল সিকি কাপ, ইষ্ট ১ চাচামচ, লবণ আধা চাচামচ, রসুনগুঁড়া আধা চাচামচ (ইচ্ছা অনুযায়ী), ইটালিয়ান হার্ব আধা চাচামচ।

প্রণালি-সব একসঙ্গে ভালো করে মেখে ময়দার মণ্ড বানাতে হবে। ৮ থেকে ১০ মিনিট ভালো করে মথে নিতে হবে। যেন নরম মণ্ড হয়। তারপর বাতাস ঢুকবে না, এমন বাক্সে রেখে দেবেন এক ঘণ্টার জন্য।

ফিলিঙের উপকরণ- পিৎজা সস সিকি কাপ, পেপারনি প্রয়োজনমতো, সসেজ কুচি প্রয়োজনমতো, ক্যাপসিকাম স্বাদমতো, কালো জলপাই স্বাদমতো, মোজ্জারেল্লা চিজ ২০০ গ্রাম (গ্রেট করা), অরিগানো সামান্য।

বান পিৎজা- প্রণালি- এক ঘণ্টা পর দেখবেন মণ্ড ফুলে উঠেছে। নরমভাবে চাপ দিয়ে বাতাস বের করে নিন। তারপর ২ ভাগ করে আলাদা আয়তাকার আকারে দুটি রুটি বেলে নিতে হবে। এরপর পিৎজা সস হালকাভাবে ছড়িয়ে দিন। একে একে সব উপাদান ছড়িয়ে দিন। সবশেষে গ্রেট করা চিজ ছড়িয়ে রুটির এক পাশ থেকে রোল করে নেবেন। রোলকে ১ ইঞ্চি আকারে স্লাইস করে নিয়ে বেকিং ট্রেতে সাজিয়ে নিতে পারেন। এরপর একটা কাপড় দিয়ে ১০ মিনিটের জন্য ঢেকে দিন। ওভেন ২০০ ডিগ্রিতে প্রিহিট করতে দিন। ১০ মিনিট পর ডিমের কুসুম দিয়ে রোলগুলো ব্রাশ করে ওভেনে দিন ২০ মিনিটের জন্য। বেক হয়ে গেলে কিছুক্ষণ গরম ওভেনে রেখে দিন। তারপর ওভেন থেকে বের করে গরম গরম পরিবেশন করতে পারেন।

পৃথিবী দিবস উপলক্ষে পরিবেশ রক্ষায় মানুষকে সচেতন করল গুগল

২২ এপ্রিল ঃ আজ ২২শে এপ্রিল পৃথিবী দিবস বা আর্থ ডে। অন্যান্য বিশেষদিনের মত আজকের পৃথিবী দিবস উপলক্ষেও ইঃটারনেট জায়াঃট গুগল, তার সার্চ ইঞ্জিনের জন্য একটি বিশেষ ডুডল তৈরি করেছে। আজকের বিশেষ ডুডল কার্টুনের মাধ্যমে, গুগল, ইউজারদের পরিবেশ সুরক্ষা এবং পৃথিবী দিবস সম্পর্কে সচেতন তথা উৎসাহিত করেছে। আসলে জীবনযাত্রা বদলের কারণে দিন কে দিন বেড়ে চলেছে পরিবেশ দূষণ, পরিবর্তন আসছে আবহাওয়াতেও। এখন সূর্যের প্রবল তাপপ্রবাহে মানুষের শান্তিস্বস্তি নেই বললেই চলে এদিকে চারপাশে গাছের দেখা মেলা ভার। এই পরিস্থিতিরই মোকাবিলায় সমস্ত বিশ্ববাসীকে সচেতন হতে বলে পৃথিবী দিবস। আজকের বিশেষ ডুডল কার্টুনের মাধ্যমে, গুগল, ইউজারদের সেই বার্তাই দিয়েছে। এক্ষেত্রে গুগল সার্চবারের 'স্ক' লোগোটির পাশে একটি গাছ প্রদর্শিত হচ্ছে যাতে ক্লিক করলে বা গুগল অ্যাপটি খুললে সমগ্র ডুডলটি প্রদর্শিত হবে - এখানে দেখা যাবে গাছ লাগানো, গাছ পরিচর্যা, সৌর শক্তির ব্যবহার, ব্যবহৃত আবর্জনা পরিষ্কারের দৃশ্য। আদতে কীভাবে আমরা সবাই মিলে বিভিন্ন উপায়ে. বৈশ্বিক উষ্ণায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করে এই সুন্দর গ্রহটিকে বাঁচাতে

পারি তারই ইঙ্গিত দেয় এই ডুডল। আমরা যেভাবে ভ্রমণ করি, যে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করি, যে খাবার খাই এবং যেসব জিনিসগুলি কিনি তা যে বিশ্বের খারাপ জলবায়ু. সৃষ্টির কারণ তা এটি আরও একবার মনে করিয়ে. দেয়। উল্লেখ্য, এতে ক্লিক করলে আপনি পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা, আবহাওয়া ইত্যাদি জরুরি বিষয়গুলি এক নজরে দেখেও নিতে পারবেন। গুগলের ব্লগ অনুযায়ী, ড্রায়ার ব্যবহার করার পরিবর্তে এয়ার ড্রাই বেছে নেওযা, প্ল্যান্ট বেসড্ ডায়েট বেছে নেওযা, ইচ্ছেমত গাড়ি চালানোর পরিবর্তে হাঁটা বা কম দূষণকারী যানবাহন চালানোর মতো ছোট ছোট পদক্ষেপ নেওযা. খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের বিষয়গুলি মাথায় রেখে আমরা জলবায়ু. পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইযে. গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারি এতে করে পরবর্তী প্রজন্ম পাবে প্রাণখোলা বাতাস। বলে রাখি, এবারের পৃথিবী দিবস অর্থাৎ আর্থ ডে ২০২৩-এর থিম হল 'ইনভেস্ট ইন আওয়ার প্ল্যানেট' বা আমাদের গ্রহে বিনিয়োগ করুন।

মাঝেরহাট থেকে এসপ্ল্যানেডের বেগুনি লাইনের স্ট্রেচ পরিদর্শন করেছেন শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে।

শ্রাবনী মিত্র আজ গীতা সরকার, সভাপতি এবং জয়শ্রী চ্যাটার্জি, প্রাক্তন সভাপতি রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা উপস্থিতিতে রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা সামারিটান্সের পক্ষ থেকে স্পোর্টস সামগ্রি প্রদান করছেন।

ফের অপ্রীতিকর ঘটনা ঐতিহ্যমণ্ডিত সিদ্ধেশ্বর বারুণী মেলায়

বদরপুর (অসম), ২২ এপ্রিল ঃ একের পর এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যাচ্ছে কাছাড় জেলার ঐতিহ্যমণ্ডিত সিদ্ধেশ্বর বারুণী মেলায়। আজ শনিবার ফের একবার মারপিটের ঘটনা ঘটেছে মেলায়। জানা গেছে, পাঁচগ্রামের বাসিন্দা আজমল হুসেন নামের এক যুবককে মারপিট করেছে নাগরদোলার সত্বাধিকারী জনৈক আলতাফ ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা। এমনই অভিযোগ করেছেন মারপিটে গুরুতর আহত যুবকের নিকটাত্মীয়। উল্লেখ্য, নাগরদোলা যা বৈদ্যুতিক চড়কির আড়ালে একাধিক অসামাজিক কার্যকলাপ হয়ে থাকে। এর মধ্যে অন্যতম জুয়া। নাগরদোলার ঠিক সামনে বসে এই জুয়ার আসর। যার ফলে এ ধরনের মারপিট প্রায় সময় রাতের অন্ধকারেও হয়ে থাকে বলে জানা গেছে। শনিবার ঈদ উৎসব থাকায় দিনের বেলা অসংখ্য জনগণ মেলা উপভোগ করতে এসেছিলেন। এরই মধ্যে এই মারপিট। এ সব অপ্রীতিকর ঘটনায় মেলার ঐতিহ্য বিনষ্ট হচ্ছে বলে করে এলাকার সচেতন মহল। ঘটনায় আহত আজমল হুসেনকে কাটিগড়া মডেল হাসপাতালে ভর্তি করা হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কাটিগড়া পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

বিজেপির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার অভিযোগ কংগ্রেসের শিবকুমারের

বেঙ্গালুরু, ২২ এপ্রিল ঃ কর্ণাটকে ভোটের আবহে বিজেপির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ডি কে শিবকুমার। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর দফতর ও আইন বিভাগ তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল করার চক্রান্ত করছে। শনিবার নিজের বাড়িতে এক সাংবাদিক বৈঠক করেন কংগ্রেসের এই নেতা। সেখানেই তিনি এই অভিযোগ করেন। তাঁর অভিযোগ, কর্ণাটকের একাধিক বিধানসভা আসনে বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়নপত্রে ত্রুটি রয়েছে। অথচ তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিলের চক্রান্ত চলছে। মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকেই এর নির্দেশ গিয়েছে। ওই দফতরের ফোন কলের রেকর্ড খতিয়ে দেখলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। তাই এই নিয়ে তদন্তের আর্জি জানিয়েছেন শিবকুমার। একই সঙ্গে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁর মনোনয়নপত্র নিয়ে যদি এমন চক্রান্ত হয়, সেক্ষেত্রে অন্যদের ক্ষেত্রে কী হতে পারে? ২০০৮ সাল থেকে কর্ণাটকের কনকপুরের বিধায়ক শিবকুমার। এবারও তিনি ওই কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছেন। জমা দিয়েছেন মনোনয়নপত্র। সেই মনোনয়নপত্র বাতিল করে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। তাঁর অভিযোগের বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য তিনি ওই সাংবাদিক বৈঠক থেকেই নির্বাচন কমিশনের কাছে আর্জি জানিয়েছেন।

ত্রিপুরায় ৩ জন সুস্থ, সক্রিয় রোগী কমে ১৫

আগরতলা, ২২ এপ্রিল ঃ ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত তিনজন রোগী সুস্থ হয়েছেন।বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে

১৫। স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে,নতুন করে ২২৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।তবে,নমুনা পরীক্ষায় নতুন করে আটটি জেলায় করোনার সংক্রমণ মিলেনি।তাছাড়াও জানা যায়, রাজ্যে এখনও পর্যন্ত তিনজন রোগী সুস্হ হয়েছেন। তাতে,বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১৫। উল্লেখ্য, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১০৮০৫২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১০৭০২৮ জন রোগী সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনাআক্রান্তের হার হয়েছে ৪.০৬ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৯.০৬ শতাংশ। এছাড়া ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৩৭ জন রোগী করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

ব্লু টিক ফেরত পেতে আবেদন করলেন অমিতাভ বচ্চন

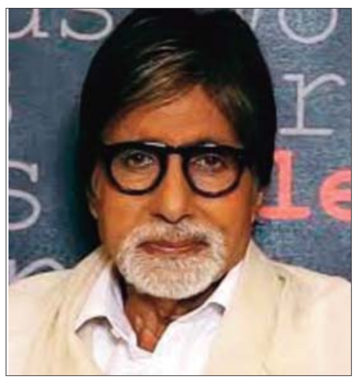

মুম্বই, ২২ এপ্রিল ঃ টুইটারের মালিক এলন মাস্ক আগেই জানিয়েছিলেন, নতুন নিয়ম অনুযায়ী বছরে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা না দিলে এবার থেকে আর মিলবে না ব্লু টিক। সেই নিয়ম অনুযায়ী শুক্রবার সকালেই ব্লু টিক হারিয়েছেন একগুচ্ছ সেলিব্রিটি। এই সেলেবদের তালিকায় যেমন রয়েছেন বলিউডের শাহরুখ খান, অমিতাভ বচ্চন, তেমনি রাজনীতির জগত থেকে রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগী আদিত্যনাথ সহ অন্যান্যরা। তবে নীল টিক ফেরত পেতে সবার আগে পদক্ষেপ নিলেন বলিউড সুপারস্টার শাহেনশা অমিতাভ বচ্চন। টুইটারে ব্লু টিক ফেরত পেতে তিনি এদিন নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দিয়েছেন এবং টুইটার কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে একটি টুইটও করেছেন। অমিতাভ বচ্চন এদিন টুইট করে লেখেন, এ টুইটার ভাইয়া! শুন রহে হো? অব তো প্যায়সা ভি ভর দিয়া হ্যায় হম তো ও জো নীল কমল হোতে হ্যা না, হমারে নাম কে আগে, ও তো বাপস লগায় দে ভাইয়া, তাকি লোগ জান জায়ে কী হম হি হ্যায় অমিতাভ বচ্চন। হাত তো জোড় লিয়ে রহে হম। অব কা হোড়বা জোড় পড়ি কা? ব্লু টিক ফেরত পেতে অমিতাভ বচ্চনের এই মজার টুইট ইতিমধ্যেই সারা ফেলে দিয়েছে।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদীর ঘটনাস্থল পরিদর্শন

পুঞ্চ, ২২ এপ্রিল ঃ উত্তর কমান্ডের প্রধান লেফটেন্যাঃট জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী শনিবার পুঞ্চ সন্ত্রাসী হামলার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এছাড়াও বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) মহাপরিচালক এসএল থাউসেন শনিবার ওই অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করেছেন এবং জম্মু ও কাশ্মীরের যমজ সীমান্ত জেলাগুলিতে নিযন্ত্রণ রেখা বরাবর নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন। জানা গিয়েছে, শনিবার উত্তরাঞ্চলীয় .কমান্ডের প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং সন্ত্রাসী হামলার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে কথা শোনেন। আধিকারিকরাও ঘটনার পর থেকে নেওয়া পদক্ষেপ সম্পর্কে জানিয়েছেন। দ্বিবেদী অফিসারদের আক্রমণের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য বিশেষ কৌশল অবলম্বন করতে বলেছিলেন। এর আগে, মহাপরিচালক বিএসএফ এসএল থাউসেন রাজৌরি পুঞ্চের অগ্রবর্তী অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করেন এবং জম্মু ও কাশ্মীরের যমজ সীমান্ত জেলাগুলিতে এলওসি বরাবর নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং চ্যালেঞ্জগুলি পর্যালোচনা করেন। তিনি রাজৌরি এবং পুঞ্চে অবস্থিত পুলিশ মহাপরিচালক দিলবাগ সিং এবং অন্যান্য সিআরপিএফ কমান্ডারদের সাথে নিরাপত্তাসম্পর্কিত আলোচনা করেন।

উত্তর পূর্ব রেলের চণ্ডীগড়-গোরখপুর-চণ্ডীগড় গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন

গোরখপুর, ২২ এপ্রিল ঃ রেলওয়ে প্রশাসন গ্রীষ্মের মরসুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে ২৭ এপ্রিল থেকে ২৯ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার চণ্ডীগড়-গোরখপুর-চণ্ডীগড় গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন ০৪৫১৮-০৪৫১৭ চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২৮ এপ্রিল থেকে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত, প্রতি শুক্রবার গোরখপুর থেকে ১০টি ভ্রমণের জন্য করা হবে। এটিতে ভ্রমণকারী যাত্রীদের কোভিড-১৯ সম্পর্কিত সময়ে জারি করা সমস্ত মান অনুসরণ করতে হবে।০৪৫১৮ চণ্ডীগড়-গোরখপুর গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেনটি ২৭ এপ্রিল থেকে ২৯ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার ২৩.১৫ মিনিটে চণ্ডীগড় ছাড়বে। প্রাক্তন আম্বালা ক্যান্ট ০০.২৫ মিনিটে, সাহারানপুর ০২.৩০ মিনিটে, মোরাদাবাদ ০৬.২০ মিনিটে,

০৬.২০ মিনিটে ৪ ঘন্টা ৪৭ মিনিটে, মোরাদাবাদ। এটি গোন্ডা থেকে ১৫.৩৫ টায় এবং বাস্তি ১৬.৫৩ টায় ছেড়ে যাবে এবং ১৮.২০ টায় গোরখপুরে পৌঁছাবে। ফিরতি যাত্রায়, ০৪৫১৭ গোরখপুর-চণ্ডীগড় গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেনটি ২৮ এপ্রিল থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার গোরক্ষপুর থেকে ২২.০৫ ঘণ্টায় ছেড়ে যাবে, বাস্তি থেকে ২৩.০৪ ঘণ্টায় ছাড়বে, গোন্ডা থেকে ০০.৪০ ঘণ্টায় ছাড়বে, লখনউ থেকে ৩ ঘণ্টায় ছাড়বে। ০৭.০২ ঘন্টা, ২৮ এপ্রিল থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবারে মোরাদাবাদ থেকে ছাড়বে এটি সাহারানপুর থেকে ১২.০৭ টায় এবং আম্বালা ক্যান্ট থেকে ১৩.২৫ টায় ছেড়ে যাবে এবং চণ্ডীগড় ১৪.১০ টায় পৌঁছাবে।এই ট্রেনে, ০১ জেনারেটর কাম লাগেজ ভ্যান, L.S.L.R.D. ০১টি কোচ, ০৪টি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি, ০৬টি স্লিপার ক্লাস, ০৬টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তৃতীয় শ্রেণি, ০২টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দ্বিতীয় শ্রেণি এবং ০১টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দ্বিতীয় কাম প্রথম শ্রেণির কোচ বসানো হবে।

জাতিগত শুমারি হলেই রাম রাজ্য ঃ অখিলেশ যাদব

লখনউ, ২২ এপ্রিল ঃ বিজেপির বিরুদ্ধে ফের আক্রমণ শানালেন উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। তোপ দেগেছেন যোগী আদিত্যনাথ সরকারকেও। শনিবার অখিলেশ যাদব বলেছেন, জাতিগত শুমারি হলেই রাম রাজ্য, সমাজতন্ত্র, সবকা সাথ ও সবকা বিকাশ সম্ভব। বিজেপিকে মিথ্যেবাদী আখ্যা দিয়েছেন তিনি। অখিলেশ শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, জাতিগত শুমারি হলেই রাম রাজ্য, সমাজবাদ, সবকা সাথ এবং সবকা বিকাশ সম্ভব। বিজেপি মিথ্যাবাদী, তারা স্মার্ট সিটির স্বপ্ন দেখিয়েছিল কিন্তু উত্তর প্রদেশের শহরগুলিকে আবর্জনা বানিয়েছে।

করোনায় অনাথ শিশুদের জন্য প্রস্তুত অটল আবাসিক স্কুল

গোরক্ষপুর, ২২ এপ্রিল ঃ করোনার সময়ে অনাথ ও শ্রমজীবীদের সন্তানদের সুশিক্ষা দেওয়ার জন্য সরকার অটল আবাসিক স্কুলে ব্যবস্থা করেছে। এটি এখন গোরক্ষপুরের সহজানওয়া উন্নয়ন ব্লকের পিপরায় তৈরি। এই সেশন থেকে এই স্কুল শুরু হবে এবং এখানে ভর্তি হওয়া শিশুদের জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের আদলে সিবিএসই প্যাটার্নে শিক্ষা দেওয়া হবে। এখানে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে পড়াশোনার জন্য যোগ্য শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। কাউন্সেলিং এর পর ৪০ জন ছেলে ও ৪০ জন মেয়ে ভর্তি হতে পারবে। স্কুলে ভর্তি হওয়া শিশুদের শিক্ষা ২০২৩-২৪ সেশন থেকে শুরু হবে। এমন শিশুদের ভর্তি করা হবে যাদের বাবামা ভবন বোর্ড এবং অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ বোর্ডে নিবন্ধিত। করোনার সময় অনাথ শিশুরাও এতে ভর্তি হতে পারবে। তাদের গুণাত্ব শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের আদলে শিক্ষা দিতে, সহজনওয়া উন্নয়ন ব্লকের পিপরা গ্রামে অটল আবাসিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।

গ্রাহক সংযোগ উন্নত করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পদক্ষেপ

মালিগাঁও, ২২ এপ্রিলঃ পণ্যবাহী ট্রাফিক পরিবহণ ব্যবস্থা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে গ্রাহকদের দ্বারা বিভিন্ন সামগ্রীর পরিবহণ সহজ করে তুলতে ধারাবাহিকভাবে পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে। স্থানীয় অর্থনীতির উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবহণকারীরা বিশাল পরিমাণে উপকৃত হবেন বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। গ্রাহক সংযোগ এবং পণ্য পরিবহণ আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে লামডিং ডিভিশনের মৈনারবন্দ স্টেশনকে স্টোন চিপস পরিচালনার জন্য বিকশিত করা হয়েছে। কৌশলগত মার্কেটিং প্রচেষ্টার ফলে ২১-০৩-২০২৩ তারিখে স্টোন চিপের প্রথম রেক লোড করা হয়েছিল। এছাড়াও, ইঃ দা নেপাল সীমান্তে ইন্ডিয়ান কাস্টোম ইয়ার্ড (আইসিওয়াই) এবং নেপাল কাস্টোম ইয়ার্ড (এনসিওয়াই) পরিচালনার জন্য জোনাল স্তরে একটি সমঝোতা চুক্তি চূড়ান্ত করা হয়েছে। ভারত ও নেপালের মধ্যে

ক্রস বর্ডার ট্রাফিক চলাচল পরিচালনা করার লক্ষ্যে ২৯-০৩-২০২৩ তারিখে কাস্টোম, আইআরসিওএন এবং রেলওয়ের মধ্যে যৌথ ত্রিপাক্ষিক পরিদর্শন পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও, পরিকল্পিত মার্কেটি প্রচেষ্টার ফলে আলিপুরদুয়ার ডিভিশন থেকে আলুর ৮.৫ রেক বুক করা হয়েছিল, যা ২০২৩-এর মার্চ মাসে অতিরিক্ত পণ্য রাজস্ব নিয়ে এসেছিল। গ্রাহক সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নতুন টার্মিনাল খোলার ফলে পণ্যবাহী ট্রেনের লোডিং ও আনলোডিং বৃদ্ধি পেয়েছে। যার পরিণাম হিসেবে আগামী বছরগুলিতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

বিশেষ মধ্য-রাত্রি মেট্রো পরিষেবা

২২ এপ্রিল ঃ কলকাতা এবং শহরতলির ক্রিকেট প্রেমীদের সুবিধার জন্য ২৩.০৪.২০২৩ তারিখে ইডেন গার্ডেনে খেলা আইপিএলের ম্যাচের পরে মেট্রো বিশেষ মেট্রো পরিষেবা ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত। শ্রী কৌশিক মিত্র, প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক বলেছেন যে আইপিএল টিটোয়েন্টি ম্যাচের পরে মেট্রো পরিষেবা এসপ্ল্যানেড থেকে ০০,১৫ মিনিটে শুরু হবে এবং ০০,৪৮ মিনিটে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছাবে। শ্রী মিত্র আরও যোগ করেছেন যে কবি সুভাষ এলাকার মানুষের জন্য, আরেকটি বিশেষ পরিষেবা এসপ্ল্যানেড থেকে ০০,১৫ মিনিটে শুরু হবে এবং ০০,৪৮ মিনিটে কবি সুভাষে পৌঁছাবে। বুকিং কাউন্টার শুধুমাত্র স্মার্ট কার্ড এবং টোকেন বিক্রির জন্য Esplanade স্টেশনে খোলা থাকবে। মেট্রো রেলওয়ে ক্রিকেটপ্রেমীরা ম্যাচের পর তাদের গন্তব্যে সুবিধাজনকভাবে পৌঁছাতে চায়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি রাজ্য বিজেপির

ভুবনেশ্বর, ২২ এপ্রিল ঃ সম্বলপুরে হনুমান জয়ন্তীতে বাইক মিছিলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় .কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ করা উচিত। বিজেপির রাজ্য সভাপতি মনমোহন সামল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখে এই অনুরোধ জানিয়েছেন। এই চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন বিজেপির সাংসদ ও বিধায়করাও। এই চিঠির মাধ্যমে সম্বলপুরে হনুমান জয়ন্তীর বাইক র‍্যালিতে ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছে রাজ্য বিজেপি। চিঠিতে বলা হয়েছে, হনুমান জয়ন্তীতে হিংসার আশঙ্কা প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রাজ্য সরকারকে সতর্ক থাকার নির্দেশিকা জারি করেছিল। তা সত্ত্বেও হনুমান জয়ন্তীর মিছিল ও যাত্রার আগে দাঙ্গা ও হিংসার কথা না জানা রাজ্য সরকারের গোয়েন্দা ব্যবস্থার ব্যর্থতার ব্যাখ্যা দেয়।

হুমকি আল কায়দার

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল ঃ উত্তরপ্রদেশের গ্যাংস্টার আতিক আহমেদের খুনের বদলা নেওয়া হবে বলে ভারতের উদ্দেশ্যে ভয়ঙ্কর হুমকি দিল জঙ্গিগোষ্ঠী আল কায়দা। দেশে হামলা চালানোর হুঁশিয়ারির ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশাসনের কপালে চিন্তার ভাঁজ স্পষ্ট।সূত্রের খবর, ঈদ উপলক্ষে শুক্রবার সাত পাতার একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছে আল কায়দা। সেখানে প্রাক্তন সাংসদ তথা উত্তরপ্রদেশের গ্যাংস্টার আতিক আহমেদকে শহিদ বলে উল্লেখ করেছে এই জঙ্গি সংগঠনটি।

‘তৃণমূলের একাংশ-ই ষড়যন্ত্র করছে, ২ যুবনেতার নাম বলতে চাপ দিচ্ছে!’ বিস্ফোরক তাপস

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২২ এপ্রিল ঃ ‘দলের দুই যুবনেতার নাম বলতে চাপ দিচ্ছে সিবিআই। পরিকল্পনামাফিক সিবিআই তদন্ত করতে এসেছে। রাজনৈতিক স্বার্থে তদন্ত করছে সিবিআই। আমি রাজনৈতিক দলের চক্রান্তের শিকার। ষড়যন্ত্র করছে আমাদের দল তৃণমূলের একাংশ। ষড়যন্ত্র করছে তৃণমূল- বিজেপি দলের লোকেরা। টিনা সাহা সহ অনেকে ষড়যন্ত্রে জড়িত। সিবিআইকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছি। আমার কাছ থেকে কিছুই পায়নি সিবিআই। সিবিআই বলছে আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। আমার দুটো মোবাইল নিয়েছে সিবিআই। আমার ছেলের কাগজপত্র নিয়েছে।’ জিজ্ঞাসাবাদ শেষে জল চোখে বললেন বিধায়ক তাপস সাহার। একইসঙ্গে জানালেন, ‘আমি দল ছাড়ব না, তৃণমূল কংগ্রেস করব।’ পাশাপাশি, একথাও স্পষ্ট জানালেন যে দলের কোনও নেতামন্ত্রী তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। নদীয়ার তেহট্টের তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহার বাড়িতে ১৫ ঘণ্টা তল্লাশি চালায় সিবিআই। তল্লাশিতে গুরুত্বপূর্ণ নথি মিলেছে বলে খবর। সিবিআই সূত্রে খবর, তল্লাশি তাপস সাহার বাড়িতে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত নথি মিলেছে। পাশাপাশি, মিলেছে একাধিক সরকারি দফতরে নিয়োগের নথিও। বিধায়কের ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে সিবিআই। যদিও একান্ত সাক্ষাৎকারে চাঞ্চল্যকর দাবি তাপস সাহার। তেহট্টের বিধায়কের

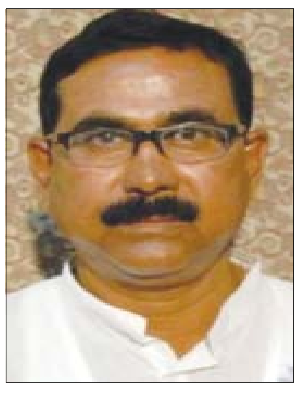

দাবি, সিবিআই-ই বলছে রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার তিনি। যে সমস্ত তথ্য ওরা জানতে চেয়েছে, সেসব কিছু পায়নি। হতাশ হয়ে ফিরছে সিবিআই। প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এখন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার স্ক্যানারে তেহট্টের তৃণমূল বিধায়ক। সিবিআই সূত্রে খবর, তাপস সাহাকে আগামী সপ্তাহে তলব করা হবে। যেদিন তলব করা হবে, সেদিনই তাঁকে হাজিরা দিতে হবে। উল্লেখ্য, এর আগেও তাপস সাহার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে সিবিআই। এরপর শুক্রবার ফের তাপস সাহার বাড়িতে হানা দেয় সিবিআই। ১৫ ঘণ্টা ধরে চলে সেই তল্লাশি। এদিকে এই তল্লাশির আগেই বিস্ফোরক দাবি করেন তেহট্টের তৃণমূল বিধায়ক। তাপস সাহা দাবি করেছেন, ‘রাজ্যের নেতারা নামেই নেতা। মমতা-অভিষেক ছাড়া কাউকে বলে লাভ হয় না। তৃণমূল রাজ্য নেতৃত্বকে বলে লাভ হয় না। মমতা-অভিষেকের কাছে চিঠি পাঠালেও পৌঁছায় না।’ তিনি আরও দাবি করেছেন, ‘পার্থ চট্টোপাধ্যায় দুর্নীতি করেননি। মানিক ভট্টাচার্য্য করেছেন। দলের পরিস্থিতি ভালো না। ৪ বছরে টিনা সাহা ৪০ কোটির মালিক হয়েছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে এবং সুমিত বলে দায়িত্বে রয়েছে আমাদের একটি ছেলে। এদের নাম করে কোটি কোটি টাকা তুলেছেন টিনা সাহা ভৌমিক। যেদিন দল জানতে পারবে এই মেয়েটি এরকম, সেদিন দলের অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। ওদের ভাঙিয়ে খাচ্ছে টিনা। গোটা বিষয়টি নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারিনি।’

খুশির ঈদে অংশ নিলেন আট থেকে আশি সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার, ২২ এপ্রিল ঃ সারা বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ ঈদ উৎসব সাড়ম্বরে পালন করে থাকেন। এদিন শনিবার ভারতবর্ষ জুড়ে খুশির ঈদ

পালিত হল। আমরা তুলে ধরলাম মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর এক নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের রহমত পুর গ্রামের চিত্র। রহমতপুরে প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ ধর্মপ্রাণ মানুষ ঈদের নামাজ আদায় করলেন ঈদগাহে। সূত্র মারফত জানা গেছে হরিশ্চন্দ্রপুরে প্রায় ২৯ টি জায়গায় ঈদের নামাজ পড়া হয়। এর মধ্যে প্রায় ১৫ টি জায়গায় বেশ বড় জামাত হয় বলে খবর। সকাল সকাল এই ঈদের নামাজ পড়া হয়। সকলেই বেশ শৃঙ্খলিত ভাবে আজকের খুশির ঈদ পালন করলেন। রহমতপুর মহিলা মাদ্রাসার শিক্ষক মৌলানা আরব আলী সাহি বলেন, বেশ জমজমাট ও শৃঙ্খলিত ভাবে আজকের এই খুশির ঈদের নামাজ পড়া হল। সকলের মধ্যে আনন্দ যেন ফুটে উঠেছে। সব মিলে হরিশ্চন্দ্রপুরের রহমতপুরে আজ খুশির ঈদ খুব ভালো ভাবেই পালিত হল। অন্যদিকে, সারা দেশ ও রাজ্যের সঙ্গে শিলিগুড়ি শহর জুড়েও খুশির ঈদে অংশ নিলেন আট থেকে আশি সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা। তীব্র দাবদাহে পর শনিবার সকাল থেকেই জেলার আবহাওয়া যথেষ্ট অনুকূল। ফলে আনন্দোৎসব পালনে প্রকৃতি এদিন কোন বাধাই হয়ে ওঠেনি। শহর ও শহর সংলগ্ন বিভিন্ন মসজিদে ঈদের নামাজে অংশ নিয়েছেন তাঁরা। শহরের কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মাঠে মূল নামাজ অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে প্রায় কয়েক হাজার মুসলিম ধর্মালম্বী ভাইয়েরা নামাজে অংশগ্রহন করেন। পাশাপাশি সকলেই সকলকে ঈদের শুভেচ্ছা জানান। দেখা গেল, আলিপুরদুয়ার জেলা জুড়ে সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে ইদুজ্জোহা। অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি ঈদের নামাজ পড়তে আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের কালচিনি বাইশদুরা জামা মসজিদে হাজির কচিকাঁচা থেকে বয়স্করা। ঈদের নামাজ পাঠের পর একে অপরকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করতে দেখা যায় ঈদে এদিন ছোটদেরও সমান ভাবে অংশগ্রহণ করতে । এদিন কালচিনি বাইশদুরা জামা মসজিদে হাজারের ও বেশি মানুষ জমায়েত হয়ে ঈদের নামাজ পড়ে । অপরদিকে হ্যামিল্টণগঞ্জ জামা মসজিদে এদিন কয়েকশো মানুষ ঈদের নামাজ পড়ে। পাশাপাশি খুশির ঈদ পালিত হল জলপাইগুড়ি শহরেও। করোনা আবহে গত তিন বছর ঈদের অনুষ্ঠানে কিছুটা সমস্যা তৈরি হলেও এবছর অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন মসজিদে এসে ঈদের নামাজ পড়েছেন। তাই এবার ঈদের চিত্রটা ছিল একেবারেই অন্যরকম। নামাজ শেষে এবার সকলের সঙ্গে চলে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়। শুধুমাত্র নিজের পরিবারের সদস্যদের নিয়েই নয়, এবার একে অপরের সঙ্গে আলিঙ্গন করে খুশির ঈদ পালন করলেন সকলে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পরিবেশন করলেন সেমাই, মিষ্টি ইত্যাদি। জলপাইগুড়ির বিভিন্ন প্রান্তেই এমন চিত্র দেখা গেল এদিন। খুশির ঈদ পালন উপলক্ষ্যে শনিবার সকাল থেকেই জলপাইগুড়ির বিভিন্ন মসজিদে ভিড় দেখা যায়। জলপাইগুড়ির চার নম্বর ঘুমটির পুরাতন মসজিদ, নবাববাড়ি ও দিনবাজার মসজিদে ঈদ উপলক্ষ্যে প্রতি বিশেষ নামাজ পাঠের আয়োজন করা হয়।

পূর্বস্থলীর সিদ্ধেপাড়ায় মসজিদে ঈদের শুভেচ্ছা জানাতে হাজির মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ২২ এপ্রিল ঃ পবিত্র ঈদের শুভেচ্ছা জানালেন পাশাপাশি মানুষের আবদার ও দাবি মেটালেন মন্ত্রী, পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের সিদ্ধেপাড়া মসজিদে ঈদ উল ফিতর শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, এবং ইমামসহ বেশ কিছু মানুষজন মন্ত্রী মশাইকে ধরেন যে তাদের মসজিদের পাশে একটা বিশ্রামগারের প্রয়োজন। তাদের কথা মেনে নিয়ে পবিত্র মসজিদের সামনেই ৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক তথা মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, খুশি হয় ইমামসহ এলাকার মানুষজন মন্ত্রীকে শুভেচ্ছা ও জানান তারা, এরপর যে আরো কিছু কাজ করা হবে সেই বিষয়ে ও বলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন বাবু। জল প্রকল্প থেকে সার্বিক উন্নয়ন করা হবে বলে অগ্রিম মানুষকে অবহিত করেন, সমগ্র পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা জুড়ে যে উন্নয়ন হয়েছে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই মানুষের মধ্যে, এমনটাই জানান স্থানীয় এক বাসিন্দা।

হাতির তাণ্ডব কিলকোট চা বাগানে, ভাঙল দোকান সহ তিনটি ঘর

দুরন্ত বার্তা, মেটেলি, ২২ এপ্রিল ঃ আবার হাতির তাণ্ডব জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের কিলকোট চা বাগানে। ভাঙল একটি দোকান সহ ৩টি ঘর। জানা গেছে, শুক্রবার গভীর রাতে বাগানের ৪ নম্বর লাইনে হামলা চালায় হাতি। স্থানীয় মণি পরিয়ার, কুলদীপ মুন্ডা ও শ্যাম মাঝির ঘর হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘর থেকে কোনওক্রমে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন বাড়ির লোকজন। এরপর হাতিটি স্থানীয় বান্দে ওরাওঁয়ের দোকানে হামলা চালায়। প্রায় দেড় ঘন্টা পর বাগানে খুনিয়া স্কোয়াডের কর্মীরা এসে হাতিটিকে ফের জঙ্গলে পাঠায়। হাতিটির হানায় ক্ষতিপূরণের দাবি করেছেন ক্ষতিগ্রস্তরা। প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার কিলকোট চা বাগানে বাইসনের হানায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। আহত হন ২ জন। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের বাগানে হাতির হামলা হল। রাতে বাগানে বনকর্মীদের টহলদারির দাবি করেছেন স্থানীয়রা। বন দফতরের তরফে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ এপ্রিল ঃ এই রাজ্যে জনগণের উন্নয়ন হচ্ছে না কেন্দ্র কবে টাকা পাঠাবে, সেই আশায় বসে রয়েছে রাজ্য সরকার। কটাক্ষ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের। শনিবার মালদা রেল স্টেশনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিভিন্ন ইস্যুতে আবারও রাজ্য সরকারকে একহাত নিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। শনিবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানান, রাজ্যের পৌরসভা গুলির আয়ের থেকে ব্যয় বেশি। কেন্দ্র কবে টাকা পাঠাবে, সেই দিকে তাকিয়ে রয়েছে রাজ্য সরকার।

জনগণের উন্নয়ন কিছু হচ্ছে না। কটাক্ষ করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

বেঙ্গল সাফারি পার্কে ভাল্লুকের সফল প্রজনন, সন্তানের মা হল ফুর্বু

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল ঃ বাঘের পর এবার শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে ভাল্লুকের সফল প্রজনন। ২৬ দিন আগে সুস্থ

সন্তানের জন্ম দিয়েছে সাফারি পার্কের হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার ফুর্বু। পুরুষ সঙ্গী ধ্রুবর সঙ্গে ২০২২-এর জুলাই মাসে ঘনিষ্ঠ হওয়ার পরেই আগস্ট মাসে ফুর্বু গর্ভবতী হয় বলে পার্ক সূত্রে খবর। গত ২৭ মার্চ সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট নাগাদ সাফারি পার্কের শেল্টারে সন্তানের জন্ম দিয়েছে মা ভাল্লুক। গত ১০ বছরে এই রাজ্যে হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ারের ক্যাপটিভ ব্রিডিং হয়নি বলেই দাবি করেছেন সাফারি পার্কের কর্তারা। বর্তমানে মা এবং সন্তান দুজনেই সুস্থ রয়েছে। তবে এখনও শিশু ভাল্লুককে মা নিজের কাছ ছাড়া করছে না। ফলে লিঙ্গ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। তবে বন কর্তাদের প্রাথমিক ধারণা, স্ত্রী শাবকের জন্ম দিয়েছে ফুর্বু। এদিকে, এখনও চোখ ফোটেনি ভাল্লুক শাবকের। অন্যদিকে, বাঘের পর ভাল্লুকের সফল ব্রিডিংয়ের পর সাফারি পার্কে স্থায়ী প্রজনন কেন্দ্র চালু করারও দাবি উঠেছে। এদিকে, ফুর্বু এবং সন্তানের যাতে কোনরকম সংক্রমন না ছড়ায় তার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সন্তানকে কোল ছাড়া করছে না ভাল্লুক দম্পতি। নিয়মিত দুধ পান করাচ্ছে ফুর্বু। এই মুহূর্তে ফুর্বুকে বিভিন্ন ধরনের ফল খেতে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি দুধ, ছাতু, গুড়, মধু, কলা দিয়ে শেক বানিয়ে খেতে দেওয়া হচ্ছে। গরম বেশি থাকায় প্রচুর জল এবং তরমুজ বেশি দেওয়া হচ্ছে। এর বাইরে শেল্টারের সামনে এয়ার কুলার লাগানো হয়েছে। স্নানের জলে বরফ দেওয়া হচ্ছে।

মালদার জুট মিলে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড, পুড়ে ছাই কয়েক লক্ষ টাকার পাটজাত সামগ্রী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ এপ্রিল ঃ মালদার গাজোলে জুট মিলে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড । শনিবার গাজোলের দেওতলা গ্রাম পঞ্চায়েত্ এলাকার জগদীশপুর গ্রাম সংলগ্ন চাকদা মোড়ে একটি জুট মিলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। মিলের কর্মচারীরা ও দমকলের তিনটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। অগ্নিকান্ডে লক্ষ লক্ষ টাকার পাটজাত সামগ্রী পুড়ে গিয়েছে। শনিবার এদিন দুপুরে প্রথমে গাজোলের দেওতলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জগদীশপুর গ্রাম সংলগ্ন চাকদা মোড়ে একটি জুট মিলে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে । প্রথমে মিলের কর্মচারীরা আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। কিন্তু মজুত করে রাখা পাটে মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। অবস্থা বেগতিক দেখে খবর দেওয়া হয় দমকলে। বুনিয়াদপুর থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগালেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি। এরপর মালদা থেকে দমকলের আরেকটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। এছাড়াও পাশের পুকুরে লাগানো হয় পাম্প সেট। মিলের নিজস্ব মেশিন থেকেও জল দিয়ে আগুন নেভানোর কাজ চলে। কিছুক্ষণের মধ্যে দমকলের আরও একটি ইঞ্জিন এলে মোট তিনটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। দমকল কর্মীদের অনুমান আগুন সম্পূর্ণভাবে নিভিয়ে ফেলতে আরও কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের চেষ্টায় মিলের ভেতর থেকে কিছু সামগ্রী বের করে আনা সম্ভব হলেও লক্ষ লক্ষ টাকার পাটজাত সামগ্রী পুড়ে গিয়েছে। গাজোলে একের পর এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দমকল কেন্দ্র স্থাপনের দাবি আরও জোরালভাবে উঠতে শুরু করেছে।

পুলিসের সঙ্গে বচসা, দোকানে ভাঙচুর! আবারও অগ্নিগর্ভ কালিয়াগঞ্জ

দুরন্ত বার্তা, কালিয়াগঞ্জ, ২২ এপ্রিল ঃ মৃত ছাত্রীর বাড়িতে পথে গ্রামবাসীরা। কেন? পুলিস আটকালে দু’পক্ষের মধ্যে বচসা, দোকানে ভাঙচুর! পরিস্থিতি সামাল দিতে পাল্টা কাঁদানের সেল ফাটাল পুলিস। সঙ্গে লাঠিচার্জ। এলাকার নামানো হল র‍্যাফ। ফের অগ্নিগর্ভ কালিয়াগঞ্জ। ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুন? ক্ষোভে ফুঁসছে কালিয়াগঞ্চ। গতকাল, শুক্রবার সকালে দেহ নিয়ে সাহেবঘাটা এলাকায় দুর্গাপুর কালিয়াগঞ্জ রাজ্য সড়ক অবরোধ করেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা। রাস্তায় টাওয়ার জ্বালিয়ে চলেছিল বিক্ষোভ। এদিন সকালেও তেতে উঠল সেই সাহেবঘাটা। দফায় দফায় চলল বিক্ষোভ। বেশ কয়েকটি দোকানে ভাঙচুর করার আগুন লাগিয়ে দিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিসের সঙ্গে ফের খণ্ডযুদ্ধ বাঁধল জনতার! বিক্ষোভকারীদের হঠাতে এলাকায় নামালো হল র‍্যাফ। আটক ২। এর আগে, কালিয়াগঞ্জে গিয়ে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। মৃত ছাত্রীর শেষকৃত্যেও অংশ নেন তিনি। এরপর সোজা রায়গঞ্জে জেলা পুলিস সুপারের দফতরে চলে যান সুকান্ত। এবং ধরনায় বসেন! কেন? অভিযোগ, আগাম জানানো সত্ত্বেও নাকি অফিসে ছিলেন না পুলিস সুপার। চুপ করে বসে নেই রাজ্য সরকারও। বিকেলে মৃত ছাত্রী বাড়িতে যান রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের সদস্যরা। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ‘এই মৃত্যু কাঙ্খিত নয়। কীভাবে, কেন হল সেটা তো দেখতে হবে। অতীতে একাধিক মৃত্যুতে ইস্যু তৈরি করে বিজেপি গণ্ডগোল করেছে। পরে দেখা গিয়েছে, তার সঙ্গে রাজনীতি বা অন্য কিছুর সমর্থক নেই’। তাঁর আরও বক্তব্য, ‘কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্টে বলা হয়েছে মহিলাদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতা নিরাপদতম’। এদিকে কালিয়াগঞ্জ ছাত্রীর মৃত্যু তদন্তে রাজ্য এসেছেন জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান প্রিয়াঙ্ক কানুনগো। এদিন শিলিগুড়ির বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামেন তিনি। এখনও পর্যন্ত যা খবর, সন্ধ্যে কিংবা রাতেই কালিয়াগঞ্জে যাবেন প্রিয়াঙ্ক। জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, ‘রাজ্যকে সরকারকে সংবেদনশীল হতে হবে। শিশুদের জন্য এই রাজ্য সুরক্ষিত নয়। মৃতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলব। এসপিকে ফোন করলেও কথা বলছেন না’।

গঙ্গারামপুরে অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত সাতটি দোকান

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২২ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব হালদার পাড়া বাঁধমোড় এলাকায় অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে গেল সাতটি দোকান । শুক্রবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। গঙ্গারামপুরের বাজারগুলির মধ্যে অন্যতম বাঁধমোড় এলাকা। বাজারটিতে প্রায় ১৮৬ টি স্থায়ী দোকান রয়েছে। এছাড়াও প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় ফুটপাতে মাছ, সবজি ও ফাস্টফুডের দোকান বসে। প্রতিদিনের মত শুক্রবার রাতে ব্যবসায়ীরা দোকান বন্ধ করে বাড়ি যান। গভীর রাতে একটি জুতোর দোকানে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা আগুন দেখতে পেয়ে নেভানোর চেষ্টা করেন। খবর পেয়ে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ার। আগুনে সাতটি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই। কীভাবে আগুন লাগল তাও জানা যায়নি। দমকলের প্রাথমিক অনুমান শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। তদন্ত চলছে।

কালবৈশাখী ঝড়ে লন্ডভন্ড আলিপুরদুয়ার

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২২ এপ্রিল ঃ আচমকা ধেয়ে আসা কিছুক্ষণের কালবৈশাখী ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে গেলো আলিপুরদুয়ারের বিস্তীর্ণ এলাকা। যার সব থেকে বেশি প্রভাব পড়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা, কুমারগ্রাম ও আলিপুরদুয়ার দুই নম্বর ব্লকে। ফালাকাটার পাঁচ মাইল পেরিয়ে যাওয়ার পরেই রাজ্য সড়কে ভেঙে পড়েছে প্রচুর গাছ। তাতে বরাত জোরে বেঁচে গেছেন অনেকেই। এই মুহূর্তে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ ফালাকাটা-মদারিহাট রাজ্য সড়কে। জেলার বিস্তৃণ্য এলাকায় চলছে লোডশেডিং। মাদারিহাট থেকে ফালাকাটাগামী রাজ্য সড়ক থেকে গাছ সরানোর কাজ চলছে।

পণের জন্য গৃহবধূকে চরম নির্যাতন শ্বশুরবাড়ির

দুরন্ত বার্তা, পুরশুড়া, ২২ এপ্রিল ঃ অন্তঃসত্ত্বা এক গৃহবধূকে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় পুলিস ওই গৃহবধূর স্বামী ও শাশুড়িকে গ্রেফতার করেছে। জা পলাতক। ঘটনাটি ঘটেছে পুরশুড়া থানার চিলাডাঙি গ্রাম পঞ্চায়েতের সানাপাড়া এলাকায়। জানা গিয়েছে, বছর দেড়েক আগে খানাকুলের বালিপুরের পান্থহরি গ্রামের বাসিন্দা অর্পিতা দোলুইয়ের বিয়ে হয় চিলাডাঙির বাসিন্দা শ্রীদাম সানার সঙ্গে। অভিযোগ, কথামতো পণ হিসেবে ৩০ হাজার টাকা দিতে না পারায় অর্পিতার উপর বিয়ের পর থেকেই অত্যাচার চলত। শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচার করা হত তার ওপরে। বার বার একটাই কথা বলা হত। পণের টাকা এখনই নিয়ে আসতে হবে। কখনও ৫০ হাজার টাকা, কখনও ২০ হাজার টাকা। চাপ দিয়ে টাকা আদায় করত তারা। এমনকি শরীর খারাপ হলেও শ্বশুরবাড়ির লোকজন বলত, বাপেরবাড়ি থেকে টাকা নিয়ে এলে তবে ডাক্তার দেখানো হবে। কিন্তু অর্পিতার বাপের বাড়ি অত্যন্ত গরিব। তাই তাঁরা বলেছিলেন, সময় মতো ঠিক দিয়ে দেবেন। কিন্তু তারপরেও তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন তা মানতে চায়নি। এখনই টাকা দিতে হবে বলে জোরজবরদস্তি করতে থাকে। অর্পিতা শুক্রবার ফোনে এই অশান্তির কথা বাপেরবাড়িতে জানিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই শ্বশুরবাড়ি থেকে তাঁর আত্মহত্যার কথা জানানো হয়। মৃতার বাপেরবাড়ির অভিযোগ, তাদের মেয়েকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি করেছে তারা।

ছুটির দিনেও শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে ‘টক টু মেয়র’ কর্মসূচি সাড়লেন মেয়র গৌতম দেব।

হিলি সীমান্তে বিএসএফ-বিজিবি-এর ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ২২ এপ্রিল ঃ ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি সীমান্তে মিষ্টি উপহার ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যরা। শনিবার সকালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহকুমার হিলি সীমান্তে শূন্যরেখায় মিষ্টি বিনিময় করেন ভারত-বাংলাদেশ দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীরা। এই সময় বিএসএফের পতিরাম-৬১ ব্যাটালিয়ন কমান্ডার রমেশ কুমার বিজিবি হিলি আইসিপি ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার অহিদুল ইসলামের হাতে মিষ্টি তুলে দেন । বিজিবির পক্ষ থেকেও মিষ্টি দিয়ে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়। এ সময় দুই বাহিনীর সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বিএসএফ ও বিজিবি সদস্যরা জানান, দু’দেশের বিভিন্ন জাতীয় ও ধর্মীয় উৎসবগুলোতে একে অপরকে মিষ্টি উপহার দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়ে থাকে। এতে দুই দেশের সীমান্ত রক্ষা বাহিনীদের মধ্যে সৌহাদ্য-সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ বেড়ে যায়। এজন্যই হিলি সীমান্তে দীর্ঘদিন ধরেই এই ধরনের রেওয়াজ চলে আসছে।

ভুল চিকিৎসায় এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় নার্সিংহোমে ভাঙচুর

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২২ এপ্রিল ঃ ভুল চিকিৎসায় দিনহাটা নার্সিংহোমে এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় নার্সিংহোমে ভাঙচুর, ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে নার্সিংহোম চত্বরে। খবর পেয়ে দিনহাটা থানার পুলিশ সেখানে ছুটে যায়। ছুটে আসে তৃণমূল নেতা এলাকার বাসিন্দা বিশু ধর। মৃত রোগীর আত্মীয় পরিজনরা এই নিয়ে পুলিশে কোন অভিযোগ না জানালেও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ অবশ্য স্বীকার করেন এক রোগীর মৃত্যুর পর নার্সিংহোমে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। মৃত ওই রোগীর নাম সোমনাথ দেব। দিনহাটা শহরের কলেজপাড়া এলাকা তার বাড়ি। জানা গিয়েছে এদিন সকালে সোমনাথ দেব নামে ওই যুবককে দিনহাটার মদনমোহন বাড়ি এলাকায় বেসরকারি একটি নার্সিংহোমে নিয়ে আসে পরিবারের লোকেরা। খবর পেয়ে চিকিৎসকেরা ছুটে আসে। এরপরই তাকে একটি ইনজেকশন দেওয়া হয়। ওই রোগীর অবস্থা আরো গুরুতর হয়ে উঠলে তাকে কোচবিহারে রেফার করা হয়। আত্মীয় পরিজনরা তাকে কোচবিহারে নিয়ে যাওয়ার পথে রাস্তায় তার মৃত্যু হয় বলে পরিবারের লোকেরা জানান। তাকে আবার দিনহাটা নার্সিংহোমে নিয়ে আসা হলে পরিবারের লোকেদের পাশাপাশি আশপাশের লোকেরা উত্তেজিত হয়ে নার্সিংহোমে ভাঙচুর চালায়। খবর পেয়ে দিনহাটা থানার পুলিশ সেখানে ছুটে যায়। তৃণমূল নেতা বিশু ধর জানান, প্রতিবেশী এক যুবক অসুস্থ অবস্থায় দিনহাটার ওই নার্সিংহোমে নিয়ে এলে তাকে গুরুতর অবস্থা দেখে চিকিৎসকরা কোচবিহারে রেফার করে। এরপর রাস্তায় তার মৃত্যু হয় এবং তাকে আবারও ফিরিয়ে নিয়ে আসে নার্সিংহোমে। তবে ভাঙচুরের বিষয়টি জানা নেই।

আমখৈ ফসিল পার্ককে বায়ো ডাইভার্সিটি হেরিটেজ তকমা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২২ এপ্রিল ঃ আমখৈ ফসিল পার্ককে বায়ো ডাইভার্সিটি হেরিটেজ সাইট হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ গেজেটে ঘোষণা করলো পশ্চিমবঙ্গ বন দফতরের সংরক্ষণ বিভাগ। ১৩.৯ বর্গকিমি এলাকা জুড়ে বীরভূমের ইলামবাজারে চৌপাহাড়ি শালের জঙ্গল। এই জঙ্গলে পুকুর কাটার সময় মাটির গহ্বর থেকে বেড়িয়ে আসে প্রায় দু’কোটি বছরের পুরানো শাল, সেগুন আমলকী গাছের ফসিল। সেই গাছগুলো শুয়ে রাখা হয়েছে মাটির উপরেই। দূর থেকে দেখলে মনে হবে কালো পাথর। কিন্তু ওগুলি আসলে গাছের গুঁড়ি। তার কিছুটা অংশ কয়লা আর কিছুটা অংশ পাথর। সেই গুঁ।রি গায়ে গাছের শিরা উপশিরার দাগ স্পষ্ট। এই জঙ্গলের মধ্যে ৩২টি গ্রামের আদিবাসী লোকের বসবাস। তারা সবাই শালের থালা মাশরুম চাষের উপর নির্ভর। ইলামবাজারের পোড়ামাটির কাজের মন্দিরের খ্যাতি জগৎ জোড়া। অজয় নদের তীরে অবস্থিত ইলামবাজারের শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে গড়ে ওঠা পার্ক শান্তিনিকেতনের পাশাপাশি এটি আকর্ষনীয় পর্যটকদের কাছে। তবে বায়োডাইভার্সিটি হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষিত হওয়ার পর এই পার্ক সংরক্ষণের দায়িত্ব নেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ। বোলপুর মহকুমা শাসক অয়ন নাথ বলেন, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের বন সংরক্ষণ বিভাগের আধিকারিকের তরফে গেজেটে বেশ কয়েকদিন আগে ঘোষণা করা হয় যে আমখৈ ফসিল পার্ককে বায়ো ডাইভার্সিটি হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ এবার হেরিটেজ তকমা পাওয়ার পর তা সংরক্ষণের দায়িত্ব নেবে বিভাগীয় দফতর।

‘অচল’ পাম্পহাউস, পানীয়ের হাহাকারে প্রতিবাদ জলপাইগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২২ এপ্রিল ঃ জলপাইগুড়ির পাম্প হাউস যেন এখন এক ভুতুড়ে বাড়ি। সঠিকভাবে জল সরবরাহ করা হচ্ছে না শহরে। এর ফলে তীব্র গরমের মধ্যেও জলপাইগুড়ি শহরের পাঁচটি ওয়ার্ডে পানীয় জলের জন্য হাহাকার চলছে। এমন পরিস্থিতিতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু করলেন সিপিআই (এম) সমর্থকরা। শহরের অরবিন্দ নগর শিরিশতলা-সহ বিভিন্ন পাম্প হাউজের সামনে বিক্ষোভ। জলের এই সমস্যার কথা জানা আছে বলে জানায় পুর কর্তৃপক্ষ। রাজ্যের অন্যান্য জেলার সঙ্গে গত কয়েকদিন ধরে জলপাইগুড়িতেও তাপমাত্রার পারদ উর্ধ্বমুখী। প্রচণ্ড দাবদাহে একদিকে যখন নাজেহাল জলপাইগুড়ি শহরের মানুষ, তখন বিভিন্ন এলাকায় চলছে পানীয় জলের তীব্র সঙ্কট। এই মুহূর্তে জলপাইগুড়ি পুরসভার ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪ ও ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে পানীয় জলের সঙ্কট সবচেয়ে বেশি রয়েছে। জল সঙ্কট মানুষকে রীতিমতো অসহায় অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। গত কয়েকমাস ধরে পানীয় জলের সঙ্কট না মেটায় স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হল সিপিএম দলের নেতা কর্মীরা। জলপাইগু।রি শহরের বন্ধ পাম্প হাউসের সামনে এই নিয়ে বিক্ষোভ আন্দোলনে সামিল হন তারা। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে তপন গাঙ্গুলি বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে অচল জলপাইগুড়ি পুরসভা। নাগরিকরা সঠিক পরিষেবা পাচ্ছেন না। পুরসভা নির্বাচনে যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার সবই আজ ভুলন্ঠিত। সিপিএম কর্মী শুভাশিস সরকার অভিযোগ করে বলেন, পাম্প অচল হয়ে যাওয়ায় প্রায় কুড়ি হাজার মানুষ পানীয় জলের তীব্র সঙ্কটে ভুগছেন। অথচ মাত্র দু’বছর আগে বসানো হয়েছিল পাম্প মেশিনটি। পানীয় জলের সঙ্কট সম্পর্কে জানা আছে বলে টেলিফোনে জানিয়েছেন জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল। তিনি বলেন, খুব শীঘ্রই নতুন পাম্প মেশিন বসানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই পাঁচটি ওয়ার্ডের মানুষের জলকষ্ট মেটানোর চেষ্টা চলছে।

সহজ ম্যাচ হেরে গুজরাতকে জয় ‘উপহার’ লখনউয়ের

লখনউ, ২২এপ্রিলঃ অনায়াসে জেতার মতো ম্যাচ ছিল লখনউয়ের কাছে। সেই ম্যাচ গড়াল শেষ ওভার পর্যন্ত। রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে শেষ হাসি হাসলেন হার্দিক পান্ডিয়া। তাঁকে সেই সুযোগ করে দিলেন মোহিত শর্মা। অভিজ্ঞ পেসার গুজরাতের শেষ ওভার বল করতে এসেছিলেন। দরকার ছিল ১২ রান। দু'টি উইকেট নিয়ে ম্যাচ শেষ করে দিলেন। দু'টি রান আউট হল। কার্যত হারা ম্যাচ জিতে নিল গুজরাত। ২০২১-এর পর আইপিএলে খেলছেন মোহিত শর্মা। আক্ষরিক অর্থের ‘মোহিত’ করার মতো বোলিং করলেন তিনি। প্রায় ৩৫ বছর বয়স তাঁর। দেখে একটুও বোঝা গেল না। প্রত্যাবর্তনের ম্যাচেই সেরা ক্রিকেটার হয়েছিলেন। এ দিনও তাই হলেন। ডেথ ওভারে বোলিং করার জন্যে বিখ্যাত। এখনও যে ধার কমেনি, সেটা বোঝালেন। ১৮তম ওভার বল করতে এসে ৬ রান দিলেন। শেষ ওভারে এল চার রান। গুজরাতের ১৩৬ রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা দারুণ করেছিল লখনউ। মনে হচ্ছিল ১৫ ওভারের মধ্যেই ম্যাচ শেষ করে দেবে তারা। সেই ম্যাচ যে এত দূর যাবে এবং শেষ ওভারে ফয়সালা হবে তা বিশ্বাসই করা যায় না। প্রথম ওভারে মহম্মদ শামি মেডেন পেলেন। পরের ওভার থেকেই কাইল মেয়ার্স শুরু করলেন তাণ্ডব, যা তিনি এ মরসুমে বার বার করেছেন। সপ্তম ওভারে যখন মেয়ার্স ফিরলেন, তখন দলের ৫৫ রান উঠে গিয়েছে। ক্রিজে জমে গিয়েছেন রাহুল। মেয়ার্স যেখানে শেষ করেছিলেন সেখান থেকেই শুরু করলেন ক্রুণাল। এক বার তাঁর ক্যাচ পড়ল। তবে এই সময়ে আচমকাই

লখনউয়ের রান তোলার গতি খুবই কমে গেল। না রাহুল, না ক্রুণাল, আগ্রাসী খেলা কারও মধ্যে দেখা গেল না। এক সময় লখনউয়ের কাছে জিততে গেলে প্রতি ওভারে ৬ রান তুললেই চলত। তা ক্রমশ বাড়তে থাকল। শেষ পর্যন্ত শেষ ওভারে দাঁড়াল ১২। লখনউয়ের বিরুদ্ধে আবার ব্যাটিং ব্যর্থতার শিকার হয় গুজরাত টাইটান্স। লখনউয়ে খেলতে নেমে বড় রান করতে পারল না তারা। হার্দিক পান্ডিয়ার অর্ধশতরান না থাকলে তাদের স্কোর একশোও পেরত কিনা সন্দেহ। ঋদ্ধিমান সাহা এবং হার্দিক বাদে কোনও ব্যাটারই দাঁড়াতে পারলেন না। লখনউয়ের বিরুদ্ধে শুরুতেই ধাক্কা খায় গুজরাত। দ্বিতীয় ওভারেই ফিরে যান দলের সবচেয়ে ছন্দে থাকা ক্রিকেটার শুভমন গিল। তাঁকে শূন্য রানে ফেরান ক্রুণাল পান্ডিয়া। সেখান থেকে দলের হাল ধরেন অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া এবং ঋদ্ধিমান সাহা। দু'জনে মিলে গুজরাতের রান তুলতে থাকেন। কিন্তু লখনউয়ের পিচ খুবই ধীরগতির ছিল। যে কারণে বল ব্যাটে আসছিল দেরিতে। ফলে দ্রুতগতিতে রান তুলতে সমস্যা হচ্ছিল ঋদ্ধি এবং হার্দিকের। ঋদ্ধি তবু একটু বোলারদের উপর আক্রমণ করার চেষ্টা করছিলেন। তবু খুব বেশি আগ্রাসী ব্যাটিং দেখা যায়নি। মরসুমের প্রথম অর্ধশতরান হয়ে যেতে পারত ঋদ্ধির। অল্পের জন্য তা হয়নি। ৩৭ বলে ৪৭ রান করে ফেরেন। অফস্টাম্পের বাইরে লোপ্পা বল ফেলেছিলেন ক্রুণাল। ঋদ্ধি ছয় মারতে গিয়েছিলেন। কিন্তু শটে জোর ছিল না। লং অনে সহজ ক্যাচ নেন দীপক হুডা। ঋদ্ধি যাওয়ার পরের ওভারেই অভিনব মনোহরকে হারায় গুজরাত। বড় রান করতে পারেননি বিজয় শঙ্করও (১০)। এই অবস্থায় দলের রান তোলার ভার নিজের কাঁধেই তুলে নেন হার্দিক। শেষের দিকের ওভারগুলিতে মারতে দেখা যায় তাঁকে। রবি বিষ্ণোইয়ের ১৮তম ওভারে ওঠে ১৯ রান। শেষ ওভারের প্রথম বলেই মার্কাস স্টোয়নিসকে ছয় মারেন হার্দিক। তবে দ্বিতীয় বলেই আউট হয়ে যান ৬৬ রানে। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে ম্যাচ জিতে নিতে অসুবিধা হল না তাঁর।

ওয়ানডে বিশ্বকাপ পর্যন্ত বাবরই পাকিস্তানের অধিনায়ক

ইসলামাবাদ, ২২ এপ্রিলঃ কিছুদিন ধরেই বাবর আজমের অধিনায়কত্ব নিয়ে চলছে নানা আলোচনা-সমালোচনা। প্রাক্তন ক্রিকেটারদের অনেকেই বাবরকে নেতৃত্ব ছেড়ে ব্যাটিংয়ে মনোযোগ দিতে বলেছেন। এর আগে পিসিবি সভাপতি নাজাম শেঠিও ঘোষণা দিয়ে জানান, বাবর শুধু নিউজিল্যান্ড সিরিজেই অধিনায়ক থাকছেন। যদিও পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে নাজাম শেঠি অধিনায়ক বাবরকে সমর্থন দেন এবং বলেন, পাকিস্তান জয়ের ধারায় থাকলে বাবরকে অধিনায়কত্বের পদ থেকে সরানো হবে না। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পাকিস্তান দলের পরিচালক মিকি আর্থারের সঙ্গে কথা বলে নেবেন বলেও জানান পিসিবি সভাপতি। এবার দায়িত্ব নেওয়ার পর বাবরের অধিনায়কত্ব নিয়ে নাকি সবুজসংকেত দিয়েছেন আর্থার। ক্রিকেট পাকিস্তান জানিয়েছে, এখন অন্তত এ বছরের ওয়ানডে বিশ্বকাপ পর্যন্ত পাকিস্তান ক্রিকেট দলের দায়িত্বে থাকছেন বাবর। শিগগির আসছে আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও। সম্প্রতি সংক্ষিপ্ত এক সফরে পাকিস্তানে এসেছেন আর্থার। সফরকালে আর্থার শেঠির সঙ্গে বৈঠকও করেছেন। যেখানে তিনি বাবরকে অধিনায়ক রাখার পক্ষে নিজের ভোট দিয়েছেন। আর্থারের বিশ্বাস, পাকিস্তান দলকে সঠিক পথে পরিচালনা করার সক্ষমতা বাবরের আছে। তাই এ মুহূর্তে তিনি অধিনায়ক পরিবর্তনের কোনো কারণ দেখছেন না। শেঠিও নাকি আর্থারের এই প্রস্তাবকে অনুমোদন দিয়েছেন।

সৌরভ-বিরাট বিতর্কে এ বার মুখ খুললেন শাস্ত্রী

মুম্বই, ২২ এপ্রিলঃ সৌরভ গাঙ্গুলি বনাম বিরাট কোহলি বিতর্কে এ বার মুখ খুললেন রবি শাস্ত্রী। গত কয়েক দিন ধরে চলা বিতর্ক নিয়েই কথা বলেছেন তিনি। সরাসরি কারও নাম না করলেও, শাস্ত্রীর মন্তব্যে স্পষ্ট যে ইঙ্গিতটা কার দিকে। ক্রিকেটপ্রেমীদেরও তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয়নি। এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে বিশ্লেষকের ভূমিকায় রয়েছেন শাস্ত্রী। সেখানে সৌরভ-কোহলি বিতর্ক নিয়ে প্রশ্ন করা হয় তাঁকে। কারও নাম করে জিজ্ঞাসা করা হয় শাস্ত্রী ওই পরিস্থিতিতে থাকলে কী করতেন? ভারতের প্রাক্তন কোচের উত্তর, ‘‘আমার সঙ্গে সেই ক্রিকেটারের সম্পর্ক কেমন তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। যদি আমি কারও সঙ্গে কথা বলতে না চাই তা হলে চুপচাপ হেঁটে চলে যাব। তবে একটা কথা বলতে চাই। দিনের শেষে বাড়ি ফিরে বিশ্রাম নেওয়ার সময় সবারই একটা জিনিস মনে হওয়া উচিত যে, উন্নতির জায়গা এখনও রয়েছে। সে আপনার বয়স যা-ই হোক না কেন।’’ শাস্ত্রীর এই শেষ দু'টি কথাতেই আসল উত্তর খুঁজে পেয়েছেন সমর্থকরা। তাঁদের মতে, সৌরভের দিকেই তির শাস্ত্রীর। অতীতেও দু'জনের সম্পর্ক নিয়ে বহু চর্চা হয়েছে। কোহলির মতোই শাস্ত্রীর সঙ্গেও সৌরভের সম্পর্ক মোটেও ভাল নয়। আবার কোহলি এবং শাস্ত্রীর সম্পর্ক খুবই ভাল। সেটা বিচার করেই শাস্ত্রী উত্তর দিয়েছেন বলে মনে করছেন অনেকে।

অনুশীলন মাঠ থেকেই ঈদের শুভেচ্ছা জানালেন রোনাল্ডো

রিয়াধ, ২২ এপ্রিলঃ সময়টা ভালো যাচ্ছে না ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। বিপাকে আছে তাঁর ক্লাব আল-নাসরও। সর্বশেষ দুই ম্যাচে ড্র করে এবং হেরে এখন শঙ্কায় পড়েছে আল-নাসরের শিরোপা জয়ের সম্ভাবনাও। অন্যদিকে দৃষ্টিকটুভাবে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়কে ফাউল করে এবং গ্যালারিতে উপস্থিত দর্শকদের উদ্দেশে অশোভন অঙ্গভঙ্গি করে সমালোচনার মুখে পড়েছেন রোনাল্ডো। তাঁর অশোভন আচরণের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর অনেকেই রোনাল্ডোকে সৌদি আরব ছেড়ে যেতে বলেছেন। এ পরিস্থিতিতে দুঃসময় ভুলতে হয়তো নিজেকে অনুশীলনে উজাড় করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রোনাল্ডো। পাশাপাশি কিংস কাপের সেমিফাইনালের প্রস্তুতিও সারছেন পর্তুগিজ তারকা। ছন্দে ফিরতে অনুশীলনে ব্যস্ত সময় পার করলেও ভক্তদের ইদের শুভেচ্ছা জানাতে ভোলেননি রোনাল্ডো। অনুশীলনের একাধিক ছবির সঙ্গে

ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বার্তা দিয়েছেন ‘সিআর সেভেন।’ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রোনাল্ডো লিখেছেন, ‘সেমিফাইনালের প্রস্তুতি নিয়ে মনোযোগী।’ আর এরপরই জানিয়েছেন ঈদের শুভেচ্ছা, ‘আজ যাঁরা ঈদ উদযাপন করছেন, সবাইকে ঈদ মোবারক।’ সৌদি আরব গতকাল ইদ উদ্যাপন করলেও ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়াসহ মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ আজ ইদ উদযাপন করছে। সৌদি লিগে টানা দুই ম্যাচে জয়বঞ্চিত থাকার পর ২৪ ম্যাচে আল-নাসরের পয়েন্ট ৫৬। শীর্ষে থাকা আল ইতিহাদের পয়েন্ট ২৩ ম্যাচে ৫৬। ৩০ ম্যাচের লিগে এই অবস্থান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে লিগ শিরোপা জেতা রোনাল্ডোদের সহজ হবে না। তবে লিগ ম্যাচে মাঠে নামার আগে আগামী মঙ্গলবার কিং কাপের সেমিতে আল ওয়েহদার মুখোমুখি হবে আল-নাসর।

কেরিয়ারের শেষ ধাপ

অনুরাগীদের মন ভেঙে কলকাতায় আসছেন ধোনি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

এমন একটা দিন যে আসবে তার জন্য তৈরিই ছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনির অনুরাগীরা। কবে, তা কেউ জানে না। হুট করেই হয়তো একদিন ঘোষণা করে দেবেন। আশঙ্কার দোলাচলে ফ্যানরা। যেমনটা ঘটল শুক্রবার রাতে। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচের পর সঞ্চালক হর্ষ ভোগলের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। বলে দিলেন, ‘‘এটাই আমার কেরিয়ারের শেষ ধাপ। কতদিন খেলব, জানি না। সময়টাকে উপভোগ করছি।’’ ধরা যাক। বিদ্যুৎ গতিতে স্টাম্প আউট করলেন মায়াঙ্ক আগরওয়ালকে। বিপক্ষের ক্যাপ্টেন এডেন মার্করামের দুরন্ত ক্যাচ নিলেন। নিজেই এক আস্ত ক্রিকেটের স্কুল। ম্যাচ শেষ হতেই তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়েন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের তরুণ ক্রিকেটাররা। দেশের ক্রিকেট ভবিষ্যতদের কাছে নিজের অভিজ্ঞতা উজাড় করে দেন ধোনি। চেন্নাই সুপার কিংসের জার্সি গায়ে ঘরের মাঠে অবসর নেবেন। এই ঘোষণা আগেই করে রেখেছেন। তাই ২০২৩ আইপিএলে সিএসকে

ধোনির ওই দুটো বাক্যে শোরগোল পড়ে গেল সোশ্যাল মিডিয়ায়। অবসরের দিকে এক পা এগিয়েই রেখেছেন চল্লিশোর্ধ্ব মাহি। তাহলে কি আইপিএলে ধোনির এটাই শেষ মরসুম? কথায় কথায় তারই ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন ক্যাপ্টেন কুল? দুর্দান্ত ফিটনেস থেকে চাপের মুখে তাঁর ব্যাটিং দক্ষতা, স্টাম্পের পিছনে ক্ষিপ্রতা, কে বলবে ধোনির বয়স ৪১ বছরের। দেশের যে কোনও প্রান্তে গিয়ে গ্যালারি থেকে ভালোবাসা কুড়িয়ে নিচ্ছেন। ‘বয়স যে শুধুই সংখ্যামাত্র’ এই বহুল ব্যবহৃত কথাটিকে সত্যি বলে প্রমাণ করেছেন। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচটিকেই প্রতিটি ম্যাচেই হাউসফুল। ধোনিকে শেষবার খেলতে দেখার সুযোগ কেউ ছাড়তে চাইছেন না। প্রতিটি ম্যাচেই ফ্যানদের প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিচ্ছেন। শেষবারের মতো সিএসকের হাতে ট্রফি তুলে দিয়ে যেতে চান। চেন্নাই ছুটছে দুর্বার গতিতে, ধোনিও। অবসরের ইঙ্গিত দিয়ে অনুরাগীদের মন ভেঙে দিয়েছেন। এ বার ইডেন জয় করতে আসছেন তিনি। রবিবাসরীয় তিলোত্তমায় কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম চেন্নাই সুপার কিংস। বাইশ গজকে পুরোপুরিভাবে বিদায় জানানোর আগে ভারতীয় ক্রিকেটের মহীরূহকে শেষবারের মতো চাক্ষুষ করতে চায় এ শহর।

ওডিআই ক্রিকেটে ভারসাম্য নেই! সমাধানও দিলেন সচিন?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

একটা সময় ওডিআই ক্রিকেটে অনেক বেশি ভারসাম্য ছিল। ব্যাটার এবং বোলার উভয়ই প্রায় সমান সুবিধা পেয়ে থাকতেন, এমনটাই মনে করেন কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকর। পরিস্থিতি পাল্টেছে। ফিল্ডিং বিধি নিষেধ, দু-প্রান্ত থেকে নতুন বল, ব্যাটারদের অ্যাডভান্টেজ হিসেবেই দেখছেন সচিন তেন্ডুলকর। ফলে ভারসাম্য হারাচ্ছে ওডিআই ক্রিকেট। এ বছর ভারতের মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপ। তার আগে এই ফরম্যাটের বেশ কিছু বলছেন, ‘‘তিনটি ফরম্যাটই পুরোপুরি আলাদা। সে কারণেই আমার মনে হয় ওয়ান ডে ফরম্যাটের ক্ষেত্রে ভাবা উচিত। এই ফরম্যাটে এখন ব্যাট-বলের ভারসাম্য হারিয়েছে। ম্যাচের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যাটারদের অ্যাডভান্টেজ। দু-প্রান্ত থেকে নতুন বলে খেলা শুরু হয়। ফলে ২৫ ওভার শেষেও বল কার্যত ১২-১৩ ওভার পুরনো হয়। তাতে বলের রঙও পরিবর্তন হয় না, রিভার্স সুইংয়ের সুযোগ থাকে না। বল নরম না হওয়ায় স্পিনারদের জন্যও সুবিধা নেই।’’ সচিন আরও

বিষয়ে মতামত দিলেন মাস্টার ব্লাস্টার। সমাধান দিলেনও বলা যায়। আগে একটি বলেই খেলা হওয়া, ১৫-২০ ওভারের পর থেকে বোলারদের জন্য, বিশেষত স্পিনারদের জন্য সুবিধা হত। তেমনই রিভার্স সুইংয়েরও সুযোগ থাকত। এখন দু প্রান্তে নতুন বল নিয়ে ম্যাচ শুরু হয়। ফলে বল সেই অর্থে পুরনো হতে প্রায় ৪০ ওভার। ততক্ষণে ব্যাটারদেরই অ্যাডভান্টেজ। এই সমাধানের উপায় কী! অতীতেও ওডিআই ক্রিকেট নিয়ে নানা কথা বলেছেন সচিন। ক্রমশ জৌলুস হারাচ্ছে এই ফরম্যাট। এমনটা চলতে থাকলে, পুরোপুরি হারিয়ে না যায়! সচিন যোগ করেন, ‘‘সমস্ত দিক বিচার করলে দেখা যাবে, বোলিং সাইড অনেক বেশি চাপে থাকে। যখন একটা বলে খেলা হত, ম্যাচে পরের দিকে সমস্যায় পড়তেন ব্যাটাররা। বলে পালিশ উঠে যাওয়ায় অনেক সময় ব্যাটার কিছু ডেলিভারি বুঝেই উঠতে পারতেন না। ফলে ব্যাটারদের জন্যও বাড়তি চ্যালেঞ্জ থাকত। সেটা বোলারদের জন্য সুবিধা ছিল।’’ তেমনই ফিল্ডিং বিধি নিষেধও বোলারদের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্ত বিষয়ই ভেবে দেখার পরামর্শ দিয়েছেন সচিন। যাতে ব্যাটে-বলে সঠিক ভারসাম্য দেখা যায় ওডিআই ফরম্যাটে।

আর্সেনালের ড্রয়ের হ্যাটট্রিক, ইপিএলে সম্ভাবনা বাড়ছে ম্যান সিটির

আর্সেনাল, ২২ এপ্রিলঃ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে কি খেই হারাচ্ছে আর্সেনাল? মরসুমের শুরু থেকে দুরন্ত গতিতে ছুটছিল তারা। বাকি দল গুলির সঙ্গে ‘সুক্ষিত’ দূরত্বও বজায় রাখছিল। সেই ছন্দপতন হয়েছে। ড্রয়ের হ্যাটট্রিকে ক্রমশ যেন খেই হারাচ্ছে আর্সেনাল। ড্রয়ের হ্যাটট্রিকের শুরুটা হয়েছিল লিভারপুলের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচে ২-২ ড্র। এর পর ওয়েস্ট হ্যামের বিরুদ্ধেও একই স্কোর লাইন। পয়েন্ট টেবলে এখনও শীর্ষে থাকলেও আর্সেনালের এমন ফর্ম সমর্থকদের চিন্তা বাড়াচ্ছে! শুক্রবার ভারতীয় সময় মাঝরাতে সাউদাম্পটনের সঙ্গে

ড্রয়ের হ্যাটট্রিক। সাউদাম্পটন পয়েন্ট টেবলে একেবারে নীচের দল। তারা শীর্ষে থাকা দলকে তিন গোল মারছে এটাও যেন অবাক করার মতো। এই ম্যাচ থেকে আর্সেনালের এক পয়েন্টও যে এসেছে, এটাও যেন অনেক। ম্যাচের শেষ দু-মিনিটে কোনওরকমে ১ পয়েন্ট নিশ্চিত হয়েছে। আর্সেনালের ড্রয়ের হ্যাটট্রিকে সম্ভাবনা উজ্জ্বল হচ্ছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির। ম্যাচ শুরুর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই গোল খায় আর্সেনাল। সাউদাম্পটনকে এগিয়ে দেন কার্লোস আলকারাজ। ১৪ মিনিটে থিও ওয়ালকটের গোলে ২-০ লিড সাউদাম্পটনের। ম্যাচে ২০ মিনিটে ১ গোল শোধ গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেলির সৌজন্যে। প্রথমার্ধে ২-১ এগিয়ে থাকে সাউদাম্পটন। আর্সেনালের সমস্যা বাড়ে ম্যাচের ঘণ্টাখানেক পেরোতেই। দুজে ক্যালেতার গোলে ৩-১'এর লিড নেয় সাউদাম্পটন। নির্ধারিত সময়ের মিনিট দুয়েক আগে মার্টিন ওডেগার্ডের গোল ফের ম্যাচে ফেরায় আর্সেনালকে। শেষ মুহূর্তের পয়েন্টের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে আর্সেনাল। ঠিক ৯০ মিনিটে বুকায়ো সাকার গোলে আর্সেনালের ১ পয়েন্ট নিশ্চিত হয়। তাতে কতটা স্বস্তি ফিরল, বলা কঠিন। ইপিএলে এরপর দুটি কঠিন ম্যাচ অপেক্ষা করছে আর্সেনালের জন্য। পরের ম্যাচটিই বিধ্বংসী ফর্মে থাকা ম্যাঞ্চেস্টার সিটির বিরুদ্ধে। পয়েন্ট টেবলে শীর্ষে রয়েছে আর্সেনাল ৩২ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৭৫। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ম্যাঞ্চেস্টার সিটির পয়েন্ট ৩০ ম্যাচে ৭০। ম্যান সিটির তরুণ স্ট্রাইকার আর্লিং হালান্ড স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন। ফলে ম্যান সিটি পরের দুটি ম্যাচ জিতলেই ৩২ নম্বর ম্যাচে গিয়ে আর্সেনালকে ছাপিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকছে। শেষ ল্যাপে বাজিমাত করার ভরপুর সুযোগ থাকছে ম্যান সিটির কাছে। এরপর আর্সেনালের যেমন পরপর জিততে হবে, তেমনই প্রত্যাশা করতে হবে ম্যান সিটিও যেন পয়েন্ট হারায়। এ বারের প্রিমিয়ার লিগ ক্রমশ আর্সেনাল বনাম ম্যান সিটিই হয়ে উঠেছে। কেন না, তিনে থাকা ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের পয়েন্ট ৩০ ম্যাচে ৫৯।

এমবাপের জোড়া গোলে শিরোপার পথে আরেক ধাপ এগোল পিএসজি

লিগ টেবিলের তলানির দল অ্যাঙ্গারস্ বিপক্ষে আশানুরূপ দাপট দেখাতে পারল না পিএসজি। শেষ দিকে একটি গোল হজম করে পয়েন্ট হারানোর কিঞ্চি শঙ্কার মুখেও পড়ে তারা। শেষ পর্যন্ত অবশ্য জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে ক্রিস্তফ গালতিয়ের দল।

প্যায়েস দে লা লোরি, ২২ এপ্রিলঃ প্রতিপক্ষের মাঠে শুক্রবার রাতে লিগ ওয়ানের ম্যাচটি ২-১ গোলে জিতেছে পিএসজি। তাদের দুটি গোলই করেন কিলিয়ান এমবাপে। শেষ দিকে ব্যবধান কমান সাদা চুক। ম্যাচের শুরুতেই এগিয়ে যায় পিএসজি। মেসির বাড়ানো বল হুয়ান বের্নাত প্রথম টোকায় ছয় গজ বক্সের মুখে এমবাপেকে দেন। বাঁ পায়ের ভলি করার চেষ্টায় প্রথম দফায় পারেননি ফরাসি ফরোয়ার্ড। তবে দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় গোলটি করেন তিনি। ২১তম মিনিটে এমবাপের ব্যাকহিলে বাড়ানো বল বক্সে ফাঁকায় পেয়ে যথেষ্ট দ্রুত শট নিতে পারেননি মেসি। শরীর ঘুরিয়ে তার নেওয়া শট পা বাড়িয়ে রুখে দেন ডিফেন্ডার কামারা। ২৬তম মিনিটে দারুণ নৈপুণ্যে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন এমবাপে। মাঝমাঠের আগে থেকে মেসির রক্ষণচেরা থ্রু পাস নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বক্সে ঢুকে আগুয়ান

গোলরক্ষককে কাটিয়ে ফাঁকা জালে বল পাঠান কাতার বিশ্বকাপের গোল্ডেন বুটজয়ী। লিগ ওয়ানে টানা পঞ্চমবারের মতো সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার লক্ষ্যে ভালোভাবেই এগিয়ে যাচ্ছেন এমবাপে। আসরে তার গোল হলো ২২টি। ৩৮তম মিনিটে গোল হতে পারতো আরেকটি। তবে মেসির বাঁ পায়ের জোরাল শট ঠেকিয়ে বিরতির আগে ব্যবধান বাড়তে দেননি গোলরক্ষক। প্রথমার্ধে দুটি গোল খেলেও সুযোগ পেলেই পাল্টা আক্রমণে উঠছিল অ্যাঙ্গারস্। বিরতির পর প্রথম ১০ মিনিটেও ভালো দুটি আক্রমণ করে তারা, যদিও স্কোরলাইনে কোনো পরিবর্তন আসেনি। ৭৪তম মিনিটে অনেক দূর থেকে জোরাল শটে চেষ্টা করেন এমবাপে। লাফিয়ে কোনোমতে এক হাত দিয়ে বল ক্রসবারের ওপর দিয়ে পাঠান গোলরক্ষক। নির্ধারিত সময়ের তিন মিনিট বাকি থাকতে ব্যবধান কমিয়ে নাটকীয়তার আভাস দেন সাদা চুক। বাইলাইন থেকে সতীর্থের হেড কাটব্যাকে বল পেয়ে হেডেই জালে পাঠান সেনেগালের এই মিডফিল্ডার। তবে বাকি সময়ে প্রতিপক্ষকে আর কোনো সুযোগ দেয়নি পিএসজি। পূর্ণ তিন পয়েন্ট নিয়ে শিরোপা ধরে রাখার পথে তারা এগিয়ে গেল আরেক ধাপ। ৩২ ম্যাচে ২৪ জয় ও ৩ ড্রয়ে ৭৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে পিএসজি। এক ম্যাচ কম খেলে ৬৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে মার্সেই।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501